নেলী সেনগুপ্ত

সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন দাশ
৫৬ লেনিন সরণী
কলিকাতা ৭০০০১৩

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন দাশ
৫৮ লেনিন সরণী
কলিকাতা ৭০০০১৩
ফোন : ২৪-২৪১৮

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

মুদ্রাকর :
দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০১২

শ্রীমতী নেলীর স্নেহধারায় সিঞ্চিত জীবন—
স্বর্গত শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্তর
উদ্দেশে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, এড্‌ভান্স, মডার্ন রিভিউ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, দৈনিক বসুমতী, ফুট প্রিনট্‌স্‌ অব লিবার্টি, ভারতের মুক্তি সাধক, নূতন পত্র, তরী ও তীরে, "স্মরনিকা" (নেলী সেনগুপ্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটি, চট্টগ্রাম,) "আওয়ার হোমেজ" (নেলী সেনগুপ্ত স্মৃতি রক্ষা সমিতি—চট্টগ্রাম পরিষদ, কলকাতা ।)

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে খুব কাছে থেকে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তাঁর সান্নিধ্যে থাকা কালে, এই অসাধারণ জীবনের বিবিধ ঘটনা, আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করে, অপার আনন্দ পেয়েছি। এই গ্রন্থ রচনা কালে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রবীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শ্রীমতী নেলীর জীবন বৃত্তান্তের নানা দিক সম্বন্ধে শ্রীমান রবীন্দ্র নাথ অবহিত ছিল। রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গেও সে পরিচিত। এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সুচিন্তিত মতামত গ্রন্থ রচণায় আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অকুণ্ঠ ও নিরলস সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, যিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন, তিনি শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ।

গ্রন্থ প্রণয়ণ কার্য্যে আরো যাঁরা আমার সহযোগী ছিলেন, তাঁরা,—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রথীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বন্ধুবর প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, তদীয় কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্ত ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্নেহাস্পদ কল্পতরু সেনগুপ্ত, রণধীর সেনগুপ্ত, ভরত মল্লিক, অর্দ্ধেন্দু সেনগুপ্ত, বিজয় বড়ুয়া ও সুবোধ চন্দ্র করের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি আমি।

সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর জীবন-চিত্র পরিবেশনের আয়োজনে, যতীন্দ্র মোহনের জীবন-প্রসঙ্গ অবধারিত কারণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এই গ্রন্থে। বস্তুতঃ, শ্রীমতী নেলীর আদর্শনিষ্ঠ জীবন রূপায়ণে একটি অপরিহার্য্য ভূমিকার বিশেষিত নাম,—"দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন"।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন ছিলেন, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এক ব্যক্তিত্বময় মহান সত্তা। এবং তাঁরই কর্ম্মব্যাপ্ত জীবন-প্রবাহের নানাবিধ জটিল আবর্ত্তে অব্যর্থ উৎসাহের উৎস ছিলেন, শ্রীমতী নেলী, একথা অনস্বীকার্য্য। দেশবরেণ্য স্বামীর কর্ম্ম ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে শুধুমাত্র সহমর্ম্মিতা বা সমর্থনে নয়, সক্রিয় সহযোগিতায় শ্রীমতী নেলী ছিলেন প্রকৃত অর্থে,—আদর্শ জীবন-সঙ্গিনী। শ্রীমতী নেলীর কর্ম্মময় বিচিত্র জীবনধারাও, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছে, মহান স্বামীর আদর্শের দীপ্ত আলোকে। আত্ম-ত্যাগের আদর্শ রূপায়ণে, দু'টি উৎসর্গীকৃত অভিন্নহৃদয়, একে অপরের সার্থক পরিপূরক। সুতরাং, একজনের জীবন-চিত্র রচনার পরিসরে, অপর জীবনের ভূমিকা নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। শ্রীমতী নেলীর জীবন সম্বলিত এই গ্রন্থে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের বহুল প্রসঙ্গক্রম, তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সন্নিবেশিত হয়েছে, সচেতন পাঠক উপলব্ধি করবেন, আশা করি।

সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত

মহাপ্রাণা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর সস্নেহ সান্নিধ্যে থেকে সামান্যতম দেশ সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি। দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর জীবন-আদর্শ, দেশপ্রেম ও ত্যাগব্রতী কর্ম্মপন্থা থেকে আমার রাজনৈতিক জীবনে অপরিসীম প্রেরণা লাভ করেছি। তাঁদের প্রতি চিরদিন অগাধ শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। শ্রীমতী নেলীর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে শ্রীসুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত গ্রন্থ রচনা করবার সংকল্প করেছেন জেনে, আমি যে শুধু আনন্দিত হলাম, তা' নয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যতটুকু সাহায্য দরকার, তা' তাঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে, নিজেকে ধন্য মনে করি।

চিত্তরঞ্জন দাশ



Nellie Sengupta

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী, ১৯৩৩

জন্ম ঃ ১২ জানুয়ারী, ১৮৮৬ মৃত্যু ঃ ২৩ অক্টোবর, ১৯৭৩

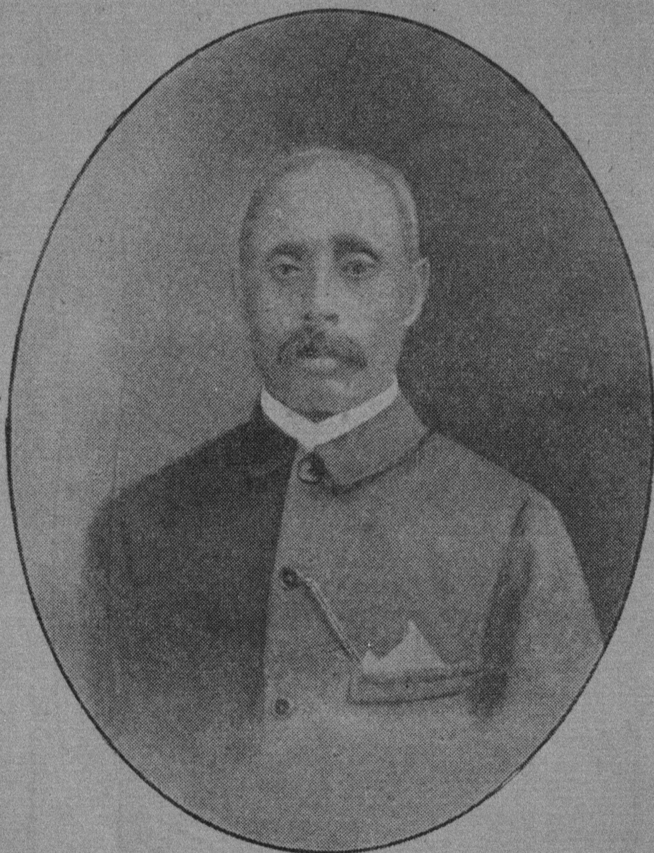
কেম্ব্রিজ ঃ ইংলেন্ড কলকাতা



আবির্ভাব ঃ বরমা (চট্টগ্রাম)
২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫
(কংগ্রেসের জন্ম বৎসর)
তিরোভাব ঃ রাঁচীর
অন্তরীণ আবাস
২২ জুলাই, ১৯৩৩

"Jatindra Mohan is one of those valiant fighters for the country's cause to whom no sacrifice was too great for the uplift of his motherland... The memory of such a life nobly lived and freely given is at once India's glory and shame."

—Rabindra Nath Tagore



দেশপ্রিয়র পিতা যাত্রা মোহন সেনগুপ্ত

জন্ম ঃ ৩০ জুলাই, ১৮৫০ মৃত্যু ঃ ২ নভেম্বর, ১৯১৯
চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে ওয়েলেসলী ম্যানশান, কলকাতা



কেম্ব্রীজে শ্রীমতী নেলীর মাতা মিসেস গ্রের সঙ্গে কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্নাতক, দেবর রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত



দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, শ্রীমতী নেলী, ভ্রাতুষ্পুত্রী
কুমারী ইলা (আইলীন), পুত্র শিশির ও অনিল



ভারতে প্রত্যাগমন

অসুস্থ অবস্থায় ১৯৭০-এ ভারত—পূর্ব্ব পাকিস্তান সীমান্তে উপস্থিত হবার পর, পুত্র শিশির সেনগুপ্তর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ শ্রীমতী নেলী। সঙ্গে পশ্চিম বাঙ্গলা সরকার প্রেরিত নার্স



কলকাতা রাজভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে শ্রীমতী নেলী

১

জন্মসূত্রে ইংরেজ হয়েও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিয়সী মহিলা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ২৩ অক্টোবর ভোর রাত সাড়ে তিনটায় শ্রীমতী নেলীর জীবনদীপ নিভে গেল।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর শ্রীমতী নেলী পূর্ব্বপাকিস্থানে বাস করেছেন। ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগের পর তিনি চট্টগ্রাম ফিরে গিয়েছিলেন। ভারত-বিভাগের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বলেছিলেন,—আমার স্বামী জীবিত থাকলে দেশ বিভাগ তিনি কিছুতেই সমর্থন করতেন না। আমিও করি না।

তবু দেশ বিভাগ শ্রীমতী নেলীকে মেনে নিতে হল। তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বীকৃতি জানাবার জন্য তাঁর কাছে দলিল প্রেরিত হল। কিরণ শঙ্কর রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির সভ্যবৃন্দ প্রাদেশিক কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এবং দলিলে স্বাক্ষর করবার অনুরোধ জানালেন। দলের নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি শ্রীমতী নেলীর শ্রদ্ধা ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি দলিল স্বাক্ষর করলেন।

দু' ফোঁটা চোখের জল শ্রীমতী নেলীর চিবুক ভিজিয়ে দিল।

শ্বশুর যাত্রা মোহন সেনের ভিটেমাটি, স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের জন্মভূমি চট্টগ্রামকেই শ্রীমতী নেলী মনোনীত করলেন তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র রূপে।

শ্রীমতী নেলীর জীবন-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হল।

পূর্ব্বপাকিস্থানের দুঃস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কুখ্যাত পাকিস্থান সরকারের হাতে নির্যাতিত, অবহেলিত। শ্রীমতী নেলী দুর্গত নরনারীর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার করলেন নিজেকে। পাকিস্থান

সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সংকল্প নিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আনন্দে আপ্লুত হয়ে সসম্মানে তাঁকে নেতৃত্বের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।

শ্রীমতী নেলী মন্ত্র নিলেন,—"বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।"

শ্রীমতী নেলী পূর্ব্বপাকিস্থান বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বিধান সভায় তাঁর মর্ম্মস্পর্শী ভাষণে দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্থান সরকারের অন্যায় আচরণ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের করুণ কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন। পাকিস্থান সরকারকে দৃপ্ত কণ্ঠে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। বলেছেন,—"তোমরা সময়ের ইঙ্গিত দেখছ না! বুঝছ না, কি ভুল পথে তোমরা চলেছ। তোমরা আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েছ।"

পাকিস্থান সরকারের প্রতিটি অন্যায় কাজের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। পাকিস্থান সরকার ক্ষিপ্ত। শ্রীমতী নেলীর কণ্ঠরোধ করবার প্রয়াসে তারা সচেষ্ট। সাধারণ নাগরিকের ন্যূনতম অধিকার থেকে শ্রীমতী নেলীকে তারা বঞ্চিত করল নানাভাবে। অপমানিত, লাঞ্ছিত করল তাঁকে পদে পদে।

পাকিস্থান সরকারের হীন আচরণ, শ্রীমতী নেলী ক্ষমা, সহ্য, উপেক্ষা করে, দিনের পর দিন অতন্দ্র প্রহরীর মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও দরিদ্র জনসাধারণের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন।

২

দু'তিন বছর অন্তর শ্রীমতী নেলী ভারতে আসতেন, দিন কয়েকের জন্য। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায়। তাঁরা সবাই শ্রীমতী নেলীকে অনুরোধ জানাতেন,—"পাকিস্থানে আপনি আর ফিরে যাবেন না। আমাদের মধ্যে থাকুন, ভারতে।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বার বার বহুবার শ্রীমতী নেলীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন,—"আপনি ভারতে অবস্থান করুন। পাকিস্থানে আপনার দুঃখ কষ্টের সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত।"

শ্রীমতী নেলী নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তাঁদের আন্তরিক সমবেদনার জন্য। বিনীত সারল্যের সঙ্গে বলেন,—"পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রায় সবাইতো পূর্ব্ববাঙ্গলা ত্যাগ করে চলে এসেছেন। পূর্ব্বপুরুষের ভিটের মায়া যাঁরা কাটাতে পারেন নি, তেমন অল্প সংখ্যক লোক এখনও বসবাস করছেন পূর্ব্বপাকিস্থানে। তাঁদের জীবন বিপন্ন। সুখ শান্তি বিরহিত। আমি তাঁদের কি করে ছেড়ে আসব? দিনকয়েকের জন্য যখন আমি ভারতে আসি, রেলষ্টেশান কিংবা স্টীমারঘাটে আমাকে পেঁছে দিতে যাঁরা আসেন, তাঁদের শুষ্ক মলিন মুখের দিকে তাকালে আপনারা অনুমান করতে পারতেন, আমার স্বল্পকালের অনুপস্থিতিও তাঁদের কিরূপ বিচলিত করে। নিজেদের তাঁরা কত অসহায় মনে করেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন আমাকে,—আপনি ফিরে আসবেন তো? আমি আশ্বাস দিই। বলি,—আসব। নিশ্চয়ই আসব। অতএব আমাকে ফিরে যেতেই হবে।"

পণ্ডিত জওহরলাল সশ্রদ্ধ স্নেহে শ্রীমতী নেলীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, —Nellie, you are brave!

এমনও স্থির হয়েছিল, শ্রীমতী নেলী যদি ভারতবর্ষে বাস করেন, কোন রাজ্যের গভর্ণর করা হবে তাঁকে। কিংবা, তিনি পছন্দ করেন, এমন অন্য কোন উচ্চ সরকারী পদ তাঁকে অর্পণ করা হবে।

সমবেদনাকাতর শ্রীমতী নেলী চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

চট্টগ্রামে শ্রীমতী নেলীর প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র ছিল,—শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। সঙ্ঘ-সম্পাদক বীরেন্দ্র চৌধুরী, সভাপতি বঙ্কিম চন্দ্র সেন, বিশিষ্ট সদস্য যতীন্দ্র মোহন রক্ষিত, হরি রঞ্জন রক্ষিত, বিনোদ চৌধুরী, জলধর সেনগুপ্ত প্রমুখ আত্মভোলা দেশ সেবকবৃন্দ শ্রীমতী নেলীর সক্রিয় সহায়তায় এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অগণিত নরনারীর বহুবিধ হিতসাধন করেছেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী নেলী ছিলেন চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিমা।

বলাবাহুল্য, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতি পাকিস্থান সরকার বিরূপ ছিল। সঙ্ঘের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ছিল। দরিদ্র মুসলমান জনগণও নানাভাবে সঙ্ঘ কর্তৃক উপকৃত হত। প্রবর্ত্তক সংঘ চট্টগ্রামে দুঃস্থ হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের একটি মিলন ক্ষেত্র বলে খ্যাত ছিল।

সাম্প্রদায়িকতা দোষ দুষ্ট পাকিস্থান সরকারের রুদ্র রোষ-বহ্নিতে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে ভস্মীভূত করবার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। অবশেষে তাদের ঈপ্সিত সুযোগ এল। বর্ব্বর পাকিস্থানী হানাদাররা চট্টগ্রাম আক্রমণকালে (৩০ মার্চ্চ—২০ মে ১৯৭১) প্রবর্ত্তক সংঘ ধ্বংস করল। সঙ্ঘের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনাগৃহ, হাসপাতাল, ছাত্রছাত্রীনিবাস বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ করল। জনসেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ বীরেন্দ্র চৌধুরী, এবং অশীতিপর সংঘসভাপতি বঙ্কিম চন্দ্র সেন এবং আরো বিশিষ্ট কর্ম্মী অনেককে নৃশংস ভাবে হত্যা করল।

উক্ত দুর্ঘটনার সময়ে শ্রীমতী নেলী কলকাতায় রোগশয্যায় শায়িতা। নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যখন তাঁর কানে পেঁছুল, তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। গভীর ব্যথাকাতর হৃদয়ে আক্ষেপ করলেন,—"পূর্ব্ববাঙ্গলার নরনারীর এই দুর্দ্দিনে তাঁদের পার্শ্বে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারলাম না। অতি দুর্ভাগ্য আমি।"

কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীমতী নেলী চিকিৎসার জন্য। চট্টগ্রামে তাঁর বাসভবনে স্নানের ঘরে পা পিছলে হঠাৎ তিনি পড়ে যান। তাঁর নিতম্বের হাড় ভেঙ্গে যায়। চট্টগ্রামের চিকিৎসা ফলপ্রসূ হ'ল না। স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ নির্দ্দেশ জানালেন,—"কলকাতা যান। চট্টগ্রামে কিংবা ঢাকায় অপারেশান করবার যথোচিত সুযোগ সুবিধে নেই। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব। কলকাতায় শল্যচিকিৎসক ডাঃ শৈলেন ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসাধীনে থাকবেন। আপনি শীঘ্র নিরাময় হবেন"।

পাকিস্থান সরকার শ্রীমতী নেলীকে পাশপোর্ট দিতে স্বীকৃত হলেন না। চিকিৎসকদের অভিমতের চাপে শেষ অবধি পাশপোর্ট দিতে হল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের অনুরাগী বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্ম্মী, সুপরিচিত বিপ্লবী নেতা, ভারত সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অরুণ চন্দ্র গুহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। শ্রীমতী গান্ধী নির্দ্দেশ জানালেন,—"শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত ভারতের অতি সম্মানিত অতিথি-

রূপে অভ্যর্থিত হবেন। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা ভারতসরকার করবে।

শ্রীমতী নেলীর শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। নিজের চেষ্টায় পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও তিনি অক্ষম। চট্টগ্রামে বন্ধুবান্ধবরা স্থির করলেন, কলকাতা আগমন কালে তাঁদের একজন শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে থাকবেন। পথে তাঁকে সাহায্য করবেন চলতে ফিরতে। মাস্টারদা সূর্য্য সেনের সহকর্ম্মী, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা বিনোদ চৌধুরী শ্রীমতী নেলীর সঙ্গী হলেন। কিছু পথ বিমানযোগে, বাকি পথ মটরযানে আসতে হল।

৩

২ নভেম্বর, ১৯৭০।

ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে শ্রীমতী নেলী পৌঁছুলেন। এপারে ওপারে বিপুল জনসমাগম হয়েছে। ওপার থেকে যাঁরা বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, ব্যাকুল কণ্ঠে সোচ্চার আবেদন জানালেন,—"আমাদের নেলী সেনগুপ্তকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। এখানে আমাদের সহায় ভরসা একমাত্র তিনি,—তিনি।"

এপারে অগণিত নরনারী বিপুল হর্ষধ্বনি করে শ্রীমতী নেলীর আগমন অভিনন্দিত করলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের এবং ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে শ্রীমতী নেলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন,—

"Welcome to India. We have
long been looking forward to
your arrival which brings back
poignant memories. I am
most anxious about your health.
Very large number of compatriots
who have been followers of Deshapriya
and yourself join me in wishing
you speedy recovery."

প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গরাজ্যসরকার শ্রীমতী নেলীর অভ্যর্থনা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

২৪ পরগণা জেলাশাসক রথীন সেনগুপ্ত সীমান্তে উপস্থিত হয়েছেন ; তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, রাজ্যসরকারের সহকারী সেক্রেটারি ধ্রুব সেন। আর সরকারী ডাক্তার, নার্স ও এম্বুলেনস্।

Calcutta Hospital and Medical Research Institute-এ শ্রীমতী নেলীকে ভর্ত্তি করা হবে। হাসপাতালের কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ণেল অমর দেব, শৈল্যচিকিৎসক ডাক্তার শৈলেন ভট্টাচার্য্য, তাঁর সহকারী চিকিৎসকবৃন্দ ও নার্স, এবং চট্টগ্রামে শ্রীমতী নেলীর ও তাঁর পরিবারের তদানীন্তন চিকিৎসক, ডাক্তার ননী গোপাল চৌধুরী, শ্রীমতী নেলীর আগমন প্রতীক্ষায় ফটকে দাঁড়িয়ে। শ্রীমতী নেলীর দর্শন অভিলাষী বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে হাসপাতাল সংলগ্ন প্রশস্ত ডায়মণ্ডহারবার রোডে।

শ্রীমতী নেলীর কলকাতায় আগমনের সংবাদ যথাযোগ্য সমারোহে মুদ্রিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে। দেশপ্রিয়র ও শ্রীমতী নেলীর পুরাতন সহকর্ম্মী, আত্মীয়স্বজন এবং সরকারী বেসরকারী গণ্যমান্য বহুব্যক্তি হাসপাতালে এলেন শ্রীমতী নেলীকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে।

এসেছিলেন,—দেশবন্ধু দুহিতা শ্রীমতী অপর্ণা রায়, শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, শ্রীমতী মায়া রায়, অজয় মুখার্জ্জি, শঙ্কর ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, অরুণ মৈত্র, তরুণ কান্তি ঘোষ, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, বিজয় সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয় সিং নাহার, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ডাঃ জয়নাল আবেদিন, আবদুস ছত্তার, দিলীপ চ্যাটার্জী, শ্রীমতী উষা গুপ্ত, শ্রীমতী সাধনা সোম, প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, জে-সি-দে, অধ্যাপক জনার্দ্দন হরি চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, শান্তনু রায়, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

যথা সময়ে শ্রীমতী নেলীর নিতম্বে অস্ত্রোপচার করলেন ডাক্তার শৈলেন ভট্টাচার্য্য। মহা চিন্তা ও উদ্বেগ সকলের মনে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর ডাক্তার ভট্টাচার্য্য বেরিয়ে এলেন অপারেশানথিয়েটার থেকে। সকলকে নিশ্চিন্ত করলেন। বললেন,—"অস্ত্রোপচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আশঙ্কা

ছিল,—৮৪ বৎসরের বৃদ্ধা, তাঁর হার্ট এবং লাংসের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, মেজর অপারেশানের কষ্ট সহ্য করতে পারবেন কিনা।"

শ্রীমতী নেলী হাসপাতালে ক্রমশঃ সুস্থ হচ্ছেন। লাঠি ভর করে, নার্সের কাঁধে হাত রেখে, এঘর ওঘর দু'দশ পা হাঁটবার চেষ্টা করেন। হাসপাতালের ডাক্তার, ছোটবড় কর্ম্মচারী,—পুরুষ নারী,—শ্রীমতী নেলীর রোগ নিরাময়ের জন্য, হাসপাতালে তাঁকে যথাসম্ভব আরামে রাখবার জন্য, কিছু করতে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করেন। শ্রীমতী নেলী তাঁর মিষ্টভাষণে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। সকলের কামনা,—শ্রীমতী নেলী শীঘ্র সুস্থ হোন।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নিকটবন্ধু, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সদস্য, বঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণর, শ্রীপ্রকাশজীও একই হাসপাতালে রয়েছেন রুগ্ন অবস্থায়। ইনভেলিড্‌চেয়ারে বসে তিনি মাঝে মাঝে আসেন শ্রীমতী নেলীর ক্যাবিনে। তাঁর শারীরিক অবস্থা জানতে। তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে। স্বাধীনতাসংগ্রামের পুরাতন কথা আলোচনা করে আনন্দ পান উভয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন কলকাতায়। শ্রীমতী নেলীকে দেখতে এলেন হাসপাতালে। বহুদিন পর, এই প্রথম সাক্ষাৎ। আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই মহিয়সী মহিলা। কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন সভানেত্রী। পারিবারিক সম্বন্ধ অতি নিবিড়। একান্ত আপনজন। প্রাণস্পর্শী মিলনদৃশ্য মনে রাখবার মত।

দীর্ঘ আট মাস শ্রীমতী নেলীকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে তিনি এলেন ভারতসরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, তাঁর আবাসে,— ১নং, কিড ষ্ট্রীটের 'পেলেস কোর্ট' ভবনে। এই গৃহটি শ্রীমতী নেলীর পৌত্রী শ্রীমতী আয়েসা চ্যাটার্জ্জির বাসস্থানের অতি সন্নিকট। ভারতসরকারের স্থানীয় ষ্টেট (Estate) অফিসের তদানীন্তন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহেন্দ্র লাল বড়ুয়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সহায়তায় কিড ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটটি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ, মহেন্দ্র লাল বড়ুয়া বহুকাল ইংরেজের কারগার ও Detention Camp-এ বন্দী ছিলেন। বিপ্লবী মহেন্দ্র লাল, যতীন্দ্র মোহন ও শ্রীমতী নেলীর স্নেহধন্য দেশসেবক। পৌত্রী আয়েসা প্রায় সর্ব্বক্ষণ পিতামহীর দেখাশুনা করার বিশেষ সুযোগ পেলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উদার নির্দ্দেশ ক্রমে ভারতের মহামান্য অতিথিরূপে শ্রীমতী নেলীর কলকাতা অবস্থানের সবরকমের সুব্যবস্থা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় প্রায় প্রত্যহই শ্রীমতী নেলীর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুব্যবস্থায় রাজ্যসরকারের প্রধানসচিব নির্ম্মল সেনগুপ্ত ও অমিতাভ নিয়োগী শ্রীমতী নেলীর আরাম, স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। এই দুই সহৃদয় সরকারী অফিসারের ব্যবহারে শ্রীমতী নেলী বিশেষ প্রীত ছিলেন।

ইতিমধ্যে নূতন দিল্লীর 'নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠান থেকে Oral History Project বিভাগের রিসার্স অফিসার, ডক্টর হরিদেব শর্ম্মা ও ডক্টর অমিত গুপ্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন শ্রীমতী নেলীর ঘটনা-বহুল জীবন-ইতিহাসের তথ্য কিছু টেপ্‌রেকর্ড করে নিয়ে যাবেন। সংরক্ষণ করবেন নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এণ্ড লাইব্রেরীতে। উদ্দেশ্য,—উত্তর-কালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন যাঁরা, তাঁদের কাজের সহায়ক হবে শ্রীমতী নেলীর উক্তি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমসাময়িক কৃতি দেশসেবক-সেবিকাদের পরিচয় পাওয়া যাবে শ্রীমতী নেলীর বিবৃতিতে। ডক্টর অমিত গুপ্ত কলকাতায় এলেন। সপ্তাহকাল-ধরে প্রত্যহ শ্রীমতী নেলীর জীবন-স্মৃতি কিছু কিছু করে টেপ্‌রেকর্ডে ধরে নিলেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকতা কেন্দ্র থেকে এলেন, বি-এন-ধর, শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য্য, উপেন তরফদার ও ওয়াই-সি-গুপ্ত। তাঁদেরও আগ্রহ অনেক কিছু জানবার। বিশেষ করে শ্রীমতী নেলীর পারিবারিক জীবন-কথা। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের ছোট বড় ব্যক্তিগত কথাও। ভিন্নদেশে ভিন্নপরিবেশে এসে তাঁর মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া। রাজনৈতিক জীবনের কাহিনীও কিছু।

শরীর ক্লান্ত। তবু অতীত মন্থন করবার ইচ্ছা এবং আগ্রহ এতটুকু কম নয়। স্মৃতিচারণ করে অনেক তথ্য রেকর্ড করলেন। আশামুগ্ধ হৃদয়ে। যদি তাঁর কথা উত্তরসূরীদের চলার পথে সহায়ক হয়!

দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা অরুণচন্দ্র গুহ ও ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করেন হাসপাতালে। তাঁদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন একদিন—"দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপনারা যে অপরিসীম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, আজকের দিনের যুবসম্প্রদায় কি তেমন করতে পারবে?" শ্রীগুহ ও শ্রীদত্ত তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,—"যদি উপযুক্ত নেতৃত্ব ও উৎসাহ পায়, আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা কোন ত্যাগ, কোন কষ্ট বরণ করতে পশ্চাৎপদ হবে না।"

মাঝে মাঝে শ্রীমতী নেলী অধীর হয়ে বলতেন,—ছেলে-মেয়েরা ঝগড়াঝাঁটি করছে। বুদ্ধিমান কর্ম্মীরাও দলাদলি করছে। আমার ইচ্ছা হয়, আমি তাদের মধ্যে ছুটে যাই। গিয়ে বলি,—কত কষ্ট, কত ত্যাগের বিনিময়ে তোমাদের পূর্ব্বসূরীরা দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। কত প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছে। কত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন। কি দুরূহ উদ্যম তাঁদের। তোমাদের উপর তাঁদের ভরসা ছিল অসীম। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ তোমরা সম্পূর্ণ করবে। নূতন শক্তিশালী ভারত গঠণ করবে তোমরা।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে গিয়ে কথাক'টি বলবার সুযোগ এল তাঁর একদিন।

কলকাতা ময়দানে যুবকংগ্রেসের অধিবেশন। (১৯৭২)। অভ্যর্থনা সমিতি স্থির করেছেন, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন।

প্রাদেশিক যুবকংগ্রেসের সভাপতি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, ছেলেমেয়েদের জনকয়েক, শ্রীমতী নেলীর বিশেষ স্নেহভাজন কংগ্রেসকর্ম্মী চিত্তরঞ্জন দাশকে সঙ্গে নিয়ে, শ্রীমতী নেলীর কিড্ ষ্ট্রীটের বাসভবনে এসেছেন। তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

শ্রীমতী নেলী সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। চিত্তদর্পনে সুদূর অতীতের ঘটনারাজি ভেসে উঠল।

১৯২৯—১৯৩৩।

অল বেঙ্গল ষ্টুডেনটস্ এসোসিয়েশানের (A.B.S.A) পক্ষ থেকে প্রমোদ ঘোষাল, শচীন মিত্র, অরুণাংশু দে, জগৎধাত্রী বানার্জি, অজিত দত্ত, জিতেন সেন, বিভূতি গুপ্তভায়া, শৈলেন মিত্র, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন ঘোষ, অমরেন্দ্র রায়, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত বানার্জি, বীরেন দাশগুপ্ত, রেবতী বর্ম্মন, অক্ষয় সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে আসতেন। আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁকে, বিভিন্ন ছাত্রসভায় ও অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবার জন্য।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের অধিনায়কত্বে কলকাতার ছাত্রসমাজ সাইমন কমিশন (Simon Commission) বর্জনের সার্থক আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। বিরাট মিছিল করে সহর পরিক্রমা করেছিলেন (১৯ জানুয়ারী,

১৯২৯)। কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করবার মানসে। সেই আন্দোলনে মিছিলের পুরোভাগে শ্রীমতী নেলীও ছিলেন।

স্বামীর অনুগামী হয়ে বহু যুবপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীমতী নেলী যুক্ত ছিলেন। ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষ, বন্ধ বোস, মুষ্টিযোদ্ধা যুগল শীলের আমন্ত্রণে দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলী তাঁদের বিভিন্ন আখড়ায় যেতেন।

উত্তর কলকাতার প্রবীন বিপ্লবীনেতা রাজেন দেব এবং তাঁর সহকর্ম্মী অমর বসু, হেমন্ত বসু হেমাঙ্গ বরাট পরিচালিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলী।

সহরে দুর্গা পুজা এবং সরস্বতী পুজার উৎসবে পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা হত, কোন প্রতিষ্ঠান দেশপ্রিয়কে কিংবা শ্রীমতী নেলীকে আগে নিয়ে যাবেন তাঁদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে।

ছাত্র আন্দোলনে এ-বি-এস-এর পক্ষ হয়ে বীরেন বসু পরিচালিত 'India Tomorrow' এবং অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত 'Voice Of Youth' ও কৃষ্ণ কুমার চাটার্জি এবং শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত 'ভাবীকাল' সাময়িক পত্রগুলির অবদানও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে।

পুরাতন স্মৃতি শ্রীমতী নেলীর মনে নুতন পুলক জাগাল।

ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ যুবকংগ্রেস অধিবেশনে নেলীর উপস্থিত হবার পথে এক বাধা দেখা দিল।

কলকাতায় তখন বর্ষা। সভামণ্ডপ অবধি পেঁছুবার রাস্তায়, ময়দানে, জলকাদা বিস্তর। গাড়ী গিয়ে যেখানে থামবে, সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে সভামণ্ডপ। পায়ে হেঁটে মণ্ডপে যেতে হবে। শ্রীমতী নেলী তো জলে-কাদায় হাঁটতে পারবেন না! সমস্যা,—তিনি কেমন করে মণ্ডপে পৌছুবেন!

শ্রীমতী নেলী হতাশ হলেন না। দুজন যুবক কাছে দাঁড়িয়ে। হেসে তাঁদের বললেন,—" দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের দুজনের শরীরে বেশ শক্তি আছে। একটি চেয়ারে বসিয়ে আমাকে তোমরা কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবেনা, সভামণ্ডপে?" সোৎসাহে যুবক একজন বললেন,—"কেন পারব না? নিশ্চয় পারব। আমরা যাই। ব্যবস্থা করছি। আপনি প্রস্তুত হোন।"

শ্রীমতী নেলীর মনে খুশির জোয়ার এল।

নির্দ্ধারিত সময়ে যাত্রা করলেন। পৌত্রী আয়েসা শ্রীমতী নেলীর কাছে 'অন্ধের যষ্টি'। আয়েসার দায়িত্ব,—বৃদ্ধা পিতামহীকে কোথায়ও যেতে হলে, অতি সাবধানে, যত্নে তাঁকে চালিয়ে নেওয়া। আয়েসার কাঁধে ভর করে, গাড়ীতে আরোহণ করলেন শ্রীমতী নেলী।

ময়দানসংলগ্ন রাস্তায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে, গাড়ী গিয়ে থামল। যুবক ক'জন চেয়ার একখানি নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছেন। শ্রীমতী নেলীকে চেয়ারে বসিয়ে কাঁধে করে তাঁরা উপস্থিত করলেন সভামণ্ডপে। সমবেত জনতা উল্লসিত। জয়ধ্বনিতে মণ্ডপ মুখরিত করল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে শ্রীমতী নেলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

শ্রীমতী নেলী অভিভূত।

অনুরুদ্ধ হয়ে ভাষণ দিলেন। স্বাধীনতাসংগ্রামের পুরাতন কথা নূতন করে শোনালেন তরুণ তরুণীদের। ভবিষ্যতে জাতির কি কর্ত্তব্য, যুব-সম্প্রদায়ের কি করনীয়, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জানালেন।

অতিশয় বৃদ্ধা। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন। দেহ জীর্ণ। রোগাশ্রিত! মন কিন্তু ক্লিষ্ট নয়। যুবসমাজ বিস্ময় মানলেন। শ্রীমতী নেলীর স্পষ্ট, উৎসাহব্যঞ্জক, তেজস্বী কথাগুলি তাঁদের সকলের মন উজ্জ্বল করল। এই প্রাচীনের মধ্যে তাঁরা যেন এক নবীনের দর্শন পেলেন। নূতন মানুষ যেন। নূতন সুরে কথা বললেন।

বালবৃদ্ধ নরনারীর ভিড় হত প্রত্যহ শ্রীমতী নেলীর কিড ষ্ট্রীটের আবাসে। কত আবেদন, কত আশা, আকাংখা নিয়ে তাঁরা যেতেন শ্রীমতী নেলীর সকাশে! প্রত্যাখ্যান তিনি করতেন না কাউকে। সবাইকে আন্তরিক সহানুভূতির সুরে বুঝিয়ে শুনিয়ে, যার জন্য যতটুকু করা সম্ভব, তা' করবেন, প্রতিশ্রুতি জানিয়ে, তাঁদের শান্ত করতেন। দুঃখদৈন্য পীড়িত মানুষের কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারলেও তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন।

একদিন তাঁর বাড়ীতে হুলস্থুল ব্যাপার। বাইরের স্বল্পপরিসর কক্ষে একরাশ মহিলার ভিড়। বিপ্লবী শ্রীমতী কল্যানী ভট্টাচার্য্য ও অন্যান জনত্রিশ মহিলা। শ্রীমতী নেলীকে ঘিরে বসেছেন। কেউ সোফায়-কোচে, কেউ মেজেতে। বিভিন্ন মহিলা সমিতির সদস্য তাঁরা। সরকারের কাছে তাঁদের নানা নিবেদন, নানা নালিশ। দরদার প্রাণ শ্রীমতী নেলীর। তিনি তাঁদের সহায়তা

করবেন, তাঁদের দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করবেন, দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে মহিলাবৃন্দের। সবাই প্রায় এক সঙ্গে কথা বলছেন। স্নেহবিকলা শ্রীমতী নেলী কা'কে কি জবাব দেবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করছেন। কারো চিবুক ছুঁয়ে প্রীতি ছলছল নেত্রে স্নেহ-করুণ সহানুভূতি জানাচ্ছেন। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাঁদের শান্ত করতে। বলছেন,— "আপনাদের দুঃখ আমি উপলব্ধি করতে পারছি। চল্‌তে ফিরতে আমি অক্ষম। নইলে আপনাদের সঙ্গে করে' যেখানে যাওয়া দরকার, আমি যেতাম। আপনাদের বক্তব্য আমাকে লিখে দিন। আমি তা' পাঠিয়ে দেব, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কাছে। আপনাদের সাহায্য করবার জন্য তাঁকে আমি অনুরোধ জানাব। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করবেন। আমি তাঁর সঙ্গে আপনাদের বিষয়ে কথা বলব। নিশ্চয় বলব।"

সমবেত মহিলাবৃন্দ তাঁদের আবেদন, অভিযোগের কাগজপত্র শ্রীমতী নেলীর হাতে উঠিয়ে দিয়ে প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন।

জনসাধারণের মধ্যে কাজ করবার উৎসাহ উদ্দীপনা, ত্যাগে পবিত্র, সঙ্কল্পে অটল থাকার শিক্ষা, শ্রীমতী নেলী পেয়েছিলেন, তাঁর স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের কাছ থেকে।

৪

কেম্ব্রীজ ইউনিভার্সিটি সহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী মিঃ-মিসেস গ্রের একমাত্র সন্তান—মিস্ এডিথ এলেন গ্রে। তাঁর ডাকনাম 'নেলী'। জন্ম ১২ জানুয়ারী, ১৮৮৬।

শ্রীমতী নেলী বলতেন,—"বাবার সান্নিধ্য আমি খুব ভালোবাসতাম। প্রায় সবসময় নিজের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বাবা। আমি কাছে গেলেই, সব ছেড়ে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করতেন। হাসি তামাসায় আমার মন ভরিয়ে দিতেন।

"মা ছিলেন, একাধারে আমার মা, ভগ্নী, আমার বন্ধু। চমৎকার একটি মানুষ আমার মা। গুণ অনেক। ভালো রাঁধতে জানতেন। সেলাইর কাজে খুব নিপুন। সর্ব্বোপরি গানবাজনায় অতুলনীয় ছিল তাঁর প্রতিভা। খুব ভালো বাজাতেন পিয়নো। অবসর সময়ে বই পড়া তাঁর নেশা।"

শ্রীমতী নেলী হেসে বলতেন,—"মার কোন গুণই কিন্তু আমি পাইনি। তবে হাঁ, মার মত, সংগীত আমার প্রিয়। মার কাছে পিয়নো বাজান শিখেছি। মার মত বই পড়াও আমার নেশা।

"খেলাধুলোয় আগ্রহ আমার খুব। টেনিস আমার প্রিয় খেলা। সুযোগ পেলে এখনও খেলি। ভালো খেলা দেখতে ছাড়ি না। ক্রিকেট দেখতে ভালোবাসি। আর ভালোবাসি, কুকুর পুষতে।" বলেই প্রাণ খুলে হাসলেন।

"Senior Cambridge অবধি আমার পাঠ্যজীবন। ছোটবেলায় আমার একবার সাংঘাতিক অসুখ করেছিল। সেরে উঠবার পর বাবা স্থির করলেন, কলেজে পড়াশুনোর চাপ আমার ওপর থাকবেনা। বাবা নিজে আমাকে বাড়ীতে পড়াতেন। বেছে বেছে হালকা বিষয়বস্তুর বই আমায় পড়তে দিতেন। ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে আমার ভালো লাগে। নাটক-নভেল পড়ি। আর পড়ে আনন্দ পাই, মেয়েদের সম্বন্ধে লেখা বই। 'ষ্টেজশো' দেখতে ভালোবাসি। বাবা মা লণ্ডনে 'ষ্টেজশো' দেখতে আমায় নিয়ে যেতেন।

১৯০৬। কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রিয়দর্শন যুবক যতীন্দ্র মোহন। আরো জনকয়েক ভারতীয় ছাত্রবন্ধুর মত ইংরেজ পরিবারের সংগে মেলামেশা করতে যতীন্দ্র মোহন ভালোবাসতেন। তাঁর পিসতুত ভাই সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে* সংগে করে তিনি কখন কখন কেম্ব্রীজ সহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী মিঃ-মিসেস গ্রে-র বাড়ীতে যেতেন। যতীন্দ্র মোহনের অতি সুন্দর চেহারা, অতি ভদ্র আচরণ, বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য আদবকায়দা. খেলাধুলোর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, আর, কথায় কথায় প্রাণখোলা হাসিকৌতুক, মিঃ-মিসেস গ্রে-র সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

সর্দি কাশিতে যতীন্দ্র মোহন প্রায়ই ভুগতেন। মিসেস গ্রে বলতেন,— "আহা, ছেলেটি মা-বাপ ছেড়ে বিদেশে রয়েছে, কষ্ট পাচ্ছে।" তিনি আদর করে ডিম, গরম দুধ যতীন্দ্র মোহনকে খাওয়াতেন। নেলী মাকে বলতেন,— "মা, আসলে কিন্তু ওর অসুখ তেমন কিছু নয়। অসুখের ভান করে' আমাদের বাড়ী আসে। তাকে তোমার বেশী আদর আমার ভালো লাগেনা।"

কিন্তু তা' বললে কি হবে? নেলীর মনের কথা তো আর তা' নয়।

*কলকাতার স্বনামধন্য ডাক্তার এস-সি-সেনগুপ্ত M. D., F. R. C. S. (Edin)—চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

সুদর্শন যুবক যতীন্দ্র মোহনের মিষ্টি কথা, মিষ্টি হাসিকৌতুক নেলীরও মন কেড়ে নেয়।

দু'জনের অবাধ মেলামেশা মিসেস গ্রে-র কিন্তু আর ভালো লাগছে না। মনে তাঁর ভয় ঢুকেছে,—প্রণয় যদি তাদের গভীর হয়? অবশেষে যদি বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়? মিশ্রবিবাহে মিসেস গ্রে-র ঘোরতর আপত্তি। তিনি দেখেছেন, একাধিক ক্ষেত্রে মিশ্রবিবাহ সুখের হয় নি।

১৯০৮। মাতা বিনোদিনীর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোকাবিভূত যতীন্দ্র মোহন স্বদেশে এলেন। পিতার সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকবার অভিপ্রায়ে।

কথা প্রসঙ্গে পিতাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, মিশ্রবিবাহে পিতার কী মত। যাত্রা মোহন বললেন,—"মিশ্রবিবাহ? অতি খারাপ।"

যতীন্দ্র মোহন ভয় পেলেন। মনের কথা পিতার নিকট ব্যক্ত করবার সাহস হল না।

অল্পদিন পরেই যতীন্দ্র মোহন কেম্ব্রীজ ফিরে গিয়ে কলেজে যোগদান করলেন। গ্রে-পরিবারের সঙ্গে মেলা মেশা আবার শুরু হল। যতীন্দ্র মোহন ও নেলী উপলব্ধি করলেন, ক্রমশঃ তাঁরা পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছেন।

১৯০৯। জানুয়ারী—মে।

যতীন্দ্র মোহনের পাঠ্যজীবন সমাপ্ত হয়েছে। Downing College থেকে বি-এ Tripos, Part I-II সম্মানের সঙ্গে পাশ করেছেন। LL. B. ডিগ্রী নিয়েছেন। Greys Inn থেকে ব্যারিস্টার হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কেম্ব্রীজের ছাত্র যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। বন্ধুমহলে অসাধারণ খাতির তাঁর। ভালো বক্তৃতা করেন। মিষ্টি ব্যবহার। ছাত্র অনুষ্ঠানাদিতে সবসময়ে অগ্রণী। সহপাঠীরা যতীন্দ্র মোহনকে Cambridge Indian Mujlis এবং East And West Society-র সভাপতি নির্বাচিত করলেন।

উত্তরকালে কেম্ব্রীজে ছাত্র-জীবনের কথা বলতে যতীন্দ্র মোহন খুব ভালোবাসতেন। রাত্রে আহারের পর, ছেলে মেয়েদের নিয়ে বসতেন। অনাবিল হাসি কৌতুকের গল্প করতেন। নেলীও সে আসরে থাকতেন। এমনি এক সন্ধ্যায়, ছোট একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছিলেন :

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি, সে-কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) সস্ত্রীক বিলেতে

গিয়েছিলেন। উক্ত দুই সংস্থার সভ্যবৃন্দ এক ভোজসভায় তাঁকে সম্বর্ধিত করবার আয়োজন করেছিলেন। যতীন্দ্র মোহন এই ঘটনার বর্ণনা করে' বলেছিলেন—"আমরা যারা জুনিয়ার, তাদের উপর ভার ছিল যথোচিত উদ্যোগ আয়োজন করবার। যাতে অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। চেষ্টার কোন ত্রুটি আমাদের ছিল না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এক বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

"অনুষ্ঠান সূচিতে উল্লেখ ছিল, উদ্বোধন সঙ্গীত হবে। পরে দেখা গেল, গান করবার কথা আমাদের যে বন্ধুর, তিনি অনুপস্থিত। অতিথি এসে গেছেন। অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে দেরী করা তো চলেনা। সিনিয়াররা বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আমরা নিজেদের বিশেষ বিব্রত বোধ করলাম। গুরুসদয় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চটপটে। কিছুতে হার মানা তার স্বভাববিরুদ্ধ। গুরুসদয় বললেন, অত ভাবছিস কেন? ধীরেন গান করবে, বলেই, ধীরেনকে টেনে এনে সামনে দাঁড় করালেন। ঘোষণা করলেন,—এবার উদ্বোধন সঙ্গীত। গাইবেন, ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

"ধীরেন হতভম্ব! উপায় কি? গাইতে হ'ল।

"সঙ্গীতশেষে সবাই যথারীতি করতালি দিয়ে ধীরেনকে সাধুবাদ জানালেন। লক্ষ্য করলাম, উমেশ চন্দ্র হর্ষধ্বনিতে যোগ দিলেন না।

"সভা অবসানে উমেশ চন্দ্র ধীরেনকে কাছে ডেকে নিলেন। বললেন,—'দুষ্টু ছেলে, কি গান করলে, বলতো? এ গান তোমাকে কে গাইতে বলল?'

"ইংরেজ-মহিলা মিসেস বোনার্জি স্বামীকে বাধা দিয়ে বললেন,—'আহা ছেলেটিকে বকছ কেন? সুন্দর তো গান করেছে। যেমন তার মিষ্টি চেহারা, তেমন মিষ্টি কণ্ঠ।'

"ধীরেন তো প্রায় কাঁদে! উমেশ চন্দ্রর মায়া হল। বললেন,—'তোমার সাহস আছে। যা হোক করে,' বন্ধুদের মান রক্ষা করেছ তুমি।'

"অনন্যোপায় হয়ে ধীরেনকে বিপদে ফেলেছিলেন গুরুসদয়। আসলে গানের চর্চা ধীরেন কোনদিন করেন নি। বাড়ীর পাচক-চাকর, কাজের শেষে তাদের ঘরে বসে গানবাজনা করত। তাদের গাওয়া একটি গান ধীরেন কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। গানটি,—"কেন রং দিলি তুই ঢং করে...।" ধীরেন এই গানটি পরিবেশন করেছিলেন, উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা সভায় উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে!"

গল্প শুনে আসরে হাসির বন্যা বইল।

কলকাতায় ব্যারিস্টার ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ (D. C. Ghosh). Calcutta Improvement Tribunal-এর চেয়ারম্যান যখন, তখন তাঁর চেষ্টায় ও সহায়তায় ঢাকুরিয়া লেকের (রবীন্দ্র সরোবর) ইউরোপীয়ানদের Yacht Club গৃহটি ও তৎসংলগ্ন সুন্দর বাগান ও প্রশস্ত পুকুর ভারতীয়দের আয়ত্তে আসে। ক্লাবের নূতন নামকরণ করেছিলেন ডক্টর কালিদাস নাগ, কালীপ্রসাদ খইতান, যতীন্দ্র নাথ মজুমদার, রাখাল চন্দ্র দত্ত প্রমুখ উদ্যোক্তারা, "চক্র বৈঠক"। এই অভিনব ক্লাবটির এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একবার, ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। 'After Dinner বক্তৃতা'-য় হাসি কৌতুকের মধ্যে তিনি নিজে যতীন্দ্র মোহন বর্ণিত উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন। তার সঙ্গে আরো কিছু তথ্য যোগ দিয়ে বলেছিলেন—"গুরুসদয়কে আমি ক্ষমা করিনি। প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। যতীন ও আমরা জনকয়েক বন্ধু ষড়যন্ত্র করে, এক অনুষ্ঠানে গুরুসদয়কে বাধ্য করেছিলাম, 'Dance Performance' দিতে। তিনি যেমন করেছিলেন আমাকে, গান করতে।

"বহুদিন পর গুরুসদয় আমায় বলেছিলেন, 'তুই ও যতীন, আর অন্য বন্ধুরা, সত্যি আমার উপকার করেছিলি। সেদিনের নাচেই আমার লোক-নৃত্যের* সূচনা।' যে-নাচ আজ সারা দেশ গ্রহণ করেছে।"

যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা। ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মডারেট দলের বিশিষ্ট সভ্য। গুরুসদয় দত্ত I.C.S.—জাঁদরেল সরকারী অফিসার। রাজনীতিক্ষেত্রে, জনসভায়, কাউন্সিল-এসেমব্লিতে, পরস্পরের মধ্যে কত লড়াই, কত সংঘর্ষ, কত বাকবিতণ্ডা হয়েছে কতদিন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক পরিবেশে, তাঁদের দেখে মনে হত, তাঁরা অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

এক ভদ্রলোক একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করে এমন হয়? গুরুসদয় জবাব দিয়েছিলেন, "কেম্ব্রীজ অক্সফোর্ড-এর শিক্ষার প্রভাবই এরকম!'

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কালে বন্ধুরা যতীন্দ্র মোহনকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন আনুষ্ঠানিকভাবে এক সভায়। গুরুসদয় দত্ত, ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ষ্টেনলি জ্যাকসন** আর-সি-বোনার্জী, পি-কে-চক্রবর্ত্তী, এম-এন-বসু, সুনন্দ সেন সভায় বক্তৃতা করে অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি জানিয়েছিলেন। যতীন্দ্র মোহনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছিলেন।

---

*'ব্রতচারী'

**উত্তর কালে বাঙ্গলার গভর্ণর।

জুন মাসের শেষভাগে যতীন্দ্র মোহন লণ্ডন থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রসঙ্গতঃ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়, কেম্ব্রীজে। দুজনই Downing College-এর স্নাতক।

ভারতগামী জাহাজ এডেন বন্দরে পৌঁছুল।

নেলীর জন্য যতীন্দ্র মোহনের মন কাতর। ভাবলেন,—"নেলীকে রেখে দেশে ফিরে যাচ্ছি। যদি বিলেতে আমার আর যাওয়া না হয়? নেলীর সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ যদি আমার না আসে?" মনস্থির করলেন, কেম্ব্রীজ ফিরে যাবেন। জাহাজ থেকে অকস্মাৎ নেবে পড়লেন। অনুসন্ধান করে জানলেন লণ্ডন যাবার যাত্রী নিয়ে একটি জাহাজ তখন এডেন বন্দরে অপেক্ষা করছে। যতীন্দ্র মোহন তাড়াহুড়ো করে সেই জাহাজ আরোহণ করলেন।

কেম্ব্রীজ ফিরে যাচ্ছেন, নেলীকে তার করে জানালেন।

যথাসময়ে যতীন্দ্র মোহন লণ্ডন পৌঁছুলেন।

নেলী যতীন্দ্র মোহনের জন্য লণ্ডনে অপেক্ষা করছিলেন। উভয়ে লণ্ডন থেকে নেলীর পিতামহ পিতামহীর Royston-এর বাড়ীতে গেলেন। অতি গোপনে তাঁরা সেখানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন, যথারীতি বিবাহ রেজেস্ট্রী করে। পিসতুত ভাই শতীশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে ছাড়া আর কাউকে যতীন্দ্র মোহন বিবাহেব কথা তখন জানাননি।

বিবাহের সংবাদ যখন মিসেস গ্রের গোচরিভূত হল, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। নেলীকে তিনি ভর্ৎসনা করলেন। স্নেহময়ী মাতা কন্যাকে বুঝালেন,—"কত দূরে তোমাকে যেতে হবে। অজানা, অচেনা দেশে। থাকতে হবে সেখানে আজীবন। একটি মাত্র মানুষ ব্যতীত সেখানে তোমার আপনজন কিংবা পরিচিত কেউই নেই। যদি তোমার জীবনে দুঃখ আসে, যদি তোমাকে কারো ভাল না লাগে, কি হবে তখন তোমার? কার উপর তুমি নির্ভর করবে?"

সরলাবালা নেলী অগাধ বিশ্বাস নিয়ে মাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন,—"মা, আমি যদি নিজে ভালো হই, আমাকে ভালোবাসবে সবাই। তুমি ভেবোনা, মা। আমাকে তুমি আশীর্বাদ কর। আমি সুখে থাকব, আমার নূতন আত্মীয় স্বজনের কাছে। নূতন দেশে।"

পিতা, মিঃ গ্রে, তাঁদের অতি আদরের একমাত্র সন্তানের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা সঙ্গত মনে করলেন না। স্ত্রীকে বুঝিয়ে তাঁর অনুমোদন নিলেন বিয়েতে।

শ্রীমতী নেলী বলেছেন,—"কেম্ব্রীজ পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যহ আত্মীয় বন্ধুরা 'তাঁদের বাড়ীতে ভোজসভার আয়োজন করতেন, আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য। আমাদের বিবাহে আত্মীয় স্বজন আনন্দিত দেখে, মা তৃপ্তিলাভ করলেন। মার মন হালকা হয়েছে, বাবা খুশী হলেন।

যতীন্দ্র মোহনের পিতা যাত্রা মোহন ঐশ্বর্য্যশালী, খ্যাতনামা পুরুষ। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। তদানীন্তন বাঙ্গলার প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেশে সুপরিচিত। যাত্রা মোহন স্থির করেছিলেন, বিলেতে অধ্যয়ন শেষ করে, প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত পুত্র যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবে, কলকাতার অভিজাত বংশীয়, হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান জনৈক ব্যারিষ্টার-বন্ধুর রূপসী কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেবেন। প্রস্তাব মোটামুটি পাকা হয়েই ছিল।

ইংরেজ দুহিতা নেলী গ্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, এই সংবাদ যতীন্দ্র মোহন পত্রযোগে পিতাকে জানিয়েছিলেন। বিলেত থেকে রওনা হবার অব্যবহিত পূর্ব্বে।

সংযতমনা দৃঢ় চরিত্রের মানুষ যাত্রা মোহন। যতীন্দ্র মোহনের উপর, তাঁর চরিত্রবলের উপর, যাত্রা মোহনের বিশ্বাস ছিল। মনস্থির করলেন, পুত্রকে এবং নবপরিনীতা বধূকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।

কলকাতো আগমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—"জাহাজ সরাসরি কলকাতা পেঁছুল না। ডায়মন্ড হারবারে নোঙর করল। সারারাত কি মশার কামড়ই না খেলাম, ডায়মণ্ড হারবারে! কলকাতায়ও হয়তো এমন মশার কামড় খেতে হবে ভেবে, মন কিছু খারাপ হয়েছিল বৈ কি!

"পরের দিন জাহাজ নোঙর তুলল। ধীরে অগ্রসর হল, খিদিরপুরের দিকে। খিদিরপুরের মাটিতে পা দিয়ে জেটিতে যাঁদের প্রথম দেখলাম, তাঁদের অনেককেই একেবারে অপরিচিত মনে হল না। লন্ডন 'ইষ্ট এণ্ড' অঞ্চলে এঁদের মত মানুষকে আমি দেখেছি। জাহাজের ভারতীয় কর্ম্মী, খালাসী সমাজের লোক এঁরা।

"কলকাতা পেঁছে যতীন আমাকে নিয়ে গেল তার এক মাসীর কাছে। মাসী, কুমুদিনী দাশ। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ। মাসী আমাদের সাদর

অভ্যর্থনা জানালেন। পরের দিন তিনি আমন্ত্রণ করেছেন বাড়ীতে, অনেক আত্মীয় বন্ধুকে। এক ভোজসভায় যতীন ও আমাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, সমাগত সকলের সঙ্গে। সবাই শুভেচ্ছা জানালেন, যতীন ও আমাকে। গভীর আন্তরিকতা সহকারে। মন আমার খুশীতে ভরে গেল।

"পরের দিন যতীনের মেসো, বি-এল-গুপ্ত (I. C. S.) তাঁর Store Road-এর বাড়ীতে আমাদের জন্য আরেক ভোজসভার আয়োজন করেছেন। সেখানে মেয়েরা আমাকে শাড়ী পড়া শেখালেন। কত আদর করলেন আমাকে! আমার মনে তখন কি আনন্দ।

"যতীনের অন্য মেসো,—ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের পুত্র, করুণা সেন। তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ। আবার ভুরিভোজন। মেয়েদের অফুরন্ত আদর-ভালোবাসা। কৃতজ্ঞচিত্তে এখনও স্মরণ করি।

"এবার আমরা চট্টগ্রাম রওনা হলাম। রেলে, জাহাজে, আবার রেলে, চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত করে, চট্টগ্রাম এসে পৌঁছুলাম।

সুন্দর চট্টগ্রাম! পাহাড়ে ঘেরা। চারিদিকে সবুজের বান ডেকেছে।

"যাত্রা মোহন স্বয়ং এসেছেন চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশানে, আমাদের সস্নেহ অভ্যর্থনা জানাতে। সঙ্গে এসেছেন কত আত্মীয় বন্ধু।

"পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত রহমতগঞ্জের বাড়ীতে মহাসমারোহে আমাদের স্বাগত জানালেন পরিবারের সবাই।"

৫

শ্রীমতী নেলীর ললাটে সিন্দুর। সিঁথিতে সিন্দুর। হাতে শাঁখা। পরিধানে লাল পাড়ের রঙ্গীন বেনারসী শাড়ী। মেয়েদের মধুর হুলুধ্বনি ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনির মধ্যে, যাত্রা মোহন চিরাচরিত পূর্ণ পারিবারিক প্রথায়, নববধূকে অতি আদরে বরণ করলেন। আশীর্বাদ জানালেন,—"এসো মা, এসো মা লক্ষ্মী। তুমি আমার গৃহ উজ্জ্বল কর। আমার গৃহে তুমি সুখে থাক। আমার পুত্রকে সুখী কর। এ'বাড়ীর কর্ত্রী যিনি, তিনি আজ পরলোকে। তাঁর শূন্যস্থান তুমি পূর্ণ কর।"

ভারতীয় রীতিতে নেলী শ্বশুরের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। যুক্ত হস্তে পরিবারের সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করলেন। ছোটদের চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন। সবাই পুলকে, বিস্ময়ে, অভিভূত হল।

যাত্রা মোহনের নেত্রে আনন্দাশ্রু।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। খ্রীষ্টমাস উৎসবের দিন আগতপ্রায়। উদার মতাবলম্বী যাত্রা মোহন ইংরেজ-দুহিতা পুত্রবধূকে খ্রীষ্টমাসের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন না।

প্রজাপ্রিয় জমিদার যাত্রা মোহন। গ্রামের প্রজারা যেন তাঁর পরিবারভুক্ত আপনজন। পুত্রবধূকে তাঁরা দেখবেন না, তাঁদের আশীর্ব্বাদ ধন্য হবেনা নববধূ, এমনতো হতে পারে না। নেলীকে স্নেহভরে জানালেন যাত্রা মোহন,— "মা, তোমার চিরাচরিত খ্রীষ্টমাস উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আমার প্রজাদের খুশী কোলাহলের মধ্যে। রূপসী শঙ্খ নদীর শ্যামল তীরে। সুরম্য বরমা গ্রামে। আমার পৈতৃক গৃহে।"

নেলীর প্রাণে অভিনব পুলক। যাত্রা মোহনের মধ্যে যেন তিনি তাঁর পিতা মাতার নিকট-সান্নিধ্য লাভ করলেন।

প্রবীন দেওয়ান, উমেশ চন্দ্র নন্দী।

উমেশ চন্দ্রের সঙ্গে কিছু আলোচনা পরামর্শ করে' যাত্রা মোহন তাঁকে গ্রামে, বরমায়, পাঠিয়ে দিলেন আগে ভাগে। স্থির করলেন,—দোল দুর্গোৎসবের দিনের মত আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে গ্রামের বাড়ীতে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আলোকমালায়, পত্র পুষ্পে, সজ্জিত করতে হবে গৃহাদি। রাস্তায় সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হবে। বড়দিন সপ্তাহ জুড়ে খুশীতে ভরপুর থাকবে বাড়ী।

জমিদার যাত্রা মোহনের অতি পুরাতন কর্ম্মচারী, বন্ধু,—উমেশ চন্দ্র। ছেলেবেলায় যতীন্দ্র মোহনকে কোলেপিঠে করেছেন। তাঁরও আনন্দ আজ অসীম।

শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, যাত্রা মোহন সপরিবারে নেলী ও যতীন্দ্র মোহনকে সঙ্গে করে জলপথে, সহরে কর্ণফুলীর নিকটতম নৌকাঘাট,—'চাক্তাই' থেকে, বরমা গ্রামাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে রয়েছেন আমন্ত্রিত বন্ধু অনেক। আর, রাম কুমার সেনগুপ্ত, শতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, বিপিন চন্দ্র সেনগুপ্ত,

প্রফুল্ল রঞ্জন সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সগোত্র-জ্ঞাতি, নিকট আত্মীয়বৃন্দ।

বিভিন্ন জলযানে চলেছেন সবাই, সানন্দে।

সারি সারি 'সাম্পান' (চট্টগ্রামের বিশেষ ধরণের জলযান)। বিরাট ময়ূরপঙ্খী নৌকা একটি। নানা রঙ্গের, নানা আকারের পতাকা উড়িয়ে, মিসিল করে, অগ্রসর হচ্ছে কর্ণফুলীর ঢেউ ভেঙ্গে। ঘণ্টা তিন পরে, শঙ্খ নদীর শান্ত বুকে ভেসে, তাঁরা উপস্থিত হলেন গ্রামের বাড়ীর নিকটস্থ ঘাটে।

কাঁসা, ঘণ্টা, ঢাক-ঢোল, সানাই বাজছে তীরে, একতানে। ধান, দুর্ব্বা, সিন্দুরের মঙ্গল ডালা হাতে গ্রামবাসী নরনারী এসেছে। নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ জানাতে, অভ্যর্থনা করতে। মেয়েদের শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, তাঁদের বরণ করল।

নেলীর কাছে এ' এক নূতন অভিজ্ঞতা। প্রাণভরে উপভোগ করলেন তিনি এই নূতন আনন্দ।

গ্রামের মেয়েদের মধ্যে একজন সস্নেহে বিলিতি বৌ-এর চিবুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"কেমন আছ গো? ভালো ত?" নেলী মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন,—"হাঁ, আমি তোমায় ভালবাসব, খুব ভালোবাসব।" যতীন্দ্র মোহনের কাছে নেলী দু'একটা বাঙ্গলা কথা শিখেছিলেন। যতীন্দ্র মোহন মৃদু ধমক দিয়ে বললেন,—"আঃ, না বুঝে শুনে কি সব কথা বলছ, বাঙ্গলায়? ভুল বললে যে! বলবে,—আমি ভালো আছি।" নেলী লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে বললেন,—"হাঁ, আমি ভালো আছি।" সকলের চোখেমুখে কৌতুক হাসি। নেলীও প্রাণখুলে হাসলেন, তাঁদের সঙ্গে।

যাত্রা মোহনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে প্রজারা অনেক। সকলের মুখে এক কথা—"বেশ বৌ হয়েছে কর্ত্তা, যতীনের। বেশ বৌ! কি হাসি খুশী মিষ্টি বৌ!"

যাত্রা মোহনের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠল। গদগদ কণ্ঠে বললেন,—"তোমাদের পছন্দ হয়েছে। আমি তৃপ্তি লাভ করলাম।"

কুলপুরোহিত,—ব্যক্তিগত জীবনে যাত্রা মোহনের বাল্যবন্ধু, অন্তরঙ্গ

বধূ,—গঙ্গাচরণ গাঙ্গুলী কাছেই ছিলেন। বললেন,—"সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী গৃহে এসেছেন। তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এই পুত্রবধূ।"

যাত্রা মোহন শ্রদ্ধাভরে হাত জোড় করে গাঙ্গুলীমশাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তাঁর শুভেচ্ছার জন্য।

শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করবার প্রথম দিন থেকেই নববধূকে মাতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল। যাত্রা মোহনের মাতৃহারা সন্তানদের লালনপালনের গুরুভার স্বেচ্ছায় নিজ হাতে তুলে নিলেন শ্রীমতী নেলী। তিনবৎসর বয়সের শিশু, দেবর রণেন্দ্র মোহন, ও বালিকা, ননদ সুব্রতা, শ্রীমতী নেলীর স্নেহাশ্রয়ে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করবে স্থির হল। শ্রীমতী নেলীর সতর্ক অভিভাবকত্বে অতি সুন্দর রূপে তাদের চরিত্র গঠিত হল।

ধীর স্থির প্রকৃতির যুবক রণেন্দ্র মোহন। যেদিন তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন, সুব্রতা যেদিন বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন, সেদিন শ্রীমতী নেলীর কি আনন্দ, কি তৃপ্তি!

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্র মোহনের মত রণেন্দ্র মোহনও সুন্দর টেনিস খেলেন, রোইং করেন। কলকাতা সাউথ ক্লাবের এবং কলকাতা লেক ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য রনেন্দ্র মোহন। প্রসঙ্গতঃ, এদুটি ক্লাব, সর্ব্বোপরি যতীন্দ্র মোহনের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন কলকাতা করপোরেশন-এর মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন।

যোগ্য পাত্রী, বিদুষী পদ্মিনী সত্যনাথনের* সঙ্গে রণেন্দ্র মোহন বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী নেলী প্রচুর সমারোহের আয়োজন করেছিলেন। দেশপ্রিয় তখন পরলোকে।

সুব্রতার বিবাহ হয়েছিল, কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, সুশিক্ষিত যুবক সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে।

যতীন্দ্র মোহনের বিধবা বৌদি ছিলেন। রুগ্ন ভাইবোন ছিলেন। তাঁদের সবাইকে যত্ন করা, তাঁদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করা, শ্রীমতী নেলীর পারিবারিক কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভূত। বিধবা জার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকত তাঁর সতত। পরিবারের পুরাতন পরিচারিকা কুমারীকে

*দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এস-সত্যনাথনের (I.C.S.) ভগ্নী, পদ্মিনী। মাতা শ্রীমতী কমলিনী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রেজুয়েট।

তিনি ভগ্নীর মত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যখনই প্রয়োজন বোধ করতেন, সংসার পরিচালনার ব্যাপারে কুমারীর সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন। পারামর্শ করতেন। কুমারীর নির্দ্দেশ তিনি মেনে চলতেন।

যাত্রা মোহনের তৃতীয় পুত্র, প্রিয়দর্শন যুবক নীরেন্দ্র মোহন, দেশে পাঠ সমাপন করে বিলেত গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পুত্রের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে যাত্রা মোহন ইতস্ততঃ করছিলেন। নীরেন্দ্র মোহন মেজবৌদি নেলীর শরণাপন্ন হলেন। শ্বশুরের দ্বিধার কারণ শ্রীমতী নেলী বুঝতে পেরেছিলেন। যাত্রা মোহনকে বললেন,—"বাবা, আপনি বোধ হয় আমাদের বিয়ের কথা ভেবে, নীরেনের বিলেত যাওয়া বিষয়ে উৎসাহ পাচ্ছেন না। অপরাধ যদি করে থাকি, বাবা, আমি ও যতীন করেছি। নীরেন কেন শাস্তি পাবে?"

যাত্রা মোহন নিজেকে কিছু বিব্রত বোধ করলেন। স্নেহভরে পুত্রবধূর মাথায় হাত রেখে বললেন,—"না, মা, তুমি ক্ষুন্ন হয়ো না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি বলছ, নীরেনকে আমি বিলেত পাঠাব।"

খুশী মনে নীরেন্দ্র মোহন বিলেত যাত্রা করলেন।

বিলেতে শ্রীমতী নেলীর পিতামাতা মিঃ ও মিসেস গ্রের সাহচর্য্য পেতেন নীরেন্দ্র মোহন সব সময়ে। যথোচিত মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করে নীরেন্দ্র মোহন যথাসময়ে এম-আর-সি-এ (ইংলণ্ড) ও এম-আর-সি-পি (লণ্ডন) হলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন, সাগ্রহে পিতাকে জানালেন। পিতা, ভ্রাতা, স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া, সবাই আনন্দিত। সবাই তাঁর সত্বর আগমণ প্রতীক্ষায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে আরম্ভ হয়েছে। সমুদ্রপথ বিপদসংকুল। সর্ব্বত্র 'মাইন' ছড়ানো রয়েছে। বিমানপথের তখনও প্রবর্ত্তন হয়নি। নীরেন্দ্র মোহনকে বাধ্য হয়ে স্বদেশ যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি লণ্ডনে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলেন। অপেক্ষায় রইলেন, সমুদ্র-পথের পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হলেই স্বদেশ যাত্রা করবেন।

বিধির বিধান অন্যরূপ। নীরেন্দ্র মোহন প্রবাসে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাত্র দিনকয়েক রোগ ভোগের পর লণ্ডনে নীরেন্দ্র মোহন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

নীরেন্দ্র মোহনও এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে

আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের একমাত্র শিশুসন্তান, কন্যা আইলীন, মার কাছেই রইল।

নীরেন্দ্র মোহনের মৃত্যুর অনতিকাল পরে যাত্রা মোহনের কন্যা, নলিনী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বি-এ পাশ করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবল অভিলাষ ছিল নলিনীর। প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

অল্পদিনের ব্যবধানে, পর পর দু'টি সন্তানের অকালমৃত্যু। যাত্রা মোহনের মন গভীর শোকে আচ্ছন্ন।

আরো দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল যাত্রা মোহনের। আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিল। জনৈক বিশিষ্ঠ বন্ধুর জন্য জামিন হয়ে লক্ষাধিক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

বাহ্যত যাত্রা মোহনের মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেল না। দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন, কাউকে বুঝতে দিলেন না।

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যাঁরা বাঙ্গলার সমাজজীবনে রাজনীতির সচেতনতা এনে দিয়েছিলেন, যাত্রা মোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।"*

উত্তরকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বামপন্থী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, প্রবীন জননেতা যাত্রা মোহন।

পূর্ব্বাঙ্গলার নেতৃত্বের দায়িত্ব যাত্রা মোহনের উপর অর্পন করেছিলেন দেশবন্ধু।

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে যাত্রা মোহন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক যুবনেতা, যামিনী সেন** ও নলিনী সেনের সঙ্গে বিপ্লবীনেতা বারীন ঘোষ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ছিল। যামিনী সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে "হিত সাধিনী সভা" নামে এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী

---

*গোপাল ভৌমিক প্রণীত 'ভারতের মুক্তি সাধক'।

**বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্ট ও আহিতাগ্নি'র রচয়িতা যামিনী সেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত শহিদ রজত সেনের পিতা, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবি রঞ্জন লাল সেন, যামিনী সেন এবং নলিনী সেন, একই পরিবারভুক্ত। রঞ্জন সেনের পিতা নন্দ কুমার সেন এবং যামিনী-নলিনীর পিতা, চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, কমল কুমার সেন, দুই ভ্রাতা।

প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙ্গলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে চট্টগ্রামের স্বাধীনতাকামী তরুণ সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হয়। "হিত-সাধিনী সভা"র অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যাত্রা মোহন। বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ, বারীন ও উপেন যখন ধৃত হন, যাত্রা মোহন প্রকাশ্যে তাঁদের অসম সাহস ও বিপ্লবী কার্য্যের প্রশংসা করেন। কানাইলাল ও সত্যেন বসু যখন বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হলেন, মামলায় তাঁদের পক্ষসমর্থনের ব্যয় নির্ব্বাহ করবার জন্য যাত্রা মোহন অর্থসাহায্য করেছিলেন। যাত্রা মোহন আমরণ চরমপন্থী জননায়ক রূপে খ্যাত ছিলেন।

চট্টগ্রামে 'কুতুবদিয়া ডোর্টানিউ মামলা' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাত্রা মোহন। তাঁর আমন্ত্রণে উক্ত চাঞ্চল্যকর মামলার শেষের দিকে, আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য কলকাতা থেকে চিত্তরঞ্জন, ফজলুল হক, ও যতীন্দ্র মোহন এবং ঢাকা থেকে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন চট্টগ্রামে। যাত্রা মোহনের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম মিউনিসিপাল স্কুল প্রাঙ্গনে এক জনসভায় চিত্তরঞ্জন, ফজলুন হক ও শ্রীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হয়। উক্ত সভায় যতীন্দ্র মোহন বক্তৃতা করেন। বস্তুতঃ ঐদিনের বক্তৃতা, স্বদেশে যতীন্দ্র মোহনের জীবনের প্রথম বক্তৃতা। তাঁর সুন্দর ভাষনের জন্য গুরু চিত্তরঞ্জন, শিষ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। যাত্রা মোহন গর্ব্ববোধ করেছিলেন।

তখনকার দিনের বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম সম্মান,—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতিপদে বৃত হলেন যাত্রা মোহন। (১৯১৯ মৈমনসিংহ অধিবেশন)। সেদিন তিনি জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালাবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে। যাত্রা মোহনের তেজস্বী ভাষণ, সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন।

যাত্রা মোহনের জীবন-সায়াহ্ন। সংগ্রামী যাত্রা মোহন, ক্লান্ত। নিষ্ঠুর নিয়তি। দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে যাত্রা মোহন আক্রান্ত। যতীন্দ্র মোহন ও শ্রীমতী নেলী বিশেষ চিন্তান্বিত। স্থির করলেন,—যাত্রা মোহনকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন। নিজেদের কাছে রাখবেন। সুচিকিৎসার সুব্যবস্থা করবেন।

যতীন্দ্র মোহনের কলকাতার পার্কষ্ট্রীট অঞ্চলের 'ওয়েলেসলি ম্যানশান'

ভবনে বধূমাতার সযত্ন সেবাশুশ্রূষায় অভিভূত হয়ে যাত্রা মোহন বলতেন,— "মা, তুমি আমাকে এত আদর যত্ন করছ! এক এক সময় আমার মনে হয়, তুমি যেন আমার সত্যকারের মা।"

পুত্র ও বধূমাতার সমস্ত চেষ্টা বিফল হতে চলল। রোগ ক্রমশঃ প্রবলতর হল। যাত্রা মোহন সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ১৯১৯-এর ২ নভেম্বর শ্রীমতী নেলীর অঙ্কে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

যতীন্দ্র মোহনের ও বাঙ্গলাদেশের সৌভাগ্য, যে তিনি যাত্রা মোহনের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। পিতার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন,—চরিত্রবল, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মোন্নতির শিক্ষা।

যতীন্দ্র মোহনের মাতৃকুলও স্বনামধন্য। তদানীন্তন কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী, যশস্বী চিকিৎসক অন্নদা চরণ খাস্তগীর, তাঁর মাতামহ। উল্লেখযোগ্য,—কলকাতার কারমাইক্যাল মেডিকেল কলেজের,—(বর্তমানে 'আর-জি-কর কলেজ' নামে পরিচিত) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাক্তার অন্নদা চরণ খাস্তগীর। কলকাতা করপোরেশানের লোকপ্রিয় কাউন্সিলার, সুচিকিৎসক, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাসের লেখায়, এ সত্যের উল্লেখ আছে।

ডাক্তার খাস্তগীরের এক কন্যার বিবাহ হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র করুণা সেনের সঙ্গে। তাঁর অন্য জামাতা বি-এল-গুপ্ত, I.C.S। আরেক কন্যা, কুমুদিনী দাশ। কলকাতার বেথুন কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল।

খাস্তগীর-কন্যা বিনোদিনী, যতীন্দ্র মোহনের জননী। নিরভিমানিনী মহিলার বহুবিধ সদগুন, উত্তরাধিকার সূত্রে যতীন্দ্র মোহন পেয়েছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক, সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছেন,—

"তরুণ বয়সে যতীন্দ্র মোহনকে দারিদ্র্যের সহিত, নৈরাশ্যের সহিত, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। দুঃখ সংঘাতের অভাবহীন বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়াছে।

"তখন হাইকোর্টে ব্যবহারজীবিসঙ্ঘে বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠাবান প্রধানগনের সমাবেশ। বয়সে যুবক হইলেও যতীন্দ্র মোহন তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্রমাধুর্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, আশুতোষ

চৌধুরী, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সেদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হাইকোর্টের বারলাইব্রেরীতে বসিয়া তিনি কেবল আইন ও নথিপত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার পৈত্রিক সংস্কার তাঁহাকে রাজনৈতিক আলোচনায় আকর্ষণ করিত। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি অন্যান্য অনেকের অপেক্ষা উদার, দয়ালু এবং মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।....চিত্তরঞ্জনের চারিদিকে যে যুবকগণ* সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহচর ও অনুগামী হইয়াছিলেন, যতীন্দ্র মোহন তাঁহাদেরই অন্যতম।....দেশবন্ধু আহ্বান করিবামাত্র যতীন্দ্র মোহন অভ্যস্ত জীবনের গতানুগতিক ধারা একদিনেই বর্জ্জন করিলেন। আইনব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির দিকে দৃকপাত করিলেন না। হাইকোর্টের বারান্দায় বিষয়বুদ্ধিজর্জ্জর যুবকদল গুরুশিষ্যের ত্যাগকে ধিক্কার দিল। ফিরিঙ্গীয় অভ্যস্ত যুবকগণ উপহাস করিল। শীতসুপ্ত ভুজঙ্গম বসন্তরাতের বাঁশরী শুনিয়া যেমন নৃত্যছন্দে দুলিয়া উঠে, মহৎভাবের মহাসমারোহেপ্লাবিত জাতির মানুষ যাহারা, তেমনি জাগিয়া উঠে। জাগ্রত যতীন্দ্র মোহনকে কিছুতেই বাধা দিতে পারিল না। আরাম না। অর্থোপার্জনের লালসা না। হাইকোর্টের খ্যাতিমান হইবার আশা না।

"সেদিনের কথা আমাদের অনেকরই স্পস্টভাবে মনে আছে। মহাযুদ্ধের (দ্বিতীয়) অবসানে, ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, আবার দ্বৈতশাসন পদ্ধতির ঘোষণায় ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ। মডারেট নেতাগণ দেশের প্রতি কৃতঘ্ন ব্যবহার করিয়া জাতির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ভারতের লোকমান্য নেতা তিলক মৃত। সমগ্র দেশ চঞ্চল। এমনি সময় মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়। অহিংস অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার জন্য সমগ্র ভারতকে আহ্বান। সেই মহা আলোড়নে মথিত উদ্বেলিত বাঙ্গলাদেশের হৃদয় হইতে বাহির হইলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ....

"অহিংস অসহযোগের পতাকা লইয়া দেশবন্ধুর নির্দ্দেশে দেশের কার্য্যে

*তুলসী চন্দ্র গোস্বামী, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, কিরণ শঙ্কর রায়, সুভাষ চন্দ্র বসু, সন্তোষ কুমার বসু, সত্য রঞ্জন বকসি, হেমন্ত কুমার সরকার, অনিল বরণ রায়, ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদ শঙ্কর রায়, অমল হোম, সত্যেন্দ্র মিত্র, অতুল চন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র লাল খাঁ, নিশিথ সেন, সুধীর রায়, (সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের পিতা) ভাস্কর মুখার্জি, সহিদ সুরাবর্দি, সামসুদ্দিন আমেদ, নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, সাতকড়িপতি রায়, খাজা নুরুদ্দিন, মদন মোহন বর্ম্মন, প্রভুদয়াল হিমত শিংখা প্রভৃতি।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন প্রিয় জন্মভূমি চট্টল নগরীতে উপনীত হইলেন। সঙ্গে তদীয় গেহিনী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্ত.... ।"

কর্মকুশলা গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী নেলী। সানন্দে দেশপ্রিয়র চট্টগ্রামের সংসার পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিলেন নিজের স্কন্ধে।

বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবার। ননদ, দেবর, জা, নিকট আত্মীয়স্বজন, এবং ভৃত্য, সংখ্যায় প্রায় জন চল্লিশ। তদুপরি কংগ্রেস কর্মীদের ভিড় বাড়ীতে। বিভিন্ন স্থান থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম নিয়ত।

এসেছেন,—মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, অপর্ণা দেবী, কল্যাণী দেবী! মৌলানা সওকত আলি, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

এসেছেন,—পূর্ববাঙ্গলার বিখ্যাত জন নেতা অখিল চন্দ্র দত্ত, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, বসন্ত কুমার মজুমদার ও তাঁর পত্নী হেমপ্রভা মজুমদার এবং বিপ্লবীবীর পূর্ণচন্দ্র দাস।

আরো এসেছেন,—কৃষ্ণনগরের অধ্যাপক হেমন্ত কুমার সরকার, সামসুদ্দিন আমেদ, ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অতুল চন্দ্র সেন, বিপ্লবী পুলিন দাস, জিতেন কুশারী, নোয়াখালীর সত্যেন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্র নাথ গুহরায়, ফরিদপুরের ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ময়মনসিংহের মনমোহন নিয়োগী, সূর্য্য সোম, বর্ধমানের মহম্মদ ইয়াসিন।

কলকাতা থেকে এসেছেন,—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলভী ফজলুল হক, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, সুরেন্দ্র নাথ হালদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ইন্দুভূষণ দত্ত। এবং আরো অনেক জননেতা।

বিভিন্ন সময়ে তাঁরা এসেছেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাসমিতিতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য। সকলেই অতিথি, যতীন্দ্র মোহনের গৃহে।

৬

পূর্ববাঙ্গলায় অসহযোগ আন্দোলন এক বিশেষ দিকে মোড় নিল অকস্মাৎ। ২০ মে, ১৯২১। আসামের চা-বাগানের কুলীরা, শ্বেতাঙ্গ মালিকস্বায়

উপদ্রুত। বহুশত দরিদ্র কুলী, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সদলে বাগান পরিত্যাগ করল। স্ব স্ব জেলায় প্রত্যাবর্ত্তনের মানসে তারা চাঁদপুর রেলষ্টেশান ইয়ার্ডে সমবেত হল। চাঁদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন অনারেবল সুশীল সিংহ (I.C.S.), (লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের পুত্র)। চট্টগ্রাম ডিভিসানের (প্রথম বাঙ্গালী) কমিশনার তখন কিরণ চন্দ্র দে (I.C.S.) (K.C.De)। উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ সরকারী অফিসারের নির্দ্দেশক্রমে পুলিশের সাহায্যে তাঁরা কুলীদের চাঁদপুর ষ্টীমারঘাটে যাত্রী-জাহাজে আরোহন করতে বাধা প্রদান করলেন। কুলীরা নিরুপায় হয়ে ষ্টেশান ইয়ার্ডে রাত্রি যাপন করবার সিদ্ধান্ত নিল।

কুলী পরিবার ছেলেমেয়েদের বুকে নিয়ে নিদ্রিত। হঠাৎ তারা ঐ অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হল। রাতের অন্ধকারে এক গুর্খাসৈন্যদলকে তাদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হল। সৈন্যদল তাদের প্রচণ্ড মারধর করল। কুলীদের করুণ আর্তনাদে নিশীথের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হল।

উক্ত নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী পরের দিন চাঁদপুর সহরে এবং আশে পাশে, সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আসামের ও পূর্ব্ববাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাগামী ট্রেনে যে সব যাত্রী ছিল, তা'রা গন্তব্য স্থলে পৌঁছে, কুলীদের চরম দুঃখ দুর্দশার কথা প্রচার করল।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে, চট্টগ্রাম থেকে আসামের সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলের তিনশুকিয়া ষ্টেশান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রেলওয়ের শ্রমিক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-বৃন্দ, সংখ্যায় প্রায় ২৫০০০, ধর্ম্মঘট ঘোষণা করলেন। কুলীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে। ২৪ মে (১৯২১) তারিখে। এ ধর্ম্মঘট কারো প্ররোচনায় ঘোষিত হয়নি। ধর্ম্মঘটের জন্য কোন পূর্ব্ব প্রস্তুতিও ছিল না। তাই ধর্ম্মঘটকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল,—"Lightning Strike"।

বিপন্ন কুলীদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচারের বিবরণ ও ধর্ম্মঘট-পরিস্থিতি জানিয়ে, চাঁদপুরের সর্ব্বজনমান্য প্রবীন নেতা হরদয়াল নাগ, যতীন্দ্র মোহনকে জরুরী তার প্রেরণ করলেন, চট্টগ্রামে। অতি সত্বর চাঁদপুর উপস্থিত হবার অনুরোধ জানালেন। হরদয়াল নাগের নির্দ্দেশ ক্রমে যতীন্দ্র মোহন অবিলম্বে চাঁদপুর পৌঁছুলেন!

যতীন্দ্র মোহন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। দেশবন্ধুকে উক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ জানালেন।

হরদয়াল নাগ এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের সহায়তায় কুলীদের আশ্রয় দানের, এবং আহারের ও গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন যতীন্দ্র মোহন।

দেশবন্ধুর নির্দেশ এসে পৌঁছুল। তদনুসারে যতীন্দ্র মোহন ধর্ম্মঘট পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ তখন প্রবল। বিলিতি বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণের প্রতিশ্রুতি, প্রত্যেকের মুখে মুখে। যেমন কথা, তেমন কাজও। প্রতিদিন চট্টগ্রাম সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশী দ্রব্য বিক্রেতার দোকানে পিকেটিং হচ্ছে। ঘরে ঘরে চরকা, তাঁত চলছে। ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজ ছাড়ছে দলে দলে। সরকারী কাজে ইস্তাফা দিয়েছেন কর্ম্মচারী শত শত। কোর্ট কাছারী, সওদাগরি অফিস ঠিকমত চলছে না। মিটিং প্রসেশান প্রত্যহ লেগেই রয়েছে। বিলিতি বস্ত্রের 'বনফায়ার'-এর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যত্র তত্র। এই পরিস্থিতির মধ্যে, ব্রিটিশ স্বার্থে নূতন করে আঘাত হানল, আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট।

মাত্র দিন কয়েক আগে (১৭ এপ্রিল, ১৯২১), আরেকটি ব্রিটিশ সওদাগরী-সংস্থা,—'বর্ম্মা-অয়েল-কম্পেনি'র (BOC) কর্ম্মচারীবৃন্দের ধর্ম্মঘট হয়েছিল চট্টগ্রামে। শ্রমিকনেতা বিনোদ ব্যানার্জ্জির পদচ্যুতি কেন্দ্র করে।

যতীন্দ্র মোহন বর্ম্মা অয়েল কম্পেনির শ্রমিক ইউনিয়ানের সভাপতি। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ধর্ম্মঘট অভাবনীয় সাফল্য অর্জ্জন করেছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এরূপ সার্থক ধর্ম্মঘটের দৃষ্টান্ত বিরল। মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্ম্মচারী ব্যতীত উক্ত সংস্থার সকল কর্ম্মীই ধর্ম্মঘটে যোগদান করেছিলেন।

বর্ম্মা-অয়েল-কম্পেনি, সুপরিচিত ব্রিটিশ জাহাজসংস্থা, 'বুলক ব্রাদার্স কম্পেনি'র এবং 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া-ষ্টীম-নেভিগেশান কম্পেনি'র (B I S. N), সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। বুলক ব্রাদার্স এবং বি-আই-এস্-এন্ কম্পেনি'র জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশী পণ্য বহন করে আনে। আর, চা পাট ও ভারতে উৎপন্ন বিবিধ কাঁচামাল বোঝাই করে পারি দেয় পৃথিবীর সুদূর বন্দরে।

জাহাজের খালাসী সেরাং সবাই ভারতীয়। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, বরিশাল জেলার অধিবাসী। অধিকাংশ মুসলমান।

বুলক ব্রাদার্স-এর জাহাজ 'লঙ্কা' (S.S.Lanka) চট্টগ্রাম বন্দরে পে'াঁচেছে। কর্ণফুলী নদীবক্ষে নোঙর করেছে। তীর থেকে বেশ কিছু দূরে। খালাসী সেরাং-রা তীরের দিকে তাকিয়ে দেখে,—অসংখ্য লোক জমায়েৎ হয়েছে জাহাজঘাটে। মুখে চোঙ্গা লাগিয়ে চীৎকার করে তাঁদের জানাচ্ছে,—"BOC কম্পেনিতে ধর্ম্মঘট চলছে, যতীন্দ্র মোহনের নেতৃত্বে। ভারতীয় কর্ম্মচারী সবাই কাজ ছেড়ে ধর্ম্মঘটে যোগদান করেছে।" তীরের জনতা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করে' খালাসী সেরাংদের অনুরোধ করছে, জাহাজ পরিত্যাগ করে তীরে আসতে। ধর্ম্মঘটে যোগদান করতে।

খালাসী সেরাং উত্তেজিত। সংকল্প নিল, তারাও কাজ ছেড়ে ধর্ম্মঘটে অংশ নেবে। তীরে যাবার জন্য তারা প্রস্তুত হল। কিন্তু সমস্যা,—তীরে পে'াঁছুবে কি করে? যে-সব ছোট 'জালি বোট' চড়ে' নাবিকরা জাহাজ থেকে তীরে যায়, তার প্রত্যেকটিকে শ্বেতাঙ্গ নাবিকেরা জল থেকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়েছে। যা'তে, খালাসী সেরাং তা' ব্যবহার করতে না পারে, তাদের পক্ষে তীরে যাওয়া অসম্ভব হয়। জাহাজের শেতাঙ্গ অফিসার ক'জন কাছেই 'ডেক'-এ দাঁড়িয়ে। ভারতীয় নাবিকদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। খালাসী সেরাং চেলেঞ্জ গ্রহণ করল। অকস্মাৎ একজনের পর একজন 'ডেক' থেকে ঝাঁপ দিল খরস্রোতা কর্ণফুলীর ফেনিল জলে। প্রতিজ্ঞা,—সাঁতার কেটে তীরে পে'াঁছুবে। অফিসারবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

জাহাজে খালাসী সেরাং একজনও রইল না। জাহাজ অচল হল।

"ভদ্রা" নামের (S.S. Bhadra) আরেকটি সমুদ্রগামী জাহাজ তখন কর্ণফুলীতে প্রবেশ করছিল। 'ডাবল মুরিংস্' জেটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। 'ভদ্রা' দৃষ্টি গোচর হওয়া মাত্র, 'লঙ্কা' বিপদ সঙ্কেত জানিয়ে সাইরেন ধ্বনি করল। 'ভদ্রা' তার গতি তৎক্ষনাৎ সমুদ্র অভিমুখে ঘুরিয়ে দিল।

ধর্ম্মঘটের পরিস্থিতি গুরুতর। সহরে ইংরেজ সওদাগর সাহেবদের বাংগলোর বেয়ারা, বাবুর্চি, ঝাড়ুদার, তারাও কাজ ছেড়ে চলে গেছে। ফলে সাহেবদের খানাপিনা বন্ধ। জলে স্থলের এই ভীষণ অবস্থা ব্রিটিশ সওদাগরি মহলকে অতিশয় বিচলিত করল। পূর্ব্বভারতে তাদের ব্যবসা বিশেষভাবে ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। উপলব্ধি করল তারা,—ধর্ম্মঘটিদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থির করল,—যতীন্দ্র মোহনের নিকট প্রতিনিধি পাঠাবে।

ধর্ম্মঘটিদের দাবি মেনে নেবার স্বীকৃতি জানাতে এল BOC-র প্রতিনিধি।

ধর্ম্মঘটিদের জয় ঘোষিত হল। শ্রমিকনেতা বিনোদ ব্যানার্জি তাঁর সাবেক পদ ফিরে পেলেন।

যতীন্দ্র মোহনের নির্দ্দেশে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হল।

চারণকবি মুকুন্দ দাস চট্টগ্রামে। তাঁর একটি গান ধর্ম্মঘটিদের মুখে মুখে ফিরত।—"শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ ধ্বনি, মাভৈঃ মাভৈঃ, অভয় তো হয়ে গেছি, ভয় আর কৈ ?" বিনোদ ব্যানার্জি এ গানটি বড় ভালো গাইতেন। ধর্ম্মঘটিদের প্রতিসভায়, পালোয়ানের মত চেহারার মানুষ বিনোদ ব্যানার্জির দৃপ্ত কণ্ঠে এ অভয়বানী ধ্বনিত হ'ত। সেদিন ধর্ম্মঘট-সাফল্য-অনুষ্ঠানে বিনোদ ব্যানার্জি ও ধর্ম্মঘটিরা সমবেতকণ্ঠে জয়োল্লাসে গানটি করে চট্টগ্রামের আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছিলেন।

ধর্ম্মঘটে পরাজয়ের গ্লানি কলকাতার শেতাঙ্গ সাংবাদিকরা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্ত হলেন। তরুণ নেতা যতীন্দ্র মোহনকে আখ্যা দিলেন,—"Infant Terrible of Chittagong."

জাতিয়তাবাদী সংবাদপত্র যতীন্দ্র মোহনকে অভিনন্দিত করল,—"Uncrowned King of Chittagong" বলে আখ্যাত করে।

প্রবীন সাংবাদিক, শ্রদ্ধেয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, তাঁর বহুল প্রচারিত দৈনিক "Servant" পত্রিকায় লিখলেন,— ".... Sen-Gupta's mastery over the minds of men, hitherto unused to discipline is due to his ardent love for them. The common people never mistake their friend .... The way in which he manages his crowds, swayed by passion, marks him out as a born leader...."

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—যতীন্দ্র মোহনই ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের পথিকৃত—Pioneer।

মাত্র অল্প ক'দিনের ব্যবধানে আবার ধর্ম্মঘট। আসাম-বেঙ্গল-রেল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট।

রেলকর্তৃপক্ষ এবং তাদের তাবেদার ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনল। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করবার প্রয়াসে অবশেষে জেলাসরকার তাদের ভোঁতা হাতিয়ার '১৪৪ ধারা' প্রবর্ত্তন করল চট্টগ্রাম সহরে এবং সহরতলীতে।



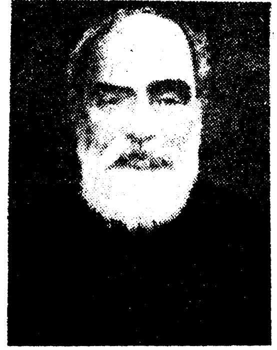
১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও দেশবন্ধু-জায়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



চট্টগ্রামের পরম শ্রদ্ধেয় জননেতা
ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী

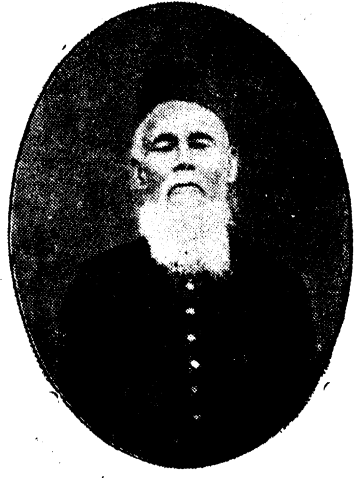


চট্টল গৌরব
মহিম চন্দ্র দাস

"লাল দীঘি"—যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। অদূরে চট্টগ্রাম জেল—মাষ্টারদা সূর্য্যসেনে
লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের পর ফাঁসি কাষ্ঠে হত্যা করা হয়েছিল এই জেলে। দেশপ্রিয় ও চট্টগ্রামে
অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে এই জেলেই রাখা হয়েছিল। ফটো : শশী ভূষণ দস্তিদ

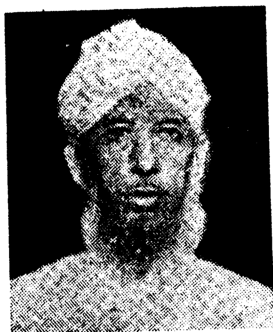


অসহযোগ অন্দোলনে জনপ্রিয় নেতা
অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



চট্টগ্রামের প্রখ্যাত নেতা
"শেখ্ এ চাটগাম" কাজেম আলি মিঞা

চট্টগ্রাম 'ফেয়রি হিল' পাহাড়ের চূড়ায় মনোরম বিশাল চট্টগ্রাম কোর্ট বিলডিং। যতীন্দ্র মোহন, মাষ্টারদা সূর্য্য সেন প্রমুখ নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্ম্মীদের বিচার হয়েছে, এই কোর্টে
শ্রীঅজিত চৌধুরীর সৌজন্যে ঃ ফটো ঃ শশী ভূষণ দস্তিদার



সর্ব্বজন পূজ্য নেতা মৌলানা
মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী



চট্টগ্রামের উদার জাতীয়তাবাদী
নেতা আব্দুল হক্ দোভাষী



প্রবীন কংগ্রেস নেতা প্রসন্ন কুমার সেন



কলকাতা এলগিন রোডের বাসভবনের
বাগানে শ্রীমতী নেলী



শ্রীমতী নেলীর অতি আদরে
পালিতা, ননদ সুব্রতা চক্রবর্তী



বঙ্গীয় বিধান সভায় কংগ্রেস দলপতি কিরণ শংকর রায়, শ্রীমতী নেলী ও দলের অন্যান্য সভ্যবৃন্দ সভাকক্ষে প্রবেশ করছেন



কলকাতা প্যারাডাইস সিনেমায় অশোক কুমার-দেবিকারাণী অভিনীত হিমাংশু রায় প্রযোজিত চিত্র "অচ্ছুৎ কন্যা"-র রজত জয়ন্তী উৎসবে পৌরহিত্য করেছিলেন বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য শ্রীমতী নেলী সেন-গুপ্ত ঃ সঙ্গে শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্ত, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, তেজমল শাহ



১৯৪৫-৪৬ সালে বঙ্গীয় বিধান সভার নির্ব্বাচনে শ্রীমতী নেলীকে সমর্থন জানাবার জন্য চট্টগ্রামে পন্ডিত জওহর লাল নেহরুঃ সংগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সেক্রেটারী, কালীপদ মুখোপাধ্যায়



অবিভক্ত বাংগলার বিধান সভার মহিলা সদস্য—কুমারী বীণা দাস, শ্রীমতী নেলী, শ্রীমতী হুসন্ আরা বেগম, শ্রীমতী আশালতা সেন ও শ্রীমতী আনওয়ারা খাতুন



১৯৪৬ সালে শ্রীমতী নেলী চট্টগ্রামে বন্যা পীড়িত দুর্গত নারীদের মধ্যে
বস্ত্র ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন



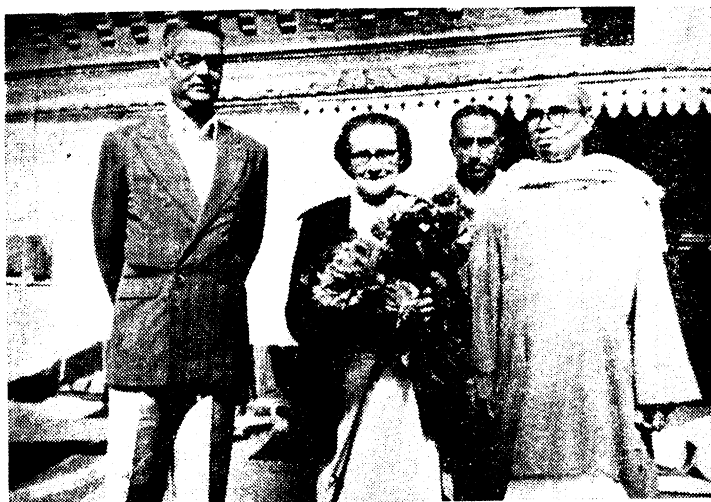
শিল্পপতি জে-আর-ডি-টাটা
শ্রীমতী নেলীর অনুরোধে বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কল্পে
বিভিন্ন সময়ে প্রচুর অর্থ দান করেছেন ঃ
১৯৭৫ সালে দেশপ্রিয় পার্কে শ্রীমতী নেলীর মর্ম্মর মূর্তি নির্ম্মানের জন্য
দশ সহস্র টাকা দান করেছেন



কুমারী ইলা (আইলীন)



শ্রীমতী আয়েসা চ্যাটার্জি



হক্ মার্কেট ক্লক টাওয়ারে—প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তর সম্মানিত অতিথি শ্রীমতী নেলী। ছবিতে ঃ প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্র মোহন কুন্ডু, 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক অম্বিকা চরণ দাস

রেল কর্ত্তৃপক্ষও মরিয়া হয়ে উঠল। তা'রা একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। হুকুম জারি করল,—চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে, পাহাড়তলি অঞ্চলে অবস্থিত রেল কারখানার কর্ম্মীদের কোয়াটার্স, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি করে দিতে হবে। বহুশত রেল কর্ম্মচারী পাহাড়তলি রেল-কোয়াটার্স-এ বাস করেন। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তাঁরা কোথায় আশ্রয় নেবেন ?

রেল কর্ত্তৃপক্ষ ভাবল,—কর্ম্মচারীরা এবার জব্দ হবেন। অসুবিধা এড়াবার জন্য তাঁদের কিছু অংশ নিশ্চয় এবার রণে ভঙ্গ দেবেন। কাজে যোগদান করা ব্যতীত এখন তাঁদের গত্যন্তর নেই। কর্ত্তৃপক্ষকে কিন্তু হতাশ হতে হল। ইতিপূর্ব্বে, অধিক বেতন দেবার প্রতিশ্রুতি, বহুবিধ সুযোগ সুবিধা দানের প্রলোভন, উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা, ধর্ম্মঘটিরা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শির নত করবেন না। শত বিপদ এলেও না।

নেতা যতীন্দ্র মোহন অনমনীয়। সঙ্কল্পে স্থির। সরকার সমর্থিত রেল কর্ত্তৃপক্ষের চক্রান্ত বিফল করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

ধর্ম্মঘটিদের পরিবারের আশ্রয়ের জন্য, সহরের কেন্দ্রস্থলে, সদরঘাট অঞ্চলে অবস্থিত, পিতা যাত্রা মোহন প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের প্রশস্ত গৃহটি খালি করবার নির্দ্দেশ দিলেন যতীন্দ্র মোহন। শিক্ষক, ছাত্র, সবাই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত। সহরের অন্য প্রান্তে, যাত্রা মোহন স্মৃতি-সৌধ,—"যাত্রা মোহন সেন হল" (Town Hall) এবং তৎসংলগ্ন বৃহৎ প্রাঙ্গনটিও ধর্ম্মঘটিদের আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হবার ব্যবস্থা করলেন।

প্রেমানন্দ দত্ত, মহম্মদ হারুণ, সিরাজুল হক, গণপতরাম পুঙ্গা, শামসুদ্দিন সাসারামী, জালাল আহমদ, মহম্মদ মুসা, সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত, প্রমুখ ন'জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীকে দেশপ্রিয় নির্দেশ দিলেন,—"অবিলম্বে তোমরা পাহাড়তলি যাত্রা কর। ভাড়াটে ঘোড়ারগাড়ী, গরুরগাড়ী যত পাও, সঙ্গে নেবে। (মোটর-যান তখন চট্টগ্রামে বেশী ছিল না)। রেল কর্মচারীদের মালপত্র গরুরগাড়ীতে দেবে। মেয়েদের ও শিশুদের ঘোড়ারগাড়ীতে আগে রওনা করে দেবে। যত শীঘ্র সম্ভব কোয়াটার্স খালি করে দেবার ব্যবস্থা করবে। রমেশ চন্দ্র দাশ, নীরেন সেন প্রমুখ রেল কর্ম্মচারী শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ তোমাদের সাহায্য করবেন।"

১ জুলাই, ১৯২১।

ছুটোছুটি করে গাড়ী যোগাড় করা হল অনেকগুলি।

চট্টগ্রামে তখন প্রবল বর্ষা। তা'রই মধ্যে কর্ম্মী ন'জন যাত্রা করলেন পাহাড়তলি অভিমুখে। মধ্যরাত্রি। প্রায় পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পাহাড়তলি পেঁছুতেই হবে। মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। জোর তুফানী ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দুর্যোগ উপেক্ষা করে' অদম্য উৎসাহে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। গাড়ীচালকদের উৎসাহও অপরিসীম। যতীন্দ্র মোহন চট্টগ্রামে সর্ব্বজনপূজ্য। তাঁর আদেশ গাড়ীচালকদেরও শিরোধার্য্য। ঝড় বৃষ্টি অম্লান বদনে তারাও উপেক্ষা করে' যথাসাধ্য ত্বরিত গতিতে গাড়ী চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অকস্মাৎ চলার পথে বাধা এল।

পাহাড়তলির সন্নিকট অঞ্চল। 'ঝড়-ঝঝ্যা বটতলা' তার নাম (চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষা)। বিশাল বটবৃক্ষ একটি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে শাখা প্রশাখা তা'র বিস্তৃত। নীচে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, চার পাঁচখানি। পর্ব্বত পথের 'চটি' যেন। তা'তে দোকান। শ্রান্ত পথিকদের চা জলপান করবার সুযোগ হয়। সঙ্গে চট্টগ্রামের সুস্বাদু 'খাস্তা', 'কুকিজ' বিস্কুটও থাকে। নিঝুম রাত। দোকানীরা নিদ্রিত। কর্ম্মীরা জানেন,—পথিকের অনুরোধে দোকানীরা জাগে। দোকান খোলে, অসময়ে হলেও। তাদের জাগাবেন, চা জলপান করবেন এখানে। একটু বিশ্রাম নেবেন। তাজা হয়ে আবার চলবেন—কর্ম্মীরা এরূপই স্থির করেছিলেন।

বটবৃক্ষ ছায়ার ঘনান্ধকারে এক পুলিশবাহিনী ওৎ পেতে ছিল। অতর্কিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কংগ্রেস কর্ম্মীদের ওপর। ঘেরাও করল তাঁদের। লাল-পাগড়ী* পরিহিত কনষ্টবলদলের অধিনায়ক,—কুখ্যাত বেনীদারোগাকে ঐ অন্ধকারেও চিনতে কষ্ট হল না। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে, বেনী নিরীহ চট্টগ্রামবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে।

বেনী হুকুম হাঁকল,—"হাতকড়ি পড়াও এদের, সবাইকে। শক্ত করে দড়ি বাঁধ কোমড়ে। হাঁটিয়ে নিয়ে চল সহরে।"

বেনীর সহকারী, ছোট দারোগা শচীন ভৌমিক। তা'র চরিত্রও বেনীর অনুরূপ। কলঙ্কলিপ্ত। শচীন এগিয়ে এল। কর্ম্মী ন'জনের হাতকড়ি টেনে দেখল, ঠিক এঁটেছে কিনা।

* সে-যুগে লাল-পাগড়ী ছিল পুলিশ কনষ্টবলদের শিরস্ত্রান। 'লালপাগড়ী' বললে বুঝা যেত, কনষ্টবল।

বেনী ও শচীন সগর্ব্বে গাড়ীতে চড়ে বসল। 'বর্ষাতি' পরিহিত কনষ্টবলদলের জনকয়েক, বন্দী কর্ম্মীদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলল। বাকি, সানন্দে খালি গাড়ীগুলি চাপল।

বন্দীরা গান ধরলেন,—"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে.... ।"

রাত ভোর হবার বেশী দেরী নেই। প্রায় সকাল পাঁচটায় বেনীর নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী বন্দীদের সঙ্গে করে' সহরে সদর কোতয়ালীতে পেঁছিুল। সারা রাত বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে বন্দীরা জল-কাদায় একাকার। বেনীদারোগা গর্জ্জে উঠল,—"হাজতে বন্ধ কর এদের।"

পুলিশের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে ঘোড়ার গাড়ীর গারোয়ান একজন,—মহম্মদ ইদ্রিস, ছুটে গিয়ে দেশপ্রিয়র বাড়ী পেঁছিুল। গতরাত্রির ঘটনা দেশপ্রিয়র নিকট বিবৃত করল।

অসাধারণ চাঞ্চল্য কংগ্রেস অফিসে।

যতীন্দ্র মোহন অবিলম্বে তাঁর কর্ম্মসূচী স্থির করে নিলেন।

ভগীরথ সিং, BOC ধর্ম্মঘটিদের একজন। Security বিভাগে দরওয়ানের কাজ করতেন। ধর্ম্মঘটের পর, আর কাজে ফিরে যান নি। বর্ত্তমানে কংগ্রেস অফিসের বিশিষ্ট কর্ম্মী, ভগীরথ সিং। সভা, প্রোসেশান অনুষ্ঠিত হবার সংবাদ,—সাইকেল চড়ে', ঢোলক পিটে' সহরের সর্ব্বত্র এবং সহরতলীতে পেঁাছে দেওয়া ভগীরথের মুখ্য কাজ।

যতীন্দ্র মোহনের নির্দ্দেশে ভগীরথ সিং বেরিয়ে পড়েছেন। কর্ম্মী ন'জনের গ্রেপ্তারের সংবাদ সহরে ছড়িয়ে দিলেন। অবিলম্বে যতীন্দ্র মোহনের বসতবাটির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে সমবেত হবার জন্য যতীন্দ্র মোহনের আহবান, প্রতি অঞ্চলে পেঁাছে দিলেন।

চট্টগ্রামের প্রবীন সাংবাদিক, শ্রদ্ধেয় কালী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত পূর্ব্ববাঙ্গলার একমাত্র দৈনিক,—"জ্যোতিঃ" পত্রিকার * বিশেষ সংখ্যায় কংগ্রেস কর্ম্মী ন'জনের গ্রেপ্তার ও নিগ্রহের পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, বাঙ্গলা প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই প্রথম কারাবরণ।

সহরবাসীর মনে প্রবল উত্তেজনা।

---

* চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত।

২ জুলাই, ১৯২১। সকাল ৯টা। যতীন্দ্র মোহনের বাসস্থানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য।

যতীন্দ্র মোহন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,—পুলিশের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে। ঘোষণা করলেন,—"সহরে সভা মিছিল নিষিদ্ধ, হুকুম রয়েছে। তা' অমান্য করে' শোভাযাত্রা চলবে। ধর্ম্ম শোভাযাত্রা। সমবেত জনতা মন্দির, মসজিদ, চৈত্য, গুরুদোয়ারা পরিক্রমা করবে। উপাসনা করবে। আন্দোলনের সাফল্য কামনা করবে। কংগ্রেস কর্ম্মী ন'জনের গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের নিন্দা করে' শ্লোগান দেবে। সর্ব্ব বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে' আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সফল করবার নূতন প্রতিজ্ঞা নেবে।"

সহর ভেঙ্গে লোক এসেছে।

চট্টেশ্বরী কালী মন্দির, জমা মসজিদ ও নন্দনকানন অঞ্চলের বৌদ্ধ চৈত্য অতিক্রম করে' বিশাল জনতার বিরাট মিছিল চলেছে শিখ গুরুদোয়ারা অভিমুখে।

রহমৎগঞ্জ অন্নদাচরণ খাস্তগির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সন্নিকটে মিছিল পেঁাচেছে। অদূরেই শিখ গুরুদোওরা। দেখা গেল, রাস্তা প্রতিরোধ করে' সশস্ত্র এক পুলিশবাহিনী দণ্ডায়মান। পুরোভাগে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট F. W. Strong স্বয়ং। মিছিলের দিকে এগিয়ে এসে ম্যাজিষ্ট্রেট Strong যতীন্দ্র মোহনকে বললেন,—"আপনি আইনবিরুদ্ধ কাজ করছেন। মিছিল নিষিদ্ধের হুকুম অমান্য করে' আপনি এই শোভাযাত্রা পরিচালনা করছেন। আর অগ্রসর হবেন না শোভাযাত্রা নিয়ে।"

উত্তরে দেশপ্রিয় বললেন,—"আমি দুঃখিত। আপনার নির্দ্দেশ আমি মানতে পারছিনা। বে-আইনী কাজ আপনার পুলিশ করেছে। সেবাব্রতী ন'জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করেছে। দুর্গত রেল কর্ম্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করবার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা পাহাড়তলি যাচ্ছিল। কোন অপরাধ তারা করেনি। তাদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন, নিশ্চয়ই আইনানুগ হয়নি।"

পুলিশের অপকর্ম্মের সমর্থনে ম্যাজিষ্ট্রেট যুক্তি দেখাতে পারলেন না।

দেশপ্রিয়কে জিজ্ঞেস করলেন,—"শোভাযাত্রা নিয়ে অগ্রসর হতে আপনি কি স্থির প্রতিজ্ঞ?"

দেশপ্রিয় জবাব দিলেন,—"হাঁ।"

ম্যাজিস্ট্রেট এগিয়ে এসে দেশপ্রিয়র হাত স্পর্শ করে বললেন,—"আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।"

দেশপ্রিয়কে এবং তাঁর সহকর্মী মহিম চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, মোক্ষদা রঞ্জন কানুনগোয়, স্বামী দীনানন্দ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যামিনী ভূষণ বসু, শিখ সন্ন্যাসী বাবা কৃপালদাস উদাসী, মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদি, ব্রাহ্ম আচার্য্য রমেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ আঠার জন প্রবীন কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ দাবানলের মত সহরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ করা হয়েছে। সহরে হরতাল ঘোষিত হয়েছে। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। অগণিত নরনারী জমায়েত হয়েছে, জেল ফটকের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে। মুহুর্মুহু যতীন্দ্র মোহনের জয়ধ্বনি হচ্ছে। জনতা দাবি জানাচ্ছে,—"দেশপ্রিয়কে আমরা দেখতে চাই।"

জনতার ভিড় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। জেইলার ভীত। তাঁর আশঙ্কা—উত্তেজনার আতিশয্যে যদি জনতা জেল ফটক ভেঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করে!

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জরুরী বার্ত্তা প্রেরিত হল। অবিলম্বে আসবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান হল। ম্যাজিস্ট্রেট Strong, আর তাঁর সহকারী, Burrows, সত্বর উপস্থিত হলেন। উপলব্ধি করলেন,—যে-কোন মুহূর্ত্তে এক বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। উভয়ে স্থির করলেন, জনতাকে শান্ত করবার জন্য যতীন্দ্র মোহনকে অনুরোধ জানাবেন।

Strong ও Burrows জেলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। Segregated Ward-এর কয়েদী যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। সেখানে তাঁরা উভয়ে গেলেন, যতীন্দ্র মোহনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, একবার জেল ফটকে গিয়ে জনতাকে শান্ত করতে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে' যতীন্দ্র মোহন ম্যাজেস্ট্রেটের প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

জেল ফটকের বাইরে যতীন্দ্র মোহনকে একখানি আসন দেওয়া হল। জনতা আনন্দে, বিপুল জয়ধ্বনিতে দেশপ্রিয়কে অভিনন্দিত করল। জনতাকে উদ্দেশ করে দেশপ্রিয় বললেন,—"আমার এবং আমার সহকর্মীদের কারাবাসের জন্য আপনারা বিচলিত হবেন না। আমাদের প্রতি আপনাদের গভীর অনুরাগ আমাকে অভিভূত করেছে। ব্রিটিশ সরকার

এবং তাদের কৃপাপুষ্ট—সংস্থাগুলির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আমরা যে সংগ্রাম করছি, তা' সার্থক করবার সহায়ক হবে, আমাদের গ্রেপ্তার ও কারাবাস। আপনারা নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে ফিরে যান। আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রাখুন।"

জনতার কণ্ঠে আবার জয়ধ্বনি। দেশপ্রিয়র নির্দ্দেশ অনুয়ায়ী সবাই শান্ত সংযত ভাবে জেল প্রাঙ্গন পরিত্যাগ করে চলে গেল। Strong ও Burrows দেশপ্রিয়কে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

জেইলার উপেন দে বলেছিলেন,—Strong ও Burrows দেশপ্রিয়র অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। স্বীকার করেছিলেন, দেশপ্রিয়র সাহায্য না পেলে, সে দিন জেল ফটকে হয়তো ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটত।

১৯ অক্টোবর, ১৯২১।

দেশপ্রিয় ও তাঁর সহকর্ম্মীদের বিচারের প্রহসন হল। তাঁদের কেউই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি। কোর্টের কর্তৃত্ব ও অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

২০ অক্টোবর তারিখ তাঁদের প্রত্যেককে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট F. W. Strong লক্ষ্য করেছেন, চট্টগ্রামের কারারক্ষীরা যতীন্দ্র মোহনের প্রতি অনুরক্ত। যেমন বাইরের সরকারী কর্ম্মচারীরাও। সেদিন জেল ফটকে জনতার জয়ধ্বনিতে কারারক্ষীরাও যোগদান করেছিল। দেশপ্রিয়র ব্যাক্তিত্বের প্রভাবে যদি কারারক্ষীরা কাজে ইস্তাফা দেয়? বিদ্রোহ করে? চট্টগ্রামে এখন সবই সম্ভব। এই ভয়ে ভীত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট স্থির করলেন, যতীন্দ্র মোহনকে চট্টগ্রামের কারাগারে রাখা হবে না। সেই দিনই আলিপুর সেণ্ট্রেল জেলে তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল।

২৫ অক্টোবর, ১৯২১।

রাত্রি ৯টায় চট্টগ্রাম রেলষ্টেশান থেকে 'কলকাতা মেল'-গাড়ী ছাড়বে। সংবাদ ইতিমধ্যেই সহরের সর্ব্বত্র পৌঁছে গেছে,—উক্ত 'মেল'-গাড়ীতে পুলিশ পাহারায় যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে কলকাতায়। দেশপ্রিয়কে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করবার মানসে অগণিত নরনারী রেল ষ্টেশান অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। মিছিল করে, হাতে মশাল নিয়ে। একদল চলেছে ব্যাণ্ড বাজিয়ে। একদল খোল করতাল সহযোগে কীর্ত্তন গান করে'।

কেউ ছুঁড়ছে হাউই বাজি। কেউ পুড়ছে আতস বাজি। সহর আলোকমালায় সজ্জিত। অভাবনীয় উত্তেজনা! অভূতপূর্ব দৃশ্য! যতীন্দ্র মোহনের নেতৃত্বের এমনি বৈশিষ্ঠ্য যে, কিছুতেই জনমানসে হতাশার ভাব আসে না। দুঃখেও না। বন্ধু বিচ্ছেদেও না। শত্রুর মনে ঈর্ষা জাগে।

রাত প্রায় ৮টা। অকস্মাৎ রেল ষ্টেশানের আলো সব নিভে গেল। এক ইংরেজ সামরিক অফিসারের অধিনায়কত্বে শতাধিক সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য ষ্টেশান ইয়ার্ডে প্রবেশ করল। অতর্কিতে সমবেত জনতার উপর আক্রমণ চালাল গুর্খা সৈন্য। প্রচন্ড মারধর করল। বহুলোক আহত হল। তাদের কাঁচা রক্তে ষ্টেশান ইয়ার্ড ও প্লেটফরম রঞ্জিত হল। ভিন্ন পথে পুলিশ দেশপ্রিয় ও তাঁর সহকর্ম্মীদের গাড়ীতে পেঁছে দিল। কলকাতা-মেল যথাসময়ে ষ্টেশান ছেড়ে গেল।

উক্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনার বিবরণ, মহাত্মা গান্ধীকে জানিয়েছিলেন, চট্টগ্রাম কংগ্রেস সম্পাদক, প্রবীন নেতা প্রসন্ন কুমার সেন। মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' কাগজে, প্রসন্ন কুমারের বর্ণনা, মহাত্মা গান্ধী মুদ্রিত করেছিলেন। স্বীয় অভিমত মহাত্মা প্রকাশ করেছিলেন স্বলিখিত প্রবন্ধে ঃ—

Young India, November 3, 1921.

ANOTHER GURKHA OUTRAGE

M. K. GANDHI.

It almost seems as if Bengal is to be the first in suffering and, therefore, the first in winning Swaraj. The Chandpur Outrage is still fresh in the memory. Now comes the news of an equally terrible outrage in Chittagong. Let Babu Prasanna Kumar Sen Secretary, District Congress Commitee, tell this tale in his own words :

"I take this opportunity of giving you an account of the latest turn of events at Chittagong. Mr. J. M. Sen-Gupta, President, and Mr. Mahim Chandra Das, Secretary, Chittagong District Congress Committee, and sixteen others were arrested on the 2nd. July last for taking part in a Procession without license contrary to a notice previously issued by the local authorities under Sec 30 of the Penal Code. Their trial came up

on the 19th October. They were charged under Sec. 151 I P C and Sec 32 of the Police Act. The accused did not offer any defence and were each sentenced to undergo rigourous imprisonment for 3 months on the 20th of October. It was known in the town that the noble prisoners would be taken to the Central Jail, Alipur, the same evening. People began to collect before the Jail Gate from 4 O' clock. Band parties, Concert parties, and Sankirtan parties were also brought in. In the evening the whole town was illuminated and there was bomb firing, and rocket flying. This the people did without any instruction from the Congress organisation. Shortly after 8 P. M., the prisoners were taken out of jail and placed in Police carriages for being conveyed to the railway station. A procession wlth torch light, band parties, concert parties followed the carriages in an extremely orderly manner.

"The procession having reached the approaches of the railway station, a posse of Gurkhas numbering about a hundred and armed with guns came out of ambush. Lights were put out by some persons not yet known, and the Gurkhas suddenly and without any notice whatsoever sprang upon innocent and peaceful persons with all the savagery they could command with cries of 'maro' 'maro' 'lagao' 'lagao'. They assaulted right and left anything and everything that came in their way, hackney carriage drivers and their horses not excepted. They continued wounding people with the but-end of their guns upto a considerable distance from the Station premises and ceased when a whistle blew from the first class gangway. It is reported, nearly a hundred persons got bleeding wounds in different parts of their bodies, and about 300 persons received aching blows. The District Magistrate, Mr. Strong and Addl. Dist. Magistrate, Mr. Burrows were present on the spot. One prominent Peace and Order Association man was seen taking part in the assault and crying at the top of his voice, 'maro' 'maro' and after the assault outside the station premises, a European military officer presumably commanding the Gurkhas entered the platform. He made a show of proceeding to the compartment reserved

for the prisoners and made a sudden left wheel and began to push people who had been there with platform tickets. No warning was given, no request was made to move away from or clear the platform. We suspect the object was to create an occasion for another assault, but the people moved away peacefully, so that when the Gurkhas were brought to the platform, they got nothing to fall upon. Both outside and inside the platform, serious loss of life would have occured, had not people remained calm and non-violent under great provocation. They refrained from offering counter assault upon the Gurkhas who in their fury got themselves mixed in the crowd and could be easily smashed to pieces, their arms notwithstanding. It should be noted that the 'Chandpur Tragedy' took place on the night of the 20th June, 1921, and is re-enacted at Chittagong on the night of the 20th October, 21, in perhaps more hideous form under circumstances which can offer no excuse whatever, ...We shall be thankful if you will kindly advise us as to what steps should be taken to redress our grievance in this respect."

The facts are set forth with such precision that it is hard to suspect any exageration.

And yet it is equally hard to credit the authorities with such utter callousness as is to be inferred from the description given by Prasanna Babu. Manifestly the crowd was in a holiday mood. Thank God, prisons have ceased to frighten us. The people therefore, illuminated their houses, and went in a procession to see the prisoners off. There could be no violent intent in this. But it was too much for the Magistrate. He evidently thought that the deterrent effect of the punishment he had inflicted was being counteracted by the rejoicings and that in time he might have to turn the whole of Chittagong into a prison to accommodate the whole population. He, therefore, resorted to the Gurkha charge. It is difficult (assuming the truth of the report) in any other manner to account for the brutal action taken against totally innocent holiday-makers. It is clear, too, that the members of the socalled Peace and Order

Association are playing into the hands of bureaucracy. These are no doubt trying circumstances. But we counted the cost when we entered upon the course. We must pay it. We must go through the fiery ordeal and prove our purity before we are admitted to the promised land.

The leaders and the people of Chittagong deserve to be warmly congratulated upon the exemplary selfrestraint and calmness under circumstances so provoking. I can tender no other advice than to say that they should preserve their even course in spite of greater danger still. The only redress that is open to us is each time to show greater courage and greater selfcontrol, till at last the tyrant falls exhausted under the weight of his own effort. The non-co-operators of Chittagong ought not to feel irritated against the members of Aman Sabhas or of the Government. They but act according to their natures. A non-co-operator's nature is neither to retaliate nor to bend. He must stand erect unmoved by the storm raging round him.

If we may truthfully sing and pray, let us sing :

"So long thy power has blest me, sure it still
Will lead me on, o'er moor and fen,
O'er crag and torrent, till the night is gone"*

—THE CHITTAGONG OUTRAGE—

In reply to my wire, Prasanna Babu has sent the further details which I give below :

"Though the people were strictly non-violent and the Gurkhas fell upon them, the bureaucracy have devised noble means of saving their necks by issuing notices under Sec 144 upon leaders, volunteers, and outsiders indiscriminately, prohibiting them from forming and joining in processions in public street on the ground that the people who formed the procession on the 20th instant pelted the police and did other violent acts. Such notices were issued on the 27th instant,

* From Cardinal Newman's poem-"Lead Kindly Light".

wherein it is alleged that the Magistrate came to know of the procession and the injuries done to the police by the people only on the 25th from the report of the Police Superintendent.

They have also managed to institute a false case under Sec 144 and 147 I.P. Code against Moulvi Mahomed Kazemali, President Khilafat Committee, Kali Sankar Chakravarti, Editor, "Jyoti" (a local vernacular daily), Premananda Dutta, Sukhendu Bikash Sen-Gupta, and Mahomed Sirajul Haque, Volunteers, yesterday. All the five accused were arrested, and except the second and the fifth accused who have come out on bail, the rest have preferred 'hajat'. Premananda Dutta was at Dacca on the 20th, still he has been brought on the record as an accused."

This studied attempt to throttle the Movement is bound to fail.

M.K.G.

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নীলকৃষ্ণ রায়, আবদুল হক দোভাষী, আব্দুলগনি চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার যামিনী কান্ত ঘোষাল, উকীল হেমেন্দ্র নাথ দত্ত, ডাক্তার হরিশ চন্দ্র চৌধুরী, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নুর আহম্মদ, ও এক্রামুল হক প্রমুখ নিন্দনীয় নাগরিক বৃন্দের অনুরোধে তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন সভার চট্টগ্রাম সদস্য অন্নদা চরণ দত্ত কলকাতায় গভর্ণরের নিকট জরুরী তার পাঠিয়ে গুর্খা অত্যাচারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। এবং আইনসভার আসন্ন অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ বিশদ ভাবে আলোচনার 'নোটিশ' দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করে' গভর্ণরের আদেশক্রমে 'রাইটার্স বিল্ডিং' অধিকর্ত্তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গোপন নির্দ্দেশ জানালেন, সত্বর একটি counter case-এর অবতারণা করতে।

পরের দিন চট্টগ্রাম পুলিশ, চট্টগ্রামের 'Grand Old Man,'—সর্ব্বজন পূজ্য, অশীতিপর কংগ্রেস ও খিলাফত নেতা, শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলি মিঞাকে গ্রেপ্তার করল। 'জ্যোতিঃ' পত্রিকা-সম্পাদক কালী শংকর চক্রবর্তী, কাজেম আলি-পুত্র সিরাজুল হক এবং তরুণ কংগ্রেস কর্ম্মী প্রেমানন্দ দত্ত ও সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে' কাজেম আলির সঙ্গে কোর্ট হাজতে

আবদ্ধ করল। তাঁদের বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ অভিযোগের সৃষ্টি করল পুলিশ। যথা—"তাঁরা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনের জননেতা, যুবনেতা। রেল-ষ্টেশানে যাবার পথে, প্রায় ষ্টেশানের সন্নিকটে, যতীন্দ্র মোহন ও তাঁর সহকর্মী কয়েদীদের পুলিশের হেপাজত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য, ধৃত ব্যক্তিরা জনতাকে উত্তেজিত করেছিলেন। তাঁদের প্ররোচনায় জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়েছিল! নানা হিংসাত্মক কাজ করেছিল। উশৃংখল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য গুর্খাসৈন্যকে 'মৃদু' লাঠি চার্জ করতে হয়েছিল। কিছু লোক তা'তে হয়তো সামান্য আঘাত পেয়েছিল।"

ব্রিটিশ শাসনকে মহাত্মা গান্ধী আখ্যা দিয়েছিলেন,—'Satanic Rule'। ব্রিটিশ শাসক উক্ত মিথ্যা মামলা রুজু করে' আরেকবার নূতন করে' তাদের শয়তানির পরিচয় দিল। চট্টগ্রামবাসী বিস্মিত হল। শাসক-গোষ্ঠীকে ধিক্কার দিল।

পিনেল কোডের বিবিধ ধারায় কাজেম আলি মিঞা, কালী শঙ্কর চক্রবর্তী সিরাজুল হক ও সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্তকে অভিযুক্ত করা হল। মামলার শুনানী আরম্ভ হল। প্রথমে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বারোজের কোর্টে। পরে, সদর সাব-ডিভিশ্যানেল ম্যাজিষ্ট্রেট রাইমোহন গাঙ্গুলীর কোর্টে।

"জ্যোতিঃ"-সম্পাদক কালী শঙ্কর ও সিরাজুল হক আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন, কোর্টকে জানালেন। তাঁরা জামিনে মুক্তিলাভ করলেন। এডভোকেট অখিল চন্দ্র দত্তকে নিযুক্ত করলেন, তাঁদের মামলা পরিচালনা করতে।

প্রেমানন্দ দত্তর বিরুদ্ধে মামলা পুলিশ প্রত্যাহার করল। কারণ, প্রেমানন্দ ঘটনার দিন আদৌ চট্টগ্রামে ছিলেন না।

শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলি ও সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত অসহযোগ নীতি অনুসারে কোর্টকে জানালেন,—তাঁরা ব্রিটিশ কোর্টের উপর আস্থাহীন। উক্ত কোর্ট সমক্ষে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন বোধ করছেন না। জামিনে মুক্তি লাভের প্রার্থীও তাঁরা নন।

দীর্ঘ পাঁচ মাস মামলা চলেছিল। উক্ত পাঁচ মাস শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলি ও সুখেন্দু বিকাশ হাজতবাস করেছিলেন চট্টগ্রাম কারাগারে।

মামলায় সরকার পক্ষে উকীল ছিলেন, চট্টগ্রামের চতুর এডভোকেট মহিম চন্দ্র গুহ। বহু সরকারী ধামাধরা ব্যক্তিকে পুলিশ হাজির করেছিল

সাক্ষীরূপে। অবশেষে পাঁচ মাস পর মামলা শেষ হল। ১৯২২-এর ১৫ মার্চ তারিখে।

অখিল চন্দ্র দত্ত প্রমান করলেন,—সরকারী অভিযোগ ভিত্তিহীন। মামলাটি সাজান। কালী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও সিরাজুল হক শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলেন।

কাজেম আলি ও সুখেন্দু বিকাশের উপর কোর্ট ক্ষিপ্ত। কোর্টের অস্তিত্ব বা কর্তৃত্ব তাঁরা স্বীকার করেন নি। ব্রিটিশ কোর্টের উপর তাঁদের আস্থা নেই বলেছেন। তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নি। তাঁদের দুজনকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাইমোহন গাঙ্গুলী দশ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করলেন।

কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে সহরে হরতাল পালিত হল।

৭

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, ভারতের প্রথম "রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট" বা "Political Strike" ;—বলা বাহুল্য, উক্ত ধর্ম্মঘট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেছিল।

উল্লেখযোগ্য, দেশপ্রিয়র সেদিনকার আইন ভঙ্গ ও কারাবরণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিকল্পিত Civil Disobedience Movement—সূচীর সর্ব্বপ্রথম সফল রূপায়ণ।

যতীন্দ্র মোহনের আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম পরিদর্শনে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন, এবং ধর্ম্মঘট ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে মহাত্মার 'Young India' সাপ্তাহিক পত্রে "Chittagong To The Fore" এবং "Chittagong Speaks" শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধে, চট্টগ্রামের আন্দোলন এবং কর্ম্মীদের যন্ত্রনা ভোগের কাহিনীকে আদর্শ স্বরূপ দেশবাসীর নিকট তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন এবং রেলধর্ম্মঘটকে অধিকতর শক্তিশালী করল, যতীন্দ্র মোহনের কারাবরণ। আইন অমান্য আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য জনসাধারণ বদ্ধপরিকর হল।

শ্রীমতী নেলী চঞ্চল। এই পরিস্থিতিতে তাঁর কী কর্ত্তব্য ?

কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে বিলম্ব হল না। ঘোষণা করলেন,—আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। ঘর ছেড়ে বাইরে আসবেন। হাটে-বাজারে খদ্দর বিক্রয় করবেন। স্বদেশী প্রচারে ব্রতী হবেন। বিলিতী-পণ্যের দোকান পিকেটিং করবেন। মিছিল পরিচালিত করে' সহরের প্রতিটি অঞ্চলে যাবেন। ছেলে মেয়েদের আহ্বান করবেন, দলে দলে কংগ্রেস সেবাদলে যোগদান করতে। গ্রাম গ্রামান্তরে সংগ্রামী কংগ্রেসের অভয় বাণী পৌঁছিয়ে দিতে।

শ্রীমতী নেলীর আকুল আহ্বানে অগনিত নরনারী, তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়াল।

বিরাট মিছিল। পুরোভাগে শ্রীমতী নেলী।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ-দুহিতা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর আত্মপ্রকাশ পুরবাসীর বুকে নূতন উৎসাহ, নূতন আশা জাগ্রত করল।

সহরের শ্রেষ্ঠতম বানিজ্য-কেন্দ্র,—'বক্সিহাট' অঞ্চলের দোকানীরা শ্রীমতী নেলীকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। শপথ নিলেন তাঁরা, বিলিতী পণ্য বিক্রয় করবেন না।

'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে' মিছিল এগিয়ে চলেছে।

রাস্তার উভয় পার্শ্বের ঘরবাড়ী থেকে রাশি রাশি বিলিতী বস্ত্র কংগ্রেস সেবক সেবিকাদের হাতে উঠিয়ে দিচ্ছেন মেয়েরা। স্থানে স্থানে ঐ বিলিতী বস্ত্রে অগ্নি সংযোগের উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্রীমতী নেলীর উপর ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি হল।

সরকারী আচরণের তীব্র নিন্দা করে', প্রতিবাদ জানিয়ে, শ্রীমতী নেলী পত্র লিখলেন, ম্যাজিস্ট্রেট F. W. Strong কে।

ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দ্দেশে এবং তাঁর সাক্ষাৎ পরিচালনায় বে-আইনী কাজ সংঘটিত হয়েছে, অভিযোগ জানালেন শ্রীমতী নেলী। Strong-কে 'ইংরেজ জাতির কলঙ্ক' বলে' অভিহিত করলেন।

১৪৪ ধারা সম্বন্ধে শ্রীমতী নেলী লিখেছিলেন,—

"....I do not know what your Section 144 means. If this Section prohibits home-industry, and requesting people to purchase homemade cloth, in preference to foreign cloth, which, as I know, all the civilised world, and which the British people at home often support, the people who drafted the law must have been very bad...."

Strong শ্রীমতী নেলীকে গ্রেপ্তার করবার সাহস পেলেন না। উপলব্ধি করলেন, শ্রীমতী নেলীকে গ্রেপ্তার করবার অর্থ, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া। আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করা।

শ্রীমতী নেলীর তেজোদৃপ্ত উক্তি ও আচরণ সমগ্র দেশের অকুন্ঠ সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করল।

এতদিন শ্রীমতী নেলী ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের মর্ম্ম-সঙ্গিনী। এখন কর্ম্ম-সঙ্গিনী, সংগ্রাম-সঙ্গিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এই প্রসঙ্গে, 'Young India'-সাপ্তাহিক পত্রে 'Even Against Women' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন,—

"Mrs. Sen-Gupta is a cultured Englishwoman married to a cultured Bengali. Whilst Mr. J. M. Sen-Gupta was under arrest, Mrs. Sen-Gupta went out to the cloth bazar in Chittagong to tell the consumers to buy khadi and avoid foreign cloth. This was a serious offence for a woman to commit, and, therefore, she received a notice under Section 144 ordering her to desist. She has obeyed the notice because of the Congress embargo. Whatever may be said of men, Mrs. Sen-Gupta could not be suspected of any intention to create trouble or offer any intimidation. Her inspiring presence would no doubt have shamed buyers into abstaining from going to foreign cloth dealers. And that would have been bad from the Magistrate's standpoint. The order, therefore, is a virtual prohibition against Swadeshi propaganda. But it will not surprise me in the least, if this Government, which chiefly rules to protect merchandise in foreign cloth, must end when foreign cloth is boycotted. The Government must grow madder with the progress of real Swadeshi."

৮

১৯২০-২২।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে নিত্য নূতন সাফল্য অর্জ্জন করছে।

মহাত্মাজীর পার্শ্বে রয়েছেন,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, ভিঠল ভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকত আলি, রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাক্তার আনসারি, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষ চন্দ্র বসু, মৌলানা হজরত মোহানি, আসফ আলি, রাজগোপাল আচারিয়া, হেকিম আজমল খাঁ, এম-আর-জয়াকার, এম-এস এ্যানে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, আবদুল গফর খাঁন, ডাক্তার খাঁন সাহেব, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ডাঃ সত্যপাল, জয়রাম দাস দৌলতরাম, সরোজিনী নায়ডু, সত্যমূর্ত্তি, ডক্টর কিচলু, বল্লভ ভাই পেটেল, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, কেলকার, নারিমেন, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, তরুণ ফুকন, পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন, ডঃ আলম, রাঘবেন্দ্র রাও, অভয়াঙ্কর, সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের অসাধারণ ত্যাগ, নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব ও সঙ্কল্পে দৃঢ়তা, আন্দোলনকে অসীম শক্তিশালী করেছে।

ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্র দাস, রমেশ আচার্য্য, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অমর বসু, হেমন্ত কুমার বসু, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবি সেন এবং আরো অনেক খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি।

সমগ্র দেশের যুবশক্তি রয়েছে কংগ্রেসের পক্ষে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করেছে। ব্রিটিশের দমন নীতি ও অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা করে' অমিত বিক্রমে কংগ্রেস অগ্রসর হচ্ছে। এমন সময় ব্রিটিশ ভায়সুরয় স্থির করলেন, প্রিন্স অব ওয়েলসকে ভারত দর্শনে তিনি আমন্ত্রন জানাবেন। ভায়সুরয়ের ভ্রান্ত ধারনা,—ব্রিটিশ রাজকুমার ভারতবাসীর মনে সুবিদিত রাজভক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন।

কংগ্রেস, সিদ্ধান্ত নিল,—প্রিন্সের ভারত দর্শন বয়কট করা হবে। প্রিন্স যে-সব স্থান দর্শন করতে যাবেন, সেখানে হরতাল ঘোষণা করা হবে।

ভায়সরয় দিশে হারা হয়ে কংগ্রেস ভলেন্টিয়ার-দলকে 'বেআইনী' ঘোষণা করলেন। ধর-পাকড় চালালেন নির্বিচারে। কিন্তু ফল শুভ হল না। ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস-সিদ্ধান্ত সমর্থিত হল।

মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন,—১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২, তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করবেন। যদি না ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীর স্বরাজ অর্জনের দাবি মেনে নেয়।

ভায়সরয় ১১ ফেব্রুয়ারীর আগে বলেছিলেন,— "The Government is in no mood to concede that".

সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। দেশ মহাত্মাজীর আহ্বানের অপেক্ষায়।

অকস্মাৎ ৫ ফেব্রুয়ারী এক বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা ঘটল। "চৌরি চোরা"। "মহাত্মা গান্ধীকি জয়"-ধ্বনি তুলে, তথাকথিত কংগ্রেস সেবক ক'জন চৌরি চোরার থানায় অগ্নি সংযোগ করল। ২১ জন সিপাহী তখন থানার অভ্যন্তরে। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে তারা নিহত হল।

অহিংসা মন্ত্রের উদগাতা গান্ধীজী, অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন আলিপুর সেনট্রেল জেলে বন্দী। দুর্ব্বার গতিতে যে-আন্দোলন চলছে, অবোধ ক'জন ব্যক্তির দুস্কৃতির জন্য সে আন্দোলন স্থগিত রাখবার সিদ্ধান্তে দেশবন্ধু বিস্মিত হলেন। এই বিষয়ে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ লিখেছেন,—

"—C.R. Das called us to jail. He could see anybody he liked. In the office of the Superintendent of the jail, we met him. J. M. Sen-Gupta being with us. The Deshabandhu explained to us why the suspension move must be opposed tooth and nail in the A.I.C.C. meeting at Delhi. We started under J.M. Sen-Gupta's leadership for the A.I.C.C. meeting at Delhi. We opposed, we were defeated. Thus the curtain was drawn over the first phase of Non-co-operation Movement."

৯

যতীন্দ্র মোহন হাইকোর্টে নিজের ব্যবসায়ে আবার যোগদান করলেন। আসাম বেঙ্গল রেল ধর্ম্মঘট পরিচালনাকালে, নিজ দায়িত্বে পঞ্চাশ সহস্র টাকারও অধিক, ঋণ করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন। ধর্ম্মঘটিদের বিরাট এক অংশের আহারের এবং তাঁদের পারিবারিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ, প্রধানতঃ যতীন্দ্র মোহনকেই করতে হয়েছিল। পৈত্রিক বাড়ি বন্ধক রেখে যতীন্দ্র মোহন ঋণের টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এখন সেই টাকা পরিশোধ করতে হবে তাঁকে।

অল্পদিনের মধ্যেই যতীন্দ্র মোহন কৃতি ব্যারিষ্টার রূপে ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। আশানুরূপ অর্থাগম হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টে এবং অন্যত্র, প্রায় প্রতিটি জটিল ফৌজদারি মামলায় আসামী পক্ষের 'ব্রিফ্' গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ আসে তাঁর কাছে।

আইনজীবি হিসেবে যতীন্দ্র মোহন নিজেকে বিশেষ সম্মানিত বোধ করেছিলেন, যেদিন কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত এক চাঞ্চল্যকর মামলায় তিনি মহাত্মাজীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহতী জনসভা।

ভাষণ দেবেন মহাত্মাজী। পুলিশ ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করল সভায়। উদ্দেশ্য, সভা ভেঙ্গে দেবে। সমবেত জনতার উপর অকারণে লাঠিচার্জ করল। তবু সভা ভাঙ্গতে পারল না। একজন লোকও সভাস্থান পরিত্যাগ করল না।

মহাত্মাজী সঙ্কল্পে অটল। সভা চলবে। তিনি ভাষণ দেবেন। তাঁর অননুকরনীয় ভাষায় সেদিনের এবং তৎপূর্ব্বদিনের পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ জানালেন দৃঢ় কন্ঠে।

দুষ্ট পুলিশ অতিশয় রুষ্ট হ'ল। স্বীয় অপরাধ অস্বীকার করে' গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল।

পরের দিন মামলা। কলকাতা বংশাল স্ট্রীট পুলিশ কোর্টে। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে।

মহাত্মাজীকে কোর্টে উপস্থিত করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দ্দেশে আসামীর কাঠগড়ার বাইরে উপবেশন করেছেন মহাত্মাজী একটি আসনে।

পুলিশের গুণ্ডামি ও অত্যাচারের নির্লজ্জ রূপ সম্যক উদঘাটিত করে' পুলিশ ও সরকারকে ভর্ৎসনা করলেন ব্যারিষ্টার যতীন্দ্র মোহন তীব্র নিন্দার সুরে। মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা' মিথ্যা প্রমাণিত করলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্র মোহনের যুক্তি তর্ক, প্রায় মেনে নিলেন। তবু, শাস্তি হিসেবে এক টাকা জরিমানার আদেশ দিলেন। সমবেত জনতা—পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু করল, কে ঐ এক টাকা কোর্টে জমা দেবে। মহাত্মাজী তাদের তিরস্কার করেছিলেন।

যতীন্দ্র মোহনের সেদিনকার তীক্ষ্ণ জেরা ও সূক্ষ্ম আইনের বিশদ বিশ্লেষণ, মহাত্মাজীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

মামলায় যতীন্দ্র মোহনের সহকারী রূপে উপস্থিত ছিলেন,—ব্যারিষ্টার শরৎ চন্দ্র বসু, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত ও উকীল জ্ঞান শংকর সেনগুপ্ত।

সরকারের পক্ষে ছিলেন, উকীল তারক নাথ সাধু।

একনাগাড়ে প্র্যাকটিস করবার সুযোগ পান না যতীন্দ্র মোহন। রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের কোথায়ও কোন সমস্যা দেখা দিলে, তাঁকে সেখানে ছুটে যেতে হয়। সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তিনি। প্রায় প্রতিমাসে ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা ছাড়াও, দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচীতে। সে-সভায় তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মামলার 'ব্রিফ্' অন্য কোন বন্ধু ব্যারিষ্টারকে দিয়ে চলে যান। তা'তে আর্থিক ক্ষতি হয়। তদুপরি, রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত দেশহিতব্রতী যুবকদের পক্ষ সমর্থনের জন্য, কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলার আদালতে তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। বলা বাহুল্য, বিনা পারিশ্রমিকে তিনি উক্ত মামলা পরিচালনা করতেন। এরূপ একটি মামলায় তাঁকে যেতে হয়েছিল প্রথম চট্টগ্রামে।

'আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে ডাকাতি মামলা'।

রেলওয়ে 'পে-ক্লার্ক' হাজার কুড়ির মত টাকা সঙ্গে নিয়ে সহর থেকে যাচ্ছিলেন পাহারতলি, রেলওয়ে কারখানায়। শ্রমিকদের বেতন দিতে। ঘোড়ার গাড়ীতে। পাহাড় ঘেরা রাস্তায় গাড়ী আক্রান্ত হল। সব টাকা ছিনিয়ে নিল আক্রমণকারীরা।

অভিযুক্ত হলেন,—বিপ্লবী বীর সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা) এবং তাঁর

অন্যতম প্রধান সহযোগী, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও আরো কয়েক জন বিশিষ্ট বিপ্লবী যুবক।

চট্টগ্রাম সেশান-আদলতে মামলা।

প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি হয়েছে।

পুলিশ অনেক সাক্ষী হাজির করেছে। প্রশ্নবাণে সাক্ষীদের জর্জরিত করলেন যতীন্দ্র মোহন। পুলিশ-সাক্ষী যতীন্দ্র মোহনের জেরায় নাকাল হল। সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারল না। জজ ও জুরী যতীন্দ্র মোহনের অকাট্য যুক্তি তর্ক মেনে নিতে বাধ্য হলেন। আশঙ্কা ছিল অনেকের, যাবজ্জীবন কারাবাস কিংবা দ্বীপান্তর দণ্ড সুনিশ্চিত। সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকে বেকসুর খালাস করে নিলেন যতীন্দ্র মোহন।

আরো কয়েকটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী যুবকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন। তন্মধ্যে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র-মামলা' অন্যতম। অভিযুক্ত হয়েছিলেন,—তরুণ বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র ও তাঁর সহকর্মী যুবক ক'জন। আলিপুর দায়রা-জজের আদালতে অনেকদিন এই মামলা চলেছিল।

আসামী একজন, Approver হয়েছিল। তাই মামলায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল।

বিচক্ষণ ব্যারিস্টার যতীন্দ্র মোহন Approver-কে দিনের পর দিন কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। অসাধারণ কৌশলে প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে' তাকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। একদিনের সাক্ষ্যে সে যে-কথা বলেছে, অন্যদিন তার বিপরীত কথা বলতে তাকে বাধ্য করেছিলেন। শেষের দিন যতীন্দ্র মোহনের জোরাল এবং ঘোরাল প্রশ্নের আক্রমণে সে বিভ্রান্ত হল। অবশেষে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। যতীন্দ্র মোহন জজ-জুরীকে বলেছিলেন,—"এই Approver-টি অদ্বিতীয়, অতুলনীয় মিথ্যেবাদী"। এই মামলায়ও যতীন্দ্র মোহন জয়ী হলেন। সন্তোষ মিত্র ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ মুক্তি পেলেন।

আরেকটি মামলা। যে-মামলা কেন্দ্র করে' পুলিশ মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

ডি-আই-বি ইনস্‌পেকটার, প্রফুল্ল।

বয়সে তরুণ হলেও, প্রফুল্ল একজন জবরদস্ত ডিটেকটিভ দারোগা বলে সরকারী মহলে খ্যাত ছিলেন। তাই অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল, উচ্চ পুলিশ মহলের নির্দ্দেশ ক্রমে।

চট্টগ্রামে আশুবিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে, প্রফুল্ল দারোগা জেনেছিলেন। যুবকদের মধ্যে যাঁকে তাঁর সন্দেহ হত, তাঁকে ডেকে তিনি সাবধান করতেন। শাসাতেন। তাঁদের গতিবিধি, গোপন কার্য্যকলাপ, এবং ঘাঁটির সব খবর, তিনি রাখেন, তাঁর চোখে ধূলি দেওয়া সম্ভব হবে না, তিনি বলতেন।

বিপ্লবীদল প্রফুল্ল দারোগার সদর্প উক্তি চ্যালেঞ্জ রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁকে অচিরে ধরাধাম থেকে অপসারিত করবার প্রতিজ্ঞা নিলেন।

বিশিষ্ট দেশসেবক প্রেমানন্দ দত্ত। সরকারী চাকরীতে ছিলেন। চট্টগ্রাম Customs অফিসে। সে-যুগে চট্টগ্রাম Customs-এর Preventive Officer পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হত না। অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, এই প্রকার চাকরীতে নিয়োজিত হবার।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন, এস-সি-ঘটক (সুরেশ-চন্দ্র ঘটক)।* 'Children of the soil'-কে চাকরীতে অগ্রাধিকার দেবার মতাবলম্বী তিনি। তাঁর সুপারিশে, প্রেমানন্দ দত্তই প্রথম ভারতীয়, চট্টগ্রাম Customs-এর Preventive Officer-এর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটি এমন কিছু বড় নয়। তবু, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহলে মৃদু ঝড় উঠেছিল, তাকে কেন্দ্র করে।

চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। সমবয়স্ক বন্ধু অনেকের সঙ্গে প্রেমানন্দ দত্ত সেই জোয়ারের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রেমানন্দ পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বহুবার। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন একাধিকবার। পরে তিনি বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন।

---

* তখনকার দিনে সুরেশ চন্দ্র ঘটক সুকবি ও সুসাহিত্যিক রূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, মনীশ চন্দ্র ঘটক, কৃতি আলোকচিত্র শিল্পী সুধীশ ঘটক ও সুপরিচিত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পিতা—সুরেশ চন্দ্র ঘটক।

প্রেমানন্দ দত্তর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হল, প্রফুল্ল দারোগাকে চরম শাস্তি দেবার। প্রেমানন্দ বিশেষ চতুরতার সঙ্গে প্রফুল্লর মন জয় করলেন। তাঁর বিশ্বাস ভাজন হলেন। 'Informer' হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করলেন প্রফুল্ল। বিপ্লবী দলের গোপন কথা, প্রফুল্লকে জানাবেন, প্রেমানন্দ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দুজনের মিলন স্থান ছিল 'পল্টন মাঠ'। যাকে চট্টগ্রামের 'ময়দান' বলা যেতে পারে। প্রশস্ত মাঠ। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য সকাল-বিকেল-সন্ধ্যায় লোকের ভিড় হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পরিবেশে একটি পুকুর। অদূরে সার্কিট হাউস, ইউরোপীয়ানদের ক্লাব, টেনিস লন্। আর, আশে পাশের ছোট ছোট টিলার ওপর শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের 'বাঙ্গলো'। অবস্থাপন্ন ভারতীয় ব্যক্তি দু'চার জনের প্রাসাদ, মাঠের পারে, এখানে সেখানে।

নিরূপিত সময়ে সেদিন অপরাহ্নে প্রফুল্ল দারোগা পুকুর পারে বসে। প্রেমানন্দর আগমন প্রতীক্ষায়।

ক্ষণকাল পরে প্রেমানন্দ হাজির।

লৌকিক আলাপ,—কেমন আছেন? ভালো আছি। বসুন, বসুন, ইত্যাদি।

প্রেমানন্দ বসছেন, এমন ভাব প্রকাশ করলেন। অকস্মাৎ, গায়ে জড়ান মোটা চাদরের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে, অতর্কিতে, ক্ষিপ্র হস্তে, গুলি ছুঁড়লেন প্রফুল্ল দারোগার বুকে।

পরক্ষণে, তীরের মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন প্রেমানন্দ।

সম্মানিত সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ হরিশ চন্দ্র দত্ত। স্বদেশী (বঙ্গ ভঙ্গ) আন্দোলনের সাফল্যের অব্যবহিত পরে হরিশ চন্দ্র চট্টগ্রামের অভিজাত-পল্লী, নন্দন কাননে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাম,—'চট্টগ্রাম ন্যাশনাল স্কুল'! এই বিদ্যালয়টিকে ইংরেজ জেলা শাসকরা ভালো নজরে দেখতেন না। প্রসঙ্গতঃ, সূর্য্যসেন (মাষ্টার দা) ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

প্রেমানন্দ দত্ত আচার্য্য হরিশ চন্দ্র দত্তর দ্বিতীয় পুত্র।

প্রফুল্লর মৃত্যু-পূর্ব্ব-জবানবন্দী (Dying Declaration) হয়েছিল,

অশীতিপর গভর্ণমেন্ট এডভোকেট, রায়বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সেনের গৃহের অলিন্দে।

ঘটনা স্থলের সন্নিকট সতীশ চন্দ্রের গৃহ।

'First aid' দেবার অভিপ্রায়ে, পলটন মাঠে ভ্রমণরত জনকয়েক ব্যক্তি, গুলিবিদ্ধ প্রফুল্লকে সত্বর উক্ত গৃহের অলিন্দে নিয়ে উপস্থিত করল।

সতীশ চন্দ্র সেন কোর্ট থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে' বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন, অলিন্দের এক কিনারায়, আরাম-কেদারায় বসে। যেখানে প্রতি অপরাহ্নে তিনি বসেন। যপতপ করেন। নিরালা পরিবেশে।

প্রচন্ড হট্টগোল করে' কতকগুলি লোক রক্তাপ্লুত, গুলিবিদ্ধ প্রফুল্ল দারোগাকে নিয়ে প্রবেশ করল সতীশ চন্দ্রের গৃহের অলিন্দে। সতীশ চন্দ্র যেখানে বসেছিলেন, প্রায় সেখানে। সতীশ চন্দ্র চমকে উঠলেন। ভয়াভিভূত হয়ে, উঠে দাঁড়ালেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কেউ বলল,—"ডাক্তার ডাক" কেউ বলল,—"ছুটে যাও থানায়, পুলিশকে খবর দাও।" একজন জিজ্ঞেস করল সন্ত্রস্ত কন্ঠে, আহত প্রফুল্লকে,—"কে গুলি করল আপনাকে?" ক্ষীন, কাতর কণ্ঠে প্রফুল্ল বললেন,—'প্রেমানন্দ। হরিশচন্দ্র দত্তর ছেলে প্রেমানন্দ।"

কথাক'টি বলা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফুল্ল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। বাঁচাবার চেষ্টায় চিকিৎসার্থ কলকাতার হাসপাতালে তাঁকে পাঠান ঠিক হ'ল। কিন্তু কলকাতা পেঁাছুবার আগেই, পথে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

কিছুদিন পর, চট্টগ্রাম সেশানকোর্টে মামলা দায়ের হ'ল, প্রফুল্লর হত্যা কেন্দ্র করে।

হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন, প্রেমানন্দ দত্ত।

মুখ্য সাক্ষী রূপে রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সেনকে আদালতে উপস্থিত করবে পুলিশ। কেননা, প্রফুল্লর মৃত্যু-পূর্ব্ব-জবানবন্দীর সময়ে সতীশ চন্দ্র নিকটেই ছিলেন। প্রফুল্লর উক্তি তিনি শুনেছেন।

যতীন্দ্র মোহনের পিতা যাত্রা মোহনের, অতি প্রিয় বন্ধু, হরিশচন্দ্র দত্ত। রাজনৈতিক আন্দোলনে সহকর্ম্মী।

হরিশ চন্দ্র কলকাতায় এলেন। যতীন্দ্র মোহনের শরণাপন্ন হলেন! পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য।

যতীন্দ্র মোহন স্বীকৃত হলেন, প্রেমানন্দর পক্ষ সমর্থন করবেন, মামলায়। যথাসময়ে চট্টগ্রামে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর সহকারী, ব্যারিস্টার সুনন্দ সেন, অবনী ব্যানার্জ্জি ও নিখিল সেন।

নির্দ্ধারিত দিনে মামলা সুরু হয়েছে।

সতীশ চন্দ্র সেন ব্যতীত পুলিশ আর যে-সব সাক্ষী ও প্রমাণ কোর্টসমক্ষে উপস্থাপিত করেছিল, যতীন্দ্র মোহনের জেরার মুখে তা' তছ নছ হয়ে গেল।

সমস্যা,—রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সেনের সাক্ষ্য কেন্দ্র করে। যার উপর মামলাটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

আশী বছরের বৃদ্ধ, রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সেন। চট্টগ্রামের অতি সম্মানিত ব্যক্তি। অতি সজ্জন, ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ। এ হেন ব্যক্তি আদালতে যা' বলবেন, জজ এবং জুরী অতি অবশ্য তা' বিশ্বাস করবেন।

যতীন্দ্র মোহনের পিতৃ বন্ধু সতীশ চন্দ্র। সতীশ চন্দ্রের অশেষ স্নেহ-ভাজন যতীন্দ্র মোহন। এমতাবস্থায়, সতীশ চন্দ্রকে জেরা করতে যতীন্দ্র মোহন চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করতে পারেন না। যতীন্দ্র মোহনকে অতি সতর্ক, অতি সংযত হতে হবে। নূতন পন্থা কি অবলম্বন করা যায়, চিন্তা করলেন।

সতীশ চন্দ্র সাক্ষীর কাঠগড়ায় একটি আসনে উপবিষ্ট।

পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁন বাহাদুর আবদুস সত্তার স্বল্প কথায় সতীশ চন্দ্রের সাক্ষ্য রেকর্ড করিয়ে নিলেন। মুমূর্ষু দারোগা প্রফুল্লর মৃত্যু-পূর্ব্ব-জবানবন্দী তিনি শুনেছেন, সতীশ চন্দ্র বললেন।

যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে যতীন্দ্র মোহন প্রবীন এডভোকেট্ সতীশ চন্দ্র সেনকে জেরা করছেন,—

"রায় বাহাদুর, কোর্টের কাজের শেষে আপনি বাড়ী ফিরেছেন। স্বভাবতই তখন আপনি শ্রান্ত। ক্লান্ত দেহ নিয়ে আপনার গৃহের অলিন্দে আরাম কেদারায় বসে' আপনি বিশ্রাম উপভোগ করছেন। তন্ময় চিত্তে জপতপ করবার সুযোগও তখন আপনি নিয়ে থাকেন। যে-ঘটনা কেন্দ্র করে এই মামলা, সেই ঘটনার দিনও, আপনি নিত্য যা' করেন, তাই করছিলেন, অলিন্দে বসে ?"

উত্তরে সতীশ চন্দ্র বললেন, 'হাঁ'।

যতীন্দ্র মোহন ঃ "এমন সময়ে ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় জনকয়েক লোক আপনার গৃহের অলিন্দে প্রবেশ করল। সঙ্গে বহন করে নিয়ে এসেছে রক্তাপ্লুত বস্ত্র পরিহিত একটি মানুষ। প্রফুল্ল দারোগা। ডি-আই-বি ইনসপেকটার। জনতার মধ্য থেকে দারুণ উত্তেজনার সুরে কেউ বলছে,—লোকটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। শীগ্গির ডাক্তার ডাক। কেউ বলছে, পুলিশে খবর দাও। ছুটে যাও। ভীষণ হৈ চৈ। —নয় কি?"

সতীশ চন্দ্র ঃ "হাঁ"।

যতীন্দ্র মোহন ঃ "পুলিশ-সাক্ষী উল্লেখ করেছে, মৃত্যুপূর্ব্ব-জবানবন্দীতে প্রফুল্ল বলেছেন, 'প্রেমানন্দ আমাকে গুলি করেছে। হরিশ চন্দ্র দত্তর পুত্র প্রেমানন্দ।"

"পাবলিক প্রসিকিউটারের প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন,—মুমূর্ষু ব্যক্তি উক্ত কথা ক'টি বলতে আপনি শুনেছেন।"

সতীশচন্দ্র ঃ "হাঁ"।

যতীন্দ্র মোহন ঃ "লোকটি গুলিবিদ্ধ। স্বভাবতই তার কণ্ঠ স্বর তখন ক্ষীণ। কাতর। কথা অস্পষ্ট। মুমূর্ষু ব্যক্তির যা' হয়। নয় কি?"

সতীশচন্দ্র ঃ "হাঁ"।

যতীন্দ্র মোহন ঃ "আমাকে ক্ষমা করবেন, রায় বাহাদুর। আপনাকে জিজ্ঞেস করি,—বৃদ্ধ যাঁরা, ক্লান্ত দুর্ব্বল দেহ কিছু সতেজ করবার অভিপ্রায়ে, কিঞ্চিৎ আফিম সেবন করেন তাঁরা, প্রত্যহ, দিবাশেষে। আপনিও কি তাই করেন?"

সতীশ চন্দ্র ঃ "হাঁ, আমার চিকিৎসকের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বল্প পরিমাণ আফিম আমি সেবন করি।"

"প্রতি অপরাহ্নে?"

"হাঁ"।

"উক্ত ঘটনার দিনও সেবন করেছিলেন?"

"হাঁ"।

"আফিম সেবন করলে একটু তন্দ্রার ভাব হয়। নয় কি?"

"হাঁ, হয়"।

যতীন্দ্র মোহন : "তুমুল হট্টগোল করে' লোকগুলি যখন প্রফুল্লকে নিয়ে অকস্মাৎ আপনার গৃহে প্রবেশ করল, আপনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চমকে উঠেছিলেন। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়াবহ পরিস্থিতি। প্রথম কিছুই বুঝতে পারেন নি, ব্যাপার কি। গুলিবিদ্ধ প্রফুল্লকে পরে দেখলেন। প্রফুল্লর উক্তি শুনলেন। স্বভাবতই, মুমূর্ষ প্রফুল্লর সে উক্তি-ছিল অস্পষ্ট। আপনার আফিমের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। আমি যদি বলি,—আপনি প্রফুল্লর উক্তি ভুল শুনেছেন। প্রফুল্ল বলেছিলেন, —"পরমানন্দ আমাকে গুলি করেছে। গিরিশচন্দ্রের পুত্র, পরমানন্দ।"

চিন্তা ভাবনা করে জবাব দেবার সুযোগ সতীশ চন্দ্রকে দিলেন না, যতীন্দ্র মোহন। উচ্চ কণ্ঠে, গভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে, যতীন্দ্র মোহন অনুরোধ জানালেন,—

"বলুন, রায় বাহাদুর, বলুন, আমার ধারণা ঠিক হতে পারে কিনা? আমার সোজা, সরল প্রশ্নটির জবাব দিন। আপনি বয়োবৃদ্ধ, আপনি ধর্ম্মপ্রাণ, আপনি সত্যনিষ্ঠ। আপনি আইনজ্ঞ। আপনার নিশ্চিত উক্তির উপর একটি নিরীহ তরুণের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। জবাব দিন রায় বাহাদুর, জবাব দিন। একবার আসামীর কাঠগড়ার দিকে দৃকপাত করুণ। আপনার বন্ধু-পুত্র, হরিশ চন্দ্রর পুত্র, প্রেমানন্দর দিকে। তার করুণ আঁখি দুটি আপনার দিকে স্থির নিবন্ধ। আপনার নিশ্চিত উত্তরের প্রতীক্ষায়।"

সতীশ চন্দ্র বিভ্রান্ত।

যতীন্দ্র মোহন হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মিনতিভরা কণ্ঠে আবার বললেন, "বলুন, রায় বাহাদুর, বলুন, দেশহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃত একটি তরুণ প্রাণকে মরণের দিকে ঠেলে দেবেন কি না।

সতীশ চন্দ্র বিব্রত।

কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—"না, না, না, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না, প্রফুল্ল ঠিক প্রেমানন্দর নাম করেছিল কিনা।"

কথা কটি বলেই, জজের অনুমতি নিয়ে রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যতীন্দ্র মোহন সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন, রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্রের

সাক্ষ্যের। অল্প কথায় তিনি জজ ও জুরীর কাছে তাঁর বক্তৃতা রাখলেন। ক্রোধভরে বললেন,—

"অপদার্থ, অযোগ্য পুলিশ। প্রকৃত হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি। তাদের সহজ শিকার,—ঋষিতুল্য হরিশ চন্দ্র দত্তর ত্যাগী, আত্মভোলা পুত্র,—প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করেছে, প্রফুল্ল দারোগার হত্যাকারী রূপে।"

যতীন্দ্র মোহনের চোখ তখনও অশ্রুসিক্ত।

বাষ্পরুদ্ধ কন্ঠে, দরদী সুরে, জুরীর কাছে আবেদন জানালেন, প্রেমানন্দর মুক্তির জন্য।

জজকে সম্বোধন করে বললেন,—সতীশ চন্দ্রের সাক্ষ্যের পর, আইনতঃ প্রেমানন্দকে হত্যার অভিযোগে আর অভিযুক্ত করা যায় না। জজের কাছে যাচঞা করলেন,—প্রেমানন্দর বেকসুর খালাস।

যতীন্দ্র মোহনের ভাবাবেগে জুরী অভিভূত। তাঁদের দু' এক জনের চোখও অশ্রুসিক্ত। রায় দিলেন,—"প্রেমানন্দ নির্দোষ।"

ঝুনো ইংরেজ জজ কোণঠাসা হলেন। জুরীর মত উপেক্ষা করতে পারলেন না। প্রেমানন্দকে বধ করার খড়গ তো খাড়া করেই তিনি রেখেছিলেন। নিরুপায় হয়ে তখনকার মত প্রেমানন্দকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

সুউচ্চ 'ফেয়েরি হিল'* পাহাড়ের চূড়ায় চট্টগ্রামের বিশাল কোর্ট বিলডিং। লোকে লোকারণ্য। মামলার ফলাফল জানবার জন্য যত না লোক এসেছে, তাদের প্রিয় নেতা যতীন্দ্র মোহনকে দেখতে এসেছে তার অধিক। জনতার দাবিতে সম্মুখের বারান্দার খোলা ছাতে যতীন্দ্র মোহন এসে দাঁড়ালেন। জয়ধ্বনি করে জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানাল। যতীন্দ্র মোহন হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

এক বন্ধু যতীন্দ্র মোহনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—"তুমি অত কাঁদলে কেন?"

হেসে যতীন্দ্র মোহন জবাব দিয়েছিলেন,—"নইলে জুরীর মন ভিজাতে পারতাম না। প্রেমানন্দকে খালাস করতে পারতাম না। ধূর্ত ইংরেজ জজকে কাবু করতে পারতাম না। আসামীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উকীল-ব্যারিষ্টারকে

*'Fairy Hill'—'পরীর পাহাড়' বলে খ্যাত।

অনেক প্রকারের অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। এটি তার একটি।" বলে,' অট্টহাসি।

হরিশ চন্দ্র যতীন্দ্র মোহনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। চোখে তাঁর আনন্দাশ্রু। অন্তরে আশীর্ব্বাদ।

বলা বাহুল্য, যতীন্দ্র মোহনের, বিনা পারিশ্রমিকে রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায়, শ্রীমতী নেলীর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। সংসারে আর্থিক অনটন ছিল। তা' সত্বেও।

বিশিষ্ট, ব্যারিস্টার যতীন্দ্র মোহন। তাঁর কৃতিত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। কলকতা, বম্বে, মাদ্রাজ সহরের শক্ত ফৌজদারি মামলা সমূহে আসামীপক্ষ সমর্থনের জনা যতীন্দ্র মোহনের কাছে অনুরোধ আসে নিয়ত।

বম্বের বিখ্যাত 'বাওলা হত্যা মামলা'।

ধনী, জনপ্রিয় ব্যক্তি, বাওলা। আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

রূপসী নারী মমতাজ বেগম, বাওলার প্রণয়নী। বাওলার 'রোলস রয়েস' গাড়ী করে অপরাহ্নে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন উভয়ে, বম্বের মালাবার হিলস্-এ মনোরম উদ্যানে। পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে গাড়ী নেবে আসছে। অকস্মাৎ গাড়ীর আরোহীদ্বয় আক্রান্ত হলেন। আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, কাউকে হত্যা করা নয়। মমতাজ বেগমকে ছিনিয়ে নেওয়া। নয়তো, তাঁকে এমন ভাবে আহত করা, যা'তে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব তিনি আর করতে পারবেন না কোনদিন।

ভ্রমণ বিলাসী জনতা, মালাবার পাহাড়ে এবং তার পথে। অদূরে একটি গাড়ীর আরোহী আক্রান্ত হয়েছে দেখে, তাদের জনকয়েক ছুটল গাড়ীর দিকে। বিদেশী টুরিস্ট একদল আসছিল, জীপ করে, পেছনে। জীপ নিয়ে তারাও দ্রুত অগ্রসর হল। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক উপলব্ধি করে' আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন রিভলবার বের করে গুলি ছুঁড়ল। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাওলার বুক বিদীর্ণ করল। আততায়ীরা ধরা পড়ল জনতার হাতে। পুলিশের কাছে সমর্পিত হল। পরে দায়রা সোপরদ্দ হল।

বম্বে হাইকোর্টে বিচার হবে। হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ এল যতীন্দ্র মোহনের কাছে।

উক্ত দুষ্কর্মের জন্য আততায়ীদের নিযুক্ত করেছিলেন, পশ্চিম ভারতের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। যাঁর হেপাজত থেকে মমতাজ নিজেকে মুক্ত করে বাওলার আশ্রয়ে গিয়েছিল। সেই ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকেই যতীন্দ্র মোহনকে নিযুক্ত করা হল। তিনি যেন কোন প্রকারে মামলায় জড়িয়ে না পড়েন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল। এবং যতীন্দ্র মোহনের মত দক্ষ ব্যারিস্টার তাঁর স্বার্থ রক্ষা করতে কৃতকার্য্য হবেন, এ ধারণা ছিল তাঁর সুদৃঢ়। তাঁর প্রতিনিধি কলকাতা এলেন। সাধারণ ভাবে, আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার রূপে যতীন্দ্র মোহন মামলা পরিচালনা করবেন, স্থির হল। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হবে, উক্ত ধনী ব্যক্তিকে মামলার আওতার বাইরে রাখা। এই উদ্দেশ্য সাধনে যতীন্দ্র মোহন সফলকাম হয়েছিলেন।

যতীন্দ্র মোহনের 'ফিজ' নির্দ্ধারিত হল, এক লক্ষ টাকা। পঁচিশ হাজার টাকা রিটেনিং 'ফিজ' বাবত প্রথমেই দেওয়া হল, যতীন্দ্র মোহনকে। বাকি পঁচাত্তর হাজার টাকা, মামলা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হবে, ব্যবস্থা হল।

শ্রীমতী নেলীর আনন্দ! এবার যতীন্দ্র মোহনের ঋন পরিশোধ হবে। দুর্ভাবনা কমবে।

শুভ কাজে শতেক বাধা!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার* অধিবেশন বসবে কলকাতায় জুন মাসের মধ্যভাগে। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-শাসন-সংস্কারের ফলশ্রুতি, এই আইন সভা। ভারতীয় জনগণের কোন উপকার হল না, এই নূতন শাসন সংস্কারে। বস্তুত ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র উপকৃত হল। নরমপন্থী ভারতীয় সদস্য এবং সরকার-মনোনীত সদস্যবৃন্দের সমর্থনে ভারতবাসীর ক্ষতিকর আইন প্রণয়ণ করবার সুযোগ হল। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের এই সুপরিকল্পিত ফাঁকির জাল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিন্ন করবেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁর কংগ্রেস-স্বরাজ্যদল নিয়ে আইন-সভায় প্রবেশ করলেন দেশবন্ধু। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করতে হলে, ব্রিটিশের নিজের অস্ত্রদ্বারা তাকে আঘাত করতে হবে। ব্রিটিশ প্রবর্ত্তিত আইন-সভার ভেতর থেকে সংগ্রাম চালাতে হবে, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে।

স্বরাজ্যদলের সদস্য সংখ্যা যথেষ্ট নয়। আইন সভায় স্বরাজ্যদল সংখ্যা-

*Bengal Legislative Council

লঘু। তাই দেশবন্ধুকে কিছু নির্দ্দলীয় সদস্যের সাহায্য নিতে হত। সরকারী প্রস্তাবে বাধা প্রদানের জন্য। স্বীয় পার্টির প্রস্তাব সমর্থনের জন্য।

দেশবন্ধুর প্রভাব অপরিসীম। সংঘটন শক্তি, সংগ্রাম শক্তি অতুলনীয়। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদল একাধিকবার ভোটাধিক্যে সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে পরাজিত করেছে। যেসব অকর্ম্মন্য ভারতীয় সদস্য, সংস্কৃত-আমলাতন্ত্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করতেন। এবং স্বল্প ক্ষমতায় তুষ্ট হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলে যেতেন। আমলাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রস্তাব, প্রত্যেক কাজ তাঁরা নির্লজ্জভাবে সমর্থন করতেন। ব্রিটিশের ধামাধরা উক্ত প্রকারের মন্ত্রীদের বিতাড়িত করতে হলে, সংস্কৃত-আইন অনুযায়ী, বাজেট আলোচনাকালে, মন্ত্রীমন্ডলীর বেতনের অর্থ মঞ্জুরের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করতে হত। এবং তখন মন্ত্রীমন্ডলী পদচ্যুত হত। সরকার অচল হত। দেশবন্ধু একাধিকবার, মাত্র একটি কি দুটি ভোটের আধিক্যে, সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে' সরকারের পতন ঘটিয়েছেন।

এবার আরেকটি প্রস্তাব কেন্দ্র করে আমলাতন্ত্রকে অপদস্ত করবার ব্যবস্থা করলেন দেশবন্ধু।

বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ও বিপ্লবী নেতা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ রয়েছেন। বিনাসর্ত্তে তাঁদের মুক্তি দাবি করে' দেশবন্ধু স্বরাজ্যদলের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব রেখেছেন, আইন সভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার জন্য। স্থির করেছেন,—স্বরাজ্যদলের ডেপুটিলিডার হিসেবে যতীন্দ্র মোহন উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করবেন, আইন সভার অধিবেশনে।

রাজ্যের বিভিন্ন সহরে সভা করে' দেশবন্ধু জনমত গঠন করেছেন, দেশবাসীর সমর্থন নিয়েছেন, প্রস্তাবের সপক্ষে।

আইন সভার অধিবেশনের প্রতি সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। যতীন্দ্র মোহন আনুষঙ্গিক বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করে' যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত।

এক সপ্তাহ পরেই আইন সভার অধিবেশন বসবে।

হঠাৎ বম্বে থেকে সংবাদ এল, সামনের সপ্তাহে বাওলা হত্যা মামলার শুনানী আরম্ভ হবে। বম্বে হাইকোর্টের সেশান কোর্টে। যতীন্দ্র মোহনের

সহকারী ব্যারিষ্টার, অনুরোধ জানিয়ে তার করেছেন, যতীন্দ্র মোহন যেন অবিলম্বে বম্বে যাত্রা করেন।

বিমান পথে যাতায়াত তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নি। রেলপথে কলকাতা বম্বে যাতায়াত তিন দিন সময় নিত।

যতীন্দ্র মোহন দ্বিধাগ্রস্ত। বম্বে যাবেন, কি কলকাতায় আইন সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন? শেষ অবধি সিদ্ধান্ত নিলেন, বম্বে যাবেন না। মামলার ব্রিফ্ ফেরৎ পাঠাবেন।

শ্রীমতী নেলীর মতামত জানবার আগ্রহ হল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন সহধর্ম্মিনীকে।

শ্রীমতী নেলী উপলব্ধি করলেন,—স্বল্প ভোটের আধিক্যের উপর স্বরাজ্য দলের জয় নির্ভর করে, আইন সভায়। দলে যতীন্দ্র মোহন, দেশবন্ধুর দক্ষিণ-হস্ত। যদি যতীন্দ্র মোহনের অনুপস্থিতিতে দলের পরাজয় ঘটে, যতীন্দ্র মোহনের রাজনৈতিক জীবনে কলঙ্ক আসবে। দেশবাসী বলবে,—অর্থের লোভ সংবরণ করতে পারেন নি যতীন্দ্র মোহন। না, তা' হতে পারে না। যতীন্দ্র মোহন বম্বে যাবেন না। ঋণ আছে, থাক। মামলার ব্রিফ্ ফেরৎ পাঠিয়ে দেবার সপক্ষে শ্রীমতী নেলী মত প্রকাশ করলেন। ফিজ বাবত যে অগ্রিম পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছেন, তা'ও ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

শ্রীমতী নেলীর উক্তিতে যতীন্দ্র মোহন সন্তুষ্ট হলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

ঘটনাটি সেদিনই দেশবন্ধুর গোচরে আনলেন, দেশপ্রিয়র অন্তরঙ্গ বন্ধু, শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অগ্রজ, ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্র'নাথ হালদার। আর, দেশপ্রিয়র আরেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, ব্যারিষ্টার সুবোধ চন্দ্র রায় (ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)।

প্রিয় শিষ্য যতীন্দ্র মোহন। আসাম বেঙ্গল রেল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ঋণে জর্জ্জরিত। উক্ত ঋণ পরিশোধ করবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে এবার।

দেশবন্ধু অভিমত প্রকাশ করলেন,—"বাওলা মামলায় যতীনকে যেতেই হবে।"

বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে করে দেশবন্ধু এলেন যতীন্দ্র মোহনের ৪/১, ময়রা

স্ট্রীটের বাড়ীতে। স্নেহভরে যতীন্দ্র মোহনকে বললেন,—"যতীন, তোমার ঋণ রয়েছে। বাওলা মামলার ফিজ-এর টাকায় তা' শোধ হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বেগে, দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। অধিকতর উৎসাহ পাবে। শিশির, অনিলের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। নেলীর আর্থিক অভাব অনটনের, চিন্তা ভাবনার, অবসান ঘটবে। আইন সভায় জয় পরাজয়ের কথা ভেবো না। আমি সামলে নেব। তুমি বম্বে যাও।"

শ্রীমতী বাসন্তী দেবীও অনুরূপ উপদেশ দিলেন।

যতীন্দ্র মোহন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানালেন দেশবন্ধুকে, শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে। তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার জন্য। কিন্তু সংকল্পে অটল রইলেন। স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করলেন না।

বন্ধুরা বললেন,—"একবার চেষ্টা করে দেখ, পক্ষ কালের জন্য মামলা মুলতুবি রাখবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। বম্বে হাইকোর্ট স্বীকৃত হয় কিনা।"

বম্বে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের কাছে তার করা হল। মামলা মুলতুবি রাখবার অনুরোধ জানিয়ে।

জবাব এল,—মুলতুবির প্রস্তাবে কোর্ট এবং সরকার পক্ষ সম্মত নয়।

যতীন্দ্র মোহনের সহকারী, ব্যারিষ্টার নিখিল সেন ও অষ্টিন ম্যানুয়েল তখন ময়রা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসে। তাঁরা বিমর্ষ। যতীন্দ্র মোহনের নির্দ্দেশ অনুসারে মামলার ব্রিফ্ ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হল তাঁদের। অগ্রিম দেওয়া ফিজ-এর টাকাও ফেরৎ গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আইন সভার অধিবেশন বসল।

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করে যতীন্দ্র মোহন এক অনবদ্য ভাষণ দিলেন। অকাট্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন। জ্বালাময়ী ভাষায় সরকারী জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। প্রবীন Executive Councillor (মন্ত্রী) স্যার হিউ ষ্টিফেন্‌সন্ (I.C.S)।* যতীন্দ্র মোহনের তর্কের যথাযথ জবাব দিতে সক্ষম হলেন না। কেন রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবেনা, তা'র আইনসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন করতে পারলেন না।

*পরে বর্মার গভর্ণর।

ভোট গণনার সময় দেখা গেল, দেশবন্ধুর কৌশল-জালে প্রতিপক্ষের সদস্য জনকয়েক ধরা পড়েছেন। এমনকি, স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্রও। প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁরা ভোট প্রদান করেছেন। তাঁদের সহযোগিতায় স্বরাজ্যদল তখন সংখ্যাগরিষ্ট। এক ভোটের আধিক্যে স্বরাজ্যদলের প্রস্তাব, আইন সভায় গৃহীত হ'ল। সরকারের পরাজয় ঘটল।

যতীন্দ্র মোহন আনন্দিত, স্বীয় সংকল্প যুক্তিযুক্ত হয়েছে দেখে। দেশবন্ধু অভিনন্দন জানালেন। শিষ্য ধন্য হলেন।

অঘটন ও ঘটে।

সভাশেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন যতীন্দ্র মোহন। সন্ধ্যায়। অতি প্রসন্ন মনে। চোখে মুখে পরম তৃপ্তির ভাব। সঙ্গে শ্রীমতী নেলী। আনন্দে, বিস্ময়ে শ্রীমতী নেলী বললেন,—"Good God, you took the right decision. Or, what would happen to the party? We won by a majority of only one vote." এমন সময় ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম শ্রীমতী নেলীর হাতে দিল। টেলিগ্রামে প্রেরিত সংবাদ নেলী যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যতীন্দ্র মোহনকে টেলিগ্রাম খানি দিলেন।

বম্বে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার ;জানিয়েছেন,—"বিচারক অসুস্থ। বাওলা-হত্যা মামলার শুনানী সুরু হবে পক্ষকাল পরে।

সংগে সংগে মক্কেলের টেলিগ্রামও এসে হাজির। যতীন্দ্র মোহনকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন,—ব্রিফ পুনরায় গ্রহণ করতে।

শ্রীমতী নেলীকে সংগে করে' যতীন্দ্র মোহন তখনি দেশবন্ধুর গৃহে উপস্থিত হলেন। বলা বাহুল্য, সংবাদ শুনে দেশবন্ধু অতিশয় আনন্দিত হলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—"যতীন, তুমি আদর্শ দেশ সেবক। সত্যিকারের ত্যাগী। ভগবানের করুণা তোমার উপর বর্ষিত হয়েছে।"

শ্রীমতী নেলীকে বললেন দেশবন্ধু,—"নেলী, তুমি আদর্শ পত্নী"।

যতীন্দ্র মোহন ভাগ্যবান পুরুষ। যতীন্দ্র মোহনের জীবনের এক শুভ মুহুর্ত্তে কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেছিলেন, ইংরেজ-দুহিতা নেলী গ্রে। পুণ্যবতী, দৃঢ়হৃদয়া আদর্শপত্নী। স্বামীর স্বদেশকে নিজের দেশরূপে, স্বামীর স্বার্থকে নিজের স্বার্থরূপে একান্ত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। যতীন্দ্র মোহনের সর্ব্বকাজে যদি, ত্যাগে পবিত্র, সংকল্পে অটল, এই মহিয়সী

নারী সহযোগিতা না করতেন, তা'হলে হয়তো দেশপ্রিয়কে আমরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেতাম না।

বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত লিখেছেন—"... Few saw Nellie on the public platform in those early days. But those who had the eye, would see the soul behind the indomitable courage, the captivating smile of the Deshapriya ..."

১০

সহসা বাঙ্গলার ভাগ্য গগণে বিরাট দুর্যোগ এল।

সংগ্রাম-ক্লান্ত দেশবন্ধু শেষ শয্যায় শয়ন করলেন।

সকলের মুখে একই প্রশ্ন,—"দেশবন্ধুর পরে কে?"

মহাত্মা গান্ধী শোকার্ত্ত বাঙ্গলার শিয়রে বসে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস, মহাত্মার নির্দ্দেশ চাইল। যোগ্য ব্যক্তিকে দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত করবার বিষয়ে।

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমত জানতে চাইলেন মহাত্মাজী।

উভয়েই বললেন,—"যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত।"

মহাত্মাজী নিজেও অনুরূপ মত পোষণ করছিলেন পূর্ব্ব থেকে। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও মৌলানা আজাদের অভিমত জানবার পর, মহাত্মাজী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। ঘোষণা করলেন,—"যতীন্দ্র মোহনই দেশবন্ধুর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।"

মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ বাঙ্গলা শিরোধার্য্য করল।

যতীন্দ্র মোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কলকাতা করপোরেশানের মেয়র এবং বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের দলপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

দেশবন্ধুর 'ত্রিমুকুট' (Triple Crown) যতীন্দ্র মোহনের শির শোভিত

ধন ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে' যতীন্দ্র মোহনকে এই নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল।

এ দায়িত্ব, ত্যাগের।

নেতৃত্বের পথ, কন্টকের পথ। পথে চলতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তির সঙ্গে যতীন্দ্র মোহনকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই সংগ্রামে তাঁর নিত্য সহচরী ও সহকারী ছিলেন, সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী নেলী।

প্রসিদ্ধ পারসিক উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে আসে,—"Behind every great man, you will find a great lady."

যতীন্দ্র মোহন কলকাতার মেয়র।

প্রসঙ্গতঃ, তখন সারা ভারতবর্ষে, 'মিউনিসিপ্যাল করপোরেশান' ছিল মাত্র একটি। কলকাতা করপোরেশান। সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের অবদান,—কলকাতা করপোরেশান। মন্ত্রী থাকা কালে, '১৯২৩ ক্যালকাটা মিউনিসিপাল এ্যাক্ট' প্রবর্ত্তন করে', কলকাতা করপোরেশানকে তিনি পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়েছিলেন। তখনই 'মেয়র' পদের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম, কলকাতায়। এবং 'মেয়র' বলতে, একটি অতি সম্মানিত পদ বুঝাত। মেয়র পদের আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল।

যতীন্দ্র মোহন পাঁচবার কলকাতা করপোরেশানের মেয়র নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এই 'রেকর্ড' অতিক্রম করা অদ্যাবধি কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শেষেরবার তিনি কারাগারে বন্দী। তবু নির্ব্বাচিত হলেন মেয়র পদে।

মেয়র যতীন্দ্র মোহন বম্বে, মাদ্রাজ, আহেমেদাবাদ, করাচী, লাহোর সফরে যখনই গেছেন, সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়েছেন। 'Address of welcome' প্রদান করা হয়েছে তাঁকে।

দেশের এবং বিদেশের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি মহানগরী কলকাতায় এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের অভ্যর্থনা করবার দায়িত্ব বহন করতে হ'ত কলকাতার 'নাগরিক প্রধান'-কে (First Citizen)। মেয়র যতীন্দ্র মোহনকে।

সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা ঘরোয়া মিলনক্ষেত্রে তাঁদের পরিচর্য্যা করবার ভার থাকত স্বভাবতই, First Lady Of The City, মেয়র-পত্নী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর ওপর।

শ্রীমতী নেলীর এ এক নূতন দায়িত্ব।

যতীন্দ্র মোহনের ৪/১ ময়রা ষ্ট্রীট এবং ১০/৪ এলগিন রোডের গৃহে (অধুনা লালা লাজপতরায় রোড), এসেছেন,—পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সরোজিনী নায়ডু, পদ্মজা নায়ডু, সি-আর-রেড্ডি, সত্যমূর্ত্তি, বিখ্যাত ফরাসী টেনিস খেলওয়ার,—লনদ্রে, ব্রুনো, কোশে, ও জাপানের ওকেমাটো, ব্রিটিশ পারলামেণ্টের কমুউনিষ্ট সদস্য সকলত ভালা, ব্রিটিশ শ্রমিক দলনেতা মেজর এটলি (পরে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী), তাঁর সহযোগী জনষ্টন, থিও-এইচ থর্ন, জার্ম্মান সাংবাদিক দল, এবং ন্যারিমেন, এম-আর-জয়াকার, কে-এম মুন্সী, রাঘবেন্দ্র রাও, অভয়াঙ্কর, আসফ আলি, ডাঃ আনসারি, প্রমুখ সেদিনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন রাজানৈতিক দলের, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন রুচির, খ্যাতনামা ব্যক্তিবৃন্দ শ্রীমতী নেলীর আতিথেয়তায় সন্তোষ প্রকাশ করতেন।

যেদিন ইংরেজ-দুহিতা নেলী গ্রে, ভারতীয় যুবক যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর মর্ম্মসঙ্গিনী হয়েছিলেন, তিনি কি ক্ষণেকের জন্যও সেদিন ভেবেছিলেন যে, তাঁর জন্মগত সংস্কার, আশৈশব ইউরোপীয় অভ্যাস, প্রকৃতি, সব বিসর্জ্জন দিয়ে, সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামের জীবন পালন করতে হবে তাঁকে? ১৯২৬-১৯৩৩-এ নূতন করে' তাঁর জীবনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল, তার কল্পনাও কি তিনি সেদিন করতে পেরেছিলেন?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আমন্ত্রণে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল কলকাতায় ১৯১৯-তে। তারপর কয়েক বছর গত হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় হয় নি। ১৯২৭-এর মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশন শেষে, বাংলার তরফ থেকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করলেন, ১৯২৮-এর বার্ষিক অধিবেশন হবে কলকাতায়।

যতীন্দ্র মোহন কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

যথা সময়ে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যতীন্দ্র মোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন।

যতীন্দ্র মোহনের প্রস্তাব অনুসারে, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় নির্ব্বাচিত হলেন অভ্যর্থনা সমিতির জেনেরেল সেক্রেটারী।

উল্লেখযোগ্য, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনই ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত করলেন। পূর্বে বিধান চন্দ্র, স্বনামধন্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী পরিচালিত 'ইনডিপেনডেন্ট পার্টি'র বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

আইন সভার নির্ব্বাচনে ইনডিপেনডেন্ট পার্টির প্রার্থীরূপে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ তখন নরম পন্থী নেতা।

উক্ত নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকবার জন্য সুরেন্দ্র নাথকে সানুনয় অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সুরেন্দ্র নাথ স্বীকৃত হলেন না।

সুরেন্দ্র নাথ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম স্রষ্টা। কোন কংগ্রেস-প্রার্থী, নির্ব্বাচনে সুরেন্দ্র নাথের প্রতিদ্বন্দ্বী হোক, চিত্তরঞ্জনের তা' অভিপ্রেত ছিল না, সহজেই অনুমেয়। তাই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে ইনডিপেনডেন্ট পার্টির সম্পাদক, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মনোনয়ন দেশবন্ধু সমর্থন করলেন।

দেশবন্ধুর প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা অসাধারণ। সংগঠন চাতুর্য্য বিস্ময়কর। দেশবন্ধুর অতুল প্রভাবে, রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, সুরেন্দ্র নাথকে পরাজিত করলেন। নির্ব্বাচনের পরেও বিধান চন্দ্র ইনডিপেনডেন্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন।

উক্ত নির্ব্বাচনে বিধান চন্দ্রের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য, দেশবন্ধুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য, তুলসী চন্দ্র গোস্বামী ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রতিটি ভোটদাতার কাছে গিয়েছিলেন দিনের পর দিন। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।*

প্রসঙ্গতঃ, নলিনী রঞ্জন সরকারও ইনডিপেনডেন্ট পার্টির প্রার্থীরূপে প্রথমবার আইন সভার নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ময়মনসিং থেকে।

১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে এক

---

*"...Dr. B. C. Roy defeated Sir Surendra Nath Banerjee in an election contest and was returned to the Bengal Council. The election campaign was mainly the work of Tulsi Goswami. ......"—Prof. Satyendra Nath Bose in 'Footprints of Liberty'.

প্রদর্শনীর (Exhibition) আয়োজন হয়। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে নলিনী রঞ্জন তখন সুপরিচিত। যতীন্দ্র মোহন মনোনীত করলেন নলিনী রঞ্জনকে, প্রদর্শনী কমিটির সেক্রেটারী রূপে। এইভাবে যতীন্দ্র মোহন নলিনী রঞ্জন সরকারকেও কংগ্রেসের আওতায় আনলেন।

নলিনী রঞ্জনের চেষ্টায় বিদেশ থেকে বহু শিল্পসম্ভার কংগ্রেস একজিবিশানে আনীত হয়েছিল। আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর প্রদর্শিত হয়েছিল। কংগ্রেসের ইতিহাসে, ১৯২৮-এর একজিবিশান, কংগ্রেস-পরিচালিত প্রথম একজিবিশান। এবং একটি সার্থক একজিবিশান।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হিসেবে, বিধান চন্দ্র সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন বিভিন্ন বিভাগের বিবিধ কাজের ওপর। তাঁর কুশল তত্বাবধানে সুষ্ঠুভাবে সব কাজ সম্পন্ন হ'ত।

অভ্যর্থনা সমিতির বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক পদে বৃত হয়েছিলেন, সদ্যকারামুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু।

পূর্ণচন্দ্র দাস, হেমন্ত কুমার বসু, অমর বসু প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবী বীর অনেকে উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিশিষ্ট অফিসার মনোনীত হয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্রের আশ্চর্য সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, উক্ত বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সফল পরিচালনায়। সম্পূর্ণ সামরিক রীতিনীতি অনুসারে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে নিখুঁত। অপূর্ব্ব। G.O.C., সুভাষ চন্দ্র (General Officer Commanding)। তাঁর কৃতিত্ব ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল সকলের।

দৈনিক সংবাদপত্র, আনন্দ বাজার পত্রিকা, তখন কংগ্রেস থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ছিল। কংগ্রেসের সব নেতাদের সব কার্যকলাপ আনন্দবাজার পত্রিকার সমর্থন লাভ করত না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিরূপ সমালোচনা আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হত কখন কখন। যতীন্দ্র মোহন উপলব্ধি করলেন, আনন্দবাজার পত্রিকার মত শক্তিশালী, বহুলপ্রচারিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সাহায্য ও সমর্থন তাঁর প্রয়োজন, কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতার জন্য। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার ও সুরেশ চন্দ্র মজুমদার এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ মাখন লাল সেন ও সম্পাদক সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন তাঁদের, কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হতে। কংগ্রেস অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার প্রয়াসে তাঁকে সহায়তা করতে।

যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমন রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রেও, যতীন্দ্র মোহন ছিলেন একজন অতি ভদ্র, উদার, নিরহঙ্কার ব্যক্তি। সর্ব্বকাজে তাঁর সততা, আন্তরিকতা, সর্ব্বজন বিদিত। তিনি সর্ব্বজন আদৃত। যতীন্দ্র মোহনের অনুরোধ আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করলেন না। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি জানালেন তাঁরা যতীন্দ্র মোহনকে। একথা অনস্বীকার্য্য, ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের ও কংগ্রেস একজিবিশানের অভূতপূর্ব্ব সাফল্যে আনন্দবাজার পত্রিকার অবদান ছিল অসামান্য।

উক্ত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু।

১৯২৮-এর পর, ১৯৩৩-এ, কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল, কলকাতায়। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর সভানেত্রীত্বে।

দীর্ঘ ৩৮ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন হ'ল কলকাতায়, ১৯৭২-এ। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র, মন্ত্রী জয়নাল আবেদিন, যুবনেতা প্রিয়দাস মুন্সী, সুব্রত মুখার্জি ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো জনকয়েক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার ঐকান্তিক চেষ্টায়, অধিবেশন আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছিল।

ভারত সরকারের অতিথি রূপে শ্রীমতী নেলী কলকাতায় অবস্থান করছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা। মন কিন্তু শিশুর মত চঞ্চল। কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি কি উপস্থিত থাকবেন না?—এই ভাবনা মনে।

অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি, ডক্টর শংকর দয়াল শর্ম্মা কলকাতা বিমান বন্দরে অবতরণ করেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন,—কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন। অধিবেশনে যোগদান করবার আমন্ত্রণ তিনি স্বয়ং জানাবেন শ্রীমতী নেলীকে। সিদ্ধার্থ শংকর রায়, শ্রীমতী মায়া রায় ও অরুণ মৈত্রকে সঙ্গে করে' বিমান বন্দর থেকে সোজা শ্রীমতী নেলীর কীড্ ষ্ট্রীটের বাসভবনে এলেন শংকর দয়াল। আমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীমতী নেলী বিশেষ প্রীত হলেন। সাগ্রহে গ্রহণ করলেন আমন্ত্রণ। অশেষ ধন্যবাদ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি শংকর দয়ালকে।

জরাজীর্ণ দেহ শ্রীমতী নেলীর। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কংগ্রেস প্যাণ্ডেলদ্বারে দাঁড়িয়ে। শ্রীমতী নেলীর আগমন প্রতীক্ষায়। হাত ধরে, অতি সন্তর্পণে শ্রীমতী গান্ধী নিয়ে এলেন শ্রীমতী নেলীকে প্যাণ্ডেলের মধ্যে। নির্দ্দিষ্ট আসনে শ্রীমতী নেলী উপবেশন করলেন। সমবেত ডেলিগেড ও জনসাধারণ বিপুল হর্ষধ্বনিতে সম্বর্দ্ধিত করলেন শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীমতী নেলীকে। শ্রীমতী নেলী যতক্ষণ কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী নিজের অসাধারণ কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও শ্রীমতী নেলীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। —কোনরূপ শারীরিক গ্লানি কিংবা অস্বস্তি যেন বোধ না করেন শ্রীমতী নেলী। সাময়িক-ভাবে নিজের আসন করে' নিয়েছিলেন শ্রীমতী নেলীর আসনের অতি সন্নিকটে। শ্রীমতী গান্ধীর আদর, যত্ন ও উদার ব্যবহারে শ্রীমতী নেলী অভিভূত হতেন। সশ্রদ্ধ স্নেহে তিনি শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন,—তাঁকে "My dear wonderful woman" বলে' সম্বোধন করে।

১১

১৯৩০। অক্টোবর-নভেম্বর।

জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অস্থায়ী সভাপতি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন। নিত্য তাঁর আমন্ত্রণ দেশের দিকে দিকে। স্বাধীনতা লাভের দুর্জ্জয় সংকল্প গ্রহণে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসে দেশের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করছেন। জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। পাটনা, গয়া, বেনারস, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, দিল্লী সফর শেষ করে, এসেছেন পাঞ্জাবে। অমৃতসর সহরে। এবার যাবেন বম্বে, মাদ্রাজ অভিমুখে। সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী নেলী।

১৯৩০-এর ২৫ অক্টোবর। সহস্র শহীদের রক্তে রঞ্জিত জালিয়ানওয়ালা বাগে মহতী জনসভায় দেশপ্রিয় ভাষণ দিচ্ছেন। অকস্মাৎ সভাস্থলে পুলিশের আবির্ভাব। অধিনায়কের হস্তে গ্রেফতারি পরওয়ানা। যতীন্দ্র মোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ,—দিল্লীর জনসভায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজদ্রোহ প্রচার করেছেন।

জালিয়ানওয়ালা বাগে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। সভাস্থলে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেপ্তার করা হল।

অমৃতসর থেকে পুলিশ পাহাড়ায় তিনি এলেন দিল্লীতে। দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট T. B. Pool যতীন্দ্র মোহনের বিচার করলেন। দু'বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলেন।

দেশপ্রিয়কে দিল্লী সেন্ট্রেল জেলে আবদ্ধ করা হল।

মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীমতী কমলা নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও কারাগারে। দেশের সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র কর্ম্মীদের বন্দী করা হয়েছে। বস্তুতঃ, সমস্ত কংগ্রেসকেই সেই সময়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

শ্রীমতী নেলী তখন দিল্লীতে। বিশেষ বিচলিত তিনি।

নিরভিমান বিনয়ের সংগে শ্রীমতী নেলী ঘোষণা করলেন,—"দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করব, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টায়"।

আইন অমান্য করবার, রাজদ্রোহ প্রচারে ব্রতী হবার সংকল্প নিলেন শ্রীমতী নেলী।

৩০ অক্টোবর, ১৯৩০।

দিল্লীতে তখন ১৪৪ ধারা রয়েছে।

সরকারী হুকুম অবজ্ঞা করে' শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির সভানেত্রীত্বে এক জনসভার আয়োজন হয়েছে কুইনস্ পার্কে।

বক্তৃতা মঞ্চে শ্রীমতী নেলী দন্ডায়মান। সমবেত বিরাট জনতা জয়ধ্বনিতে, শ্লোগেনে শ্লোগেনে, মুখর।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন শ্রীমতী নেলী। ভাষণে বললেন,—"আমার বুক আনন্দে ভরে গেছে। এই পবিত্র পতাকা হাতে নিয়ে আমি গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করছি। এই পতাকা জাতির মহা সম্পদ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের প্রতীক। উম্মত্ত, উদ্ধত ব্রিটিশ সরকার চায়, এই পতাকার অবমাননা করতে। প্রতিজ্ঞা করুন, সংকল্প নিন,—সকল অত্যাচার

সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা শির উচ্চ রেখে লড়ব। আর এই পতাকা সগর্ব্বে উড্ডিন রাখব। অচিরে ব্রিটিশ সরকারের পতন ঘটাব"।

ব্রিটিশ বিতাড়ন যজ্ঞে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য, বিশেষ করে' ভারতীয় নারী সমাজকে, তিনি আহ্বান করলেন,—"কেবল মাত্র পুরুষদ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হবে না। ভারতের জনসংখ্যার অর্দ্ধেক নারী। পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, নারী সমাজের বিরাট শক্তি ভারতীয় জাতীয়তার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে হবে। নরনারী নির্ব্বিশেষে ভারতের সন্তান সন্ততিরা অবিরাম নিরলস ভাবে এগিয়ে চলবে, স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যের দিকে।"

শ্রীমতী নেলীর উদাত্ত আহ্বান, আকুল আবেদন, সভায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শ্রোতৃমন্ডলীর মরমে স্পর্শ করেছিল।

দিল্লীতে আইন অমান্য আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হ'ল।

বলাবাহুল্য, দিল্লীর সরকারী মহল ক্ষিপ্ত হ'ল। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও শ্রীমতী নেলীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। আইন অমান্যের অভিযোগে। দু'জনকেই দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট চার মাস কারাদন্ডে দন্ডিত করলেন। তাঁদের বন্দী জীবন যাপনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ল, দিল্লী সেন্ট্রেল জেল।

দিল্লী সেন্ট্রেল জেল সম্বন্ধে শ্রীমতী নেলী বলেছেন,—"এমন অপরিচ্ছন্ন জেল আমি কোথায়ও দেখি নি। অন্যান্য ব্যবস্থাও শোচনীয়। যা'র যা' খুশী, এখানে করা চলে। সারা রাত জেলরক্ষীদের হৈ হুল্লড়, 'হিন্দু পানি'—'মুসলমান পানি' বলে' অবিরাম চিৎকার—রাত্রে ঘুমান প্রায় অসম্ভব। বিরক্তিকর অব্যবস্থা ও বিশ্রী পরিবেশের প্রতি জেইলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে' সুফল হয় নি। আমরা, রাজনৈতিক বন্দীরা, নিজেরাই আমাদের থাকার ঘর ও সংলগ্ন স্থান পরিস্কার করে' নেব বলেছিলাম। আমাদের প্রস্তাব জেইলার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।।

"...'গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হল। বিভিন্ন জেল থেকে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হল। আমার স্বামী এবং আমারও মুক্তির নির্দ্দেশ এল। আমাদের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করতে বহু দিল্লীবাসী সমবেত হয়েছিল, জেল সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে। স্যার বি-এল-মিত্র তখন ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী (Law Member)। তিনি এসেছিলেন জেলের ভেতরে, আমাদের

সংগে সাক্ষাৎ করতে। আর এসেছিলেন, দিল্লীর লেজিসলেটিভ এসেম্বিলর সদস্য, তুলসী চন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন্দ্র নাথ মিত্র ও ধীরেন্দ্র লাহিড়ী চৌধুরী। বি-এল-মিত্র তাঁর বাড়ীতে আহারের জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।”

১২

এলাহাবাদে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর বাসভবন, আনন্দ ভবনে, ওয়ারকিং কমিটির অধিবেশন বসেছে।

পণ্ডিত মোতিলালকে সভাপতি করে' একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। Indian Constitution-এর খসড়া রচনা করবার অভিপ্রায়ে। উক্ত অধিবেশনে খসড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে একটি প্রস্তাব রয়েছে,— সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীর মাসিক বেতন হবে পাঁচশত টাকা। তার বেশী নয়। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ এরূপ।

সভায় পাশাপাশি বসেছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও যতীন্দ্র মোহন। প্রায় সভাতেই উভয়ে এমনিভাবে বসেন।

মৌলানা আজাদের সৌম্য সুন্দর মূর্তি। সে মূর্তিতে আভিজাত্য রূপায়িত। আকবর, শাজাহান, মোগল বাদশাহদের চেহারা যেরূপ কল্পনায় আসে, এযেন ঠিক তেমন। প্রথম দর্শনেই মনে শ্রদ্ধা জাগে। বিদ্যার সাগর। চতুর কূটনৈতিক। বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। ব্যক্তিগত জীবনে অতি সোজা সরল মানুষটি। পোষাক পরিচ্ছদে অতি সৌখীন। কথাবার্তা,— রসিকতায়, কৌতুকে, ভরপুর।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন সভা চলে, বিভিন্ন প্রস্তাব কেন্দ্র করে' সদস্যারা যখন কঠিন তর্ক যুক্তিতে মেতে গিয়ে সভার পরিবেশ উষ্ণ করে' তোলেন, তখন, কখন কখন মৌলানা আজাদ তাঁর ভাষণে হাসিরসের অবতারণা করেন।

পরিবেশ শীতল করেন।

সেদিনও সভার পরিবেশ উষ্ণ।

মৌলানা আজাদ যতীন্দ্র মোহনের কানে মুখ রেখে বললেন,—“কি গো যতীন সেনগুপ্ত, মন্ত্রী হবে? মাইনে তো পাঁচশত।”

"উপায় কি ?" হেসে বললেন, যতীন্দ্র মোহন।

মৌলানা বললেন,—"তা তো ঠিক। তবু একটু রগড় কর। দেখ, মহাত্মাজী রগড়ে যোগ দেন কিনা। সারাদিন অবিরাম কথা বলে' বলে' সদস্যরা তো ক্লান্ত। মহাত্মাজীও মুষড়ে পড়েছেন।"

মহাত্মা গান্ধীকে সম্বোধন করে', আক্ষেপের সুরে যতীন্দ্র মোহন বললেন,—"মহাত্মাজী, মন্ত্রী হওয়া বোধ হয় আমার কপালে নেই।"

মহাত্মা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

"মোটে পাঁচশত টাকায় সংসার চালাব কি করে ?"

যতীন্দ্র মোহনের উক্তিটি নিছক কৌতুক, মহাত্মাজী বুঝেছেন, বলা বাহুল্য।

উত্তরে বললেন,--"Oh yes, J.M. I appreciate your point. You have Nellie,—your wife, an English woman. We shall see that you get fifty rupees more, as a special case."

শ্রীমতী নেলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। দর্শক রূপে। মহাত্মাজীর wit-এর কাছে তিনি পরাজয় মানলেন না। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন,—"I thank you very much indeed, Mahatmaji, for your generous offer. I shall, however, ask my husband to donate the extra amount to Women's Welfare Fund."

মহাত্মাজী বললেন,—"হার স্বীকার করছি, বোন"। সভা হাসিতে কল্লোলিত।

মৌলানা আজাদের ইচ্ছা পূর্ণ হল। যতীন্দ্র মোহনকে তিনি ধন্যবাদ জানালেন। প্রশংসা করলেন শ্রীমতী নেলীকে।

১৩

১৯৩০। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সের অধিবেশন বসবে লণ্ডনে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের আলোচনা হবে, ভারতের স্বাধীনতা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে।

যতীন্দ্র মোহন অসুস্থ। বারবার বহুবার কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করে,' তাঁর শরীর ক্লিষ্ট। রক্তের চাপ জনিত পীড়ায় তিনি আক্রান্ত। তবু মনস্থির করলেন, লণ্ডন যাবেন।

শ্রীমতী নেলী ও কিশোর পুত্র শিশির, অনিলকে সংগে করে যতীন্দ্র মোহন লণ্ডন যাত্রা করলেন।

বহুকাল পর শ্রীমতী নেলী পিত্রালয়ে যাবার সুযোগ পেলেন।

পিতা পরলোক গমন করেছেন। শ্রীমতী নেলী তার-যোগে মাতাকে সংবাদ জানিয়েছেন,—তাঁরা লণ্ডন পেঁাছুচ্ছেন।

কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয়কে স্বাগত জানাবার অপেক্ষায় দিন গুনছেন শ্রীমতী নেলীর বৃদ্ধা মাতা, মিসেস গ্রে।

১৯ দিন জাহাজে কাটল। যথাসময়ে সপরিবারে যতীন্দ্র মোহন লণ্ডন পেঁাছুলেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা, তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহত্তম নগরী কলকাতার মেয়র যতীন্দ্র মোহনের লন্ডন সফরের সংবাদ স্থানীয় খবরের কাগজে মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিট্রিশ পার্লামেন্টের কমিউনিষ্ট সদস্য, সকলতভালার নেতৃত্বে বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ভারতীয় ও ব্রিটিশ, উপস্থিত হয়েছেন লণ্ডন ভিক্টোরিয়া ষ্টেশানে। আরেকজন বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হল, যতীন্দ্র মোহনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশানে। তিনি মরিস্ কলিস্। (Maurice Collis, I.C.S)—রেঙ্গুনের প্রাক্তন চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেট।

রাজদ্রোহের অভিযোগে যতীন্দ্র মোহনকে অভিযুক্ত করেছিল বর্ম্মা গভর্ণমেন্ট। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে। গ্রেপ্তার করে তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে বর্ম্মা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাকে ভারতবর্ষের বাইরে, ভিন্ন প্রদেশে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নি, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মুকাবিলা করতে। বর্ম্মার গভর্ণর স্যার চারলস্ ইনেসের নির্দ্দেশে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি করা হয়েছিল। অপরাধ,—"যতীন্দ্র মোহন রেঙ্গুনের এক জনসভায় Separation of Burma from India বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। গভর্ণরের এবং তাঁর সরকারের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বর্ম্মার জনসাধারণকে

প্ররোচিত করেছিলেন, তারা যেন ভারতবর্ষ থেকে বর্ম্মাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবে সক্রিয় আপত্তি জানায়।" রেঙ্গুনের বিশিষ্ট নাগরিক যাঁরা যতীন্দ্র মোহনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁর মতামত প্রকাশ করে' ভাষণ দেবার জন্য, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবদুল বারি চৌধুরী, বর্ম্মা কংগ্রেসের সভাপতি তায়াবজি, রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল-প্রধান, ক্যাপটেন রুসাল (Rushall), ব্যারিষ্টার হ্যারি সেন, বর্ম্মা আইন সভার দুই সদস্য, প-তুন (Paw-Tun) ও পিন্নাই এবং ব্যারিষ্টার নির্ম্মল চন্দ্র সেন।*

মরিস্ কলিসের আদালতে যতীন্দ্র মোহনের বিচার হয়েছিল। মরিস্ কলিস্ প্রণীত বিখ্যাত পুস্তক, "Trials In Burma"-তে, 'মেয়রস্ ট্রায়েল' (Mayor's Trial) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে মরিস্ কলিস্ বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এই মামলার। এই পুস্তকটির প্রচার, স্বাধীনতাপূর্ব্ব-ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার।

মরিস্ কলিস্ লিখেছেন ঃ

"...Sir Charles Innes was irritated. Why, on top of all his other worries, must he put up with touring agitators from India ? Without reflecting sufficiently that on a broad view and in their context the speeches (delivered by Mr. Sen-Gupta) could hardly be called 'incidental to a movement directed to the subversion of law and the authority of the Government,' and still less were an attempt to incite to violence he told the council (Governor-in-Council) that Sen-Gupta should be put before a Magistrate and 'given the law' ...Sen-Gupta was probably among the five best known men in India at the time. Educated at Cambridge, and called to the Bar, he had made a lucrative practice for himself in Calcutta. After the war, he had gone into politics and on the death of the great nationalist C. R. Das, had become the leader of the Congress Party in his province. His followers called him "Lion of Bengal", His wife was an English woman. This was the celebrity whom Sir Charles had decided to arrest and whom I should have to try... I argued to myself on that 22nd of March, the thermometer standing in the region of ninety, and signed the Charge Sheet containing the two extracts (of Mr. Sen-Gupta's speech).

* কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের পুত্র।

As Sen-Gupta would not plead to the charges, I should have to pass sentence immediately afterwards. What was the right sentence ? The right sentence appeared to me the sentence which is passed for technical offence. A small fine would have been applicable, but Sen-Gupta would not pay a fine. It was, therefore, more sensible to sentence him to a short term of imprisonment without labour ....I fixed it at 10 days and wrote out my judgement at length. It was approaching midnight when this was done. As I affixed my signature, a great relief came over me. I was rid of all doubt now, certain that I had interpreted the law correctly. So closely had my mind been occupied with this task that I had forgotten the Government and how my judgement would read from an executive point of view. In this happy state, I put away the papers, switched off the light and went upstairs.

"....I do not know what the Government thought when they read the judgement, but they must have been advised that an application to the High Court to enhance the sentence was unlikely to succeed. ....Nor do I know whether Sir Charles was annoyed or not. He had every reason to be annoyed, but he never showed it....to India and to the world at this trying moment when, as I shall point out, the Press of a whole continent was abusing him....

During the ensuing days the Indian Press got to work. The 'Leader' of Allahabad said that the Government of Burma had 'erred egregiously'. The Amrita Bazar Patrika of Calcutta said : ....'if the Burma Government wanted to earn universal ridicule, it has succeeded.' It also remarked...'Mr. Sen-Gupta went to Rangoon prepared for the worst.'..."

A number of Indians of moderate politics were asked to express their views. Pandit Kunzru (a member of Indian Legislative Assembly, New Delhi), a Liberal, said, the Government 'could not have chosen better way of bringing law into contempt...' And Raja Gazanfar Ali (A member of the Indian Legislative Assembly from Punjab) declared : 'Looking at the

evidence produced before the Court and the way Mr. Sen-Gupta was arrested and taken to Burma, one considers the whole affair was a huge joke. It is hardly necessary to say that the Burma Government's reputation has not improved by this farce'. Even the great Mr. Gandhi himself found time, in the midst of his preparations for the march to the sea coast, to turn the episode to good account in an article in "Young India". He said that had I been living in an environment of freedom, I would have discharged Sen-Gupta and reprimanded the Government for bringing a frivolous complaint. He also declared : 'If disaffection is a crime, and Section 124A has any reality about it, I, who made of sedition a religion, should have been tried and heavily punished long ago. But the Government is afraid in the face of world opinion ; the policy of non-violent revolution is right ; victory in the near future is certain.' The formidable old Pandit Malaviya said in the Legislative Assembly in Delhi : 'It is the duty of every Indian that he should bring into hatred and preach hatred against the existing form of Government."

দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষাংশে মরিস্ কলিস্ লিখেছেন ;

On the fourth day of Sen-Gupta's imprisonment, I went to the jail, of which I was an official visitor. My intention was to make my usual monthly inspection and at the same time to see how Sen-Gupta was lodged. ....'Mr. Sen-Gupta', respectfully called the Chief Jailor, an old Mohammedan, 'the District Magistrate would like to speak to you.'

The curtain was drawn aside and Sen-Gupta came out with Lamb's Essays in his hand. We sat down on the corridor on two deck-chairs and the Chief Jailor arranged a portable fan so that it played directly over us.

'I see they have made you as comfortable as possible', I said, 'but what about the food ?'

One must begin a conversation some how.

'The Chief Jailor has been attentive', replied Sen-Gupta.



দিল্লী সেন্ট্রেল জেলে বন্দী দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলী ঃ
সাক্ষাৎ করতে গেছেন দ্বিজেন্দ্র মোহন কুণ্ডু, শিশির সেনগুপ্ত, দিল্লীর
বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীকোলহি ও প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ
ফটো ঃ সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত

শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডুর সঙ্গে ভ্রমণরতা শ্রীমতী নেলী



বম্বের ভিক্টোরিয়া-টারমিনাস্ ষ্টেশানে দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলীর সম্বর্ধনা



কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডুর সম্বর্দ্ধনা ঃ
শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত, সুভাষ চন্দ্র বসু, শরৎ চন্দ্র বসু,
যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সম্মুখের সারিতে

EXTRAORDINARY ISSUE PRICE ONE PICE.

ADVANCE

Vol. IV No. 97 CALCUTTA—MONDAY, APRIL 24, 1933.

CORPORATION ELECT 4 ALDERMEN OF CONGRESS PARTY



Mrs. Sen-Gupta

Sja. Nellie Sen-Gupta,
Sj. J. C. Gupta,
Sj. S. K. Bhattar &
K. Noorooddin

UNITED CONGRESS FRONT

The Corporation of Calcutta, at its meeting this evening elected the following four Aldermen, all nominees of the Congress.

SJA NELLIE SEN-GUPTA
SJ. J. C. GUPTA
SJ. SHEW KISSEN BHATTAR
KHWAJA NOOROODDIN

This was the happy result of the unity of the two Congress groups in the Corporation The settlement was arrived at on Sunday evening

The unity meeting of the two Congress groups was held at the residence of Sir Hari Sankar Paul, at Sovabazar Street, at which a panel of ten candidates was constituted, from which the five, four of whom were elected later were

The Voting

SJA. NELLIE SEN-GUPTA AT THE TOP

The Following was the voting:—

SJTA. NELLIE SEN-GUPTA	50
SJ. J. C. GUPTA	47
SJ. SHEW KISSEN BHATTAR	46
KHWAZA NOOROODDIN	43
HON. B. K. BASU	[illegible]

finally adopted Sj Gurindra Nath Banerjee one of the Congress nominees, was defeated, and Hon Mr B K Basu, an ex Mayor, was elected

According to the proposal of Mr B N Sasmal, Sj Santosh Kumar Basu was elected to preside over the meeting

It was agreed that both the Boards would elect three members each to form a Working Committee under the presidency of Maulana Abul Kalam Azad, the members being selected from amongst those who were not Councillors or were not candidates for election as Aldermen

The Working Committee sat this (Monday) morning at 10 a m and finally selected the aforesaid five members as Congress candidates for Aldermanship

The following constitute the Working Committee —

President —Maulana Abul Kalam Azad

Members from the Congress Corporation Election Board —

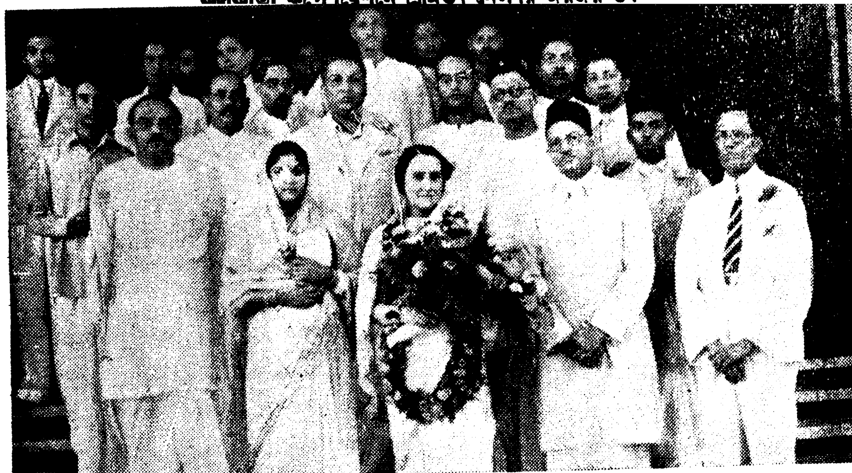
(1) Sj Suresh Chandra Mazumdar
(2) Sj Jitendranath Mitra
(3) Sj Bankim Mookerjee

Members from the Congress Municipal Election Board —

(1) Dr B C Roy
(2) Sj Tulsi Charan Goswami
(3) Sj Kiranshankar Roy

The majority of Moslem Councillors have joined the united Congress party.

কলকাতা কর্পোরেশনে শ্রীমতী নেলীর জয়জয়ন্তী



অলডারম্যান শ্রীমতী নেলীঃ বিশিষ্ট চিত্র শিল্প-ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক দ্বারা অভিনন্দিত। ছবিতেঃ শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্ত, বেঙ্গল ফিলমস্ জার্নেলিষ্টস এসোসিয়েশানের সম্পাদক, এস-এম-বাগড়ে, ছোটুভাই দেশাই, বিশিষ্ট চিত্র-সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ,

Dear Sister,

what is this
we here hear
about your
husband's illness.
Please send me
a correct report
send him kind
regards from us
all. You know I have
Sardar Mahadev
Desai for companions

Yours sis...
M K Gandhi

5/8/32
Y. C. P

মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেলে বন্দী। যতীন্দ্র মোহনের অসুস্থতার সংবাদ জেনে, উদ্বিগ্ন। শ্রীমতী নেলীর নিকট লিখিত গান্ধীজীর পত্র

INDIA

POST  CARD



WRITING SPACE

ADDRESS ONLY

Rdes

Mrs J. M. Sen
Gupta
C/o Advance
Calcutta

....'What do you think of the place' ? I asked the prisoner. The conversation halted a bit.

'For me quite restful for a week or so, but may I draw your attention to the man opposite ?'

I looked across and saw a Eurasian youth called Pollard, who had stolen, I remembered, fifty thousand cigarettes and whom I had sent to prison for nine months with hard labour. His hands were bleeding, stripping the coconuts had torn them, as he was only accustomed to office work. I expostulated with the Chief Jailer. 'If Mr. Sen-Gupta—that is to say, if Your Honour wishes—we can put him on to lighter work' he hastened to reply.

The coversation languished again. At last Sen-Gupta, breaking through the restraint, said : 'I am to be released on Sunday night, I believe, and hope to leave Rangoon at dawn on Tuesday by the Mail. May I come and say good bye to you at your house on Monday evening ?'

'Why, yes, ofcourse !'

'About nine O'clock ? I want to thank you—' On Sunday afternoon Sen-Gupta was released by order of the Government, though he had served only eight-days of his sentence. He went to stay, I believe, with Mr. Sen, the lawyer (Mr. Harry Sen) whose brother was a Judge of the High Court of Rangoon (Mr. S. N. Sen). On Monday afternoon he addressed a meeting again in Fytche Square and repeated the arguments of his former speeches....In the course of his remarks he alluded to the way his case had been tried and said that persons like myself were a serious danger to the Congress movement....

That evening after dinner I heard a car drive up to my door and knew he had come. He left his shawl outside, and enormous, in brimming spirits, entered the drawing-room.

'What will you have to drink ?' I asked, as he sat down on the sofa. It was a stifling night.

'When you saw me first,' he laughed, 'you offered me a cup

of tea. I refused it, though you see I remember. May I have a glass of barley-water ?'

It was brought, and he said ; 'This afternoon I was abusing you in Fytche square.'

'What did you say ?'

'I said that judgements like yours are no good to us.

This hurt me a trifle.

Sen-Gupta said....'in six days Gandhi begins his non-violent civil disobedience. We are all to break the salt laws. Thousands of us will go to prison...'

'Will you have to go to prison again ?'

'I shall be scarcely home before I am arrested once more.'

For a moment a sense of futility overcame me.

...He got up from the sofa and stood looking vaguely at the room. 'I start for Bengal at dawn. No sooner there, I am caught up in the struggle. I may not see you again.'

'You have been very generous,' I said, 'and this is an unusual occasion. To mark it, will you take a small token from me ?'

'I do not require a token to remember it.'

'But yet I will force you to take something from me....'

He laughed very loud....

'What do you want to give me ?'

I took up from my collection a small lion of white jade, a lion whose tail became a lotus blossom—a symbolic carving—and gave it to him. He placed it in a pocket over his heart. "But it is time to close," he quoted lightly, "night's wheels are rattling fast over me—it is proper to have done with this solemn mockery." I must go—good bye—in happier times perhaps—'

He went for his shawl. The car was in the porch and he

climbed in. 'Good bye' he called again from the back seat and signed to the driver.

As he said, within a few weeks of landing at Calcutta he was in prison again, with Gandhi and all the other leaders and with more than fifty thousand of the rank and file.

Nineteen months later, on the 10th of November, 1931, when I was on leave in England, I had occasion to meet some friends at Victoria Station. At five O'clock a boat train came in. As the passengers went to the Customs I saw a familiar figure in the Murk.

'Sen-Gupta !'

He turned round. We shook hands. He had come in connection with the Round Table Conference. We exchanged a few words.

I never saw him again. After the conference he was arrested as he landed at Bombay, in the last drive against the Congress. Worn out, his health shattered, he died not long afterwards."

মরিস্ কলিসের কাছ থেকে বিদায় নিলেন যতীন্দ্র মোহন। বন্ধুরা যাঁরা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশানে এসেছিলেন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে, তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। যাত্রা করলেন নেলীর পিত্রালয় অভিমুখে।

কন্যাকে কাছে পেয়ে মিসেস গ্রের সে কি আনন্দ! সে কি উল্লাস! বিগত দিনের তরুণী নেলী, আজ পরিণত বয়সের মহিলা।

বিলেতের সংবাদপত্রে "Cambridge Girl Now Mayoress of Calcutta"- বলে', শ্রীমতী নেলী সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। মিসেস গ্রে গর্ব্ব বোধ করেছিলেন।

প্রথম দর্শনেই মা কন্যাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন আদরে, আবেগে। নেলী বললেন,—"দেখ মা, আমি কত সুখী। তুমি অহেতুক আশংকা করেছিলে, আমি ভাল থাকব না, তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে।"

নেলীর এবং যতীন্দ্র মোহনের আগমন উপলক্ষ করে মিসেস গ্রে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ জানালেন ভোজ সভায়। প্রখ্যাত ভারতীয় নেতা,—

জামাতা, এবং কন্যা ও দৌহিত্রদ্বয়কে সকলের সম্ম‌ুখে উপস্থিত করলেন সগর্বে।

লন্ডন যাবার আগ্রহ ছিল শ্রীমতী নেলীর আরো একটি বিশেষ প্রয়োজনে। তাঁর এবং যতীন্দ্র মোহনের বাসনা ছিল, নীরেন্দ্র মোহনের একমাত্র সন্তান, কন্যা আইলীনকে তাঁরা ভারতবর্ষে নিয়ে আসবেন। রাখবেন তাকে তাঁদের স্নেহাশ্রয়ে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে আইলীনের মাতার গ‌ৃহে উপস্থিত হলেন। সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই, পিত‌ৃহারা কিশোরী, ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যেষ্ঠতাত যতীন্দ্র মোহনের ব‌ুকে। আইলীনের ম‌ুখাবয়ব, প্রক‌ৃতি, সবই ভ্রাতা নীরেন্দ্র মোহনের অন‌ুর‌ূপ। শ্রীমতী নেলী আইলীনের মাতাকে অন‌ুরোধ জানালেন,—"আপনি অন‌ুমতি কর‌ুন, আইলীনকে আমরা আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আইলীন আমাদের কাছে স‌ুখে থাকবে। আমার কন্যা নেই। কন্যার‌ূপে তাকে আমি সযত্নে লালন পালন করব।"

আইলীনের জননী অশ্র‌ুসজলনেত্রে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

যতীন্দ্র মোহন ও শ্রীমতী নেলী আইলীনের ন‌ূতন নামকরণ করলেন,—কুমারী ইলা।

শ্রীমতী নেলীর আগ্রহ ও চেষ্টায় র‌ূপসী ইলার পরিণয় হয়েছিল, স্বনামধন্য শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্র নাথ ম‌ুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, স‌ুদর্শন, স‌ুশিক্ষিত তর‌ুণ, নস‌ু ব্যানার্জির সঙ্গে। কয়েকবছর অতি স‌ুন্দর দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হবার পর, এই মিলনে অকস্মাৎ বিচ্ছেদ ঘটেছিল। স্বামী স্ত্রী, পরস্পরের বির‌ুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। শ্রীমতী সরোজিনী নায়ড‌ুর নির্দ্দেশে শ্রীমতী নেলী গেলেন বম্বে, ইলাকে তাঁর অভিভাবকত্বে রাখবার জন্য। বেশ কিছ‌ুকাল পরে, বম্বের বিখ্যাত শিল্পপতি স্যার ডিন‌্শ পিটিটের একমাত্র প‌ুত্র, মিন‌ু পিটিটের সঙ্গে ইলা পরিণয় স‌ূত্রে আবদ্ধ হলেন। শ্রীমতী নেলী বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন।

মিন‌ু পিটিট মধ্য বয়সে পরলোক গমন করেন। এই আত্মীয় বিয়োগে শ্রীমতী নেলী শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, বলা বাহ‌ুল্য। আইলীন (ইলা) এখন ইউরোপে রয়েছেন। জেনিভায়। মাতৃস্নেহে লালিত আইলীন জ্যেঠিমাকে ভোলেন নি। জ্যেঠিমার সঙ্গে চিঠি পত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন সর্ব্বদা। প্রতিমাসে জ্যেঠিমার অতি প্রিয়, স‌ুইস (swiss) চকোলেট, পাঠাতেন।

জ্যোঠিমার অপারেশানের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁকে দেখতে।

১৪

যতীন্দ্র মোহনের লণ্ডন যাবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ হাউস অব্ কমন্সের সদস্যদের কাছে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালিমালিপ্ত ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি তুলে ধরবেন।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।

চট্টগ্রামের অত্যাচারী পুলিশ ইনস্পেকটার আসানউল্লার হত্যা উপলক্ষ করে' ইংরেজ পুলিশ অফিসার শুটার, বহু নিরীহ চট্টগ্রামবাসীর গৃহ, একের পর এক, আগুন জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করেছে, গ্রামে ও সহরে।

চট্টগ্রামের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবার জন্য স্থানীয় গুণ্ডাশ্রেনীর লোকদের প্ররোচিত করেছে, প্রচুর উৎকোচ দিয়ে। স্ত্রীলোক ও শিশুদের ওপর বর্ব্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছে।

আসানউল্লা হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত তরুণ বিপ্লবী হরিপদকে শৃংখলা-বন্ধ করে' গ্রামের হাটে-বাজারে ঘুরিয়ে নিগৃহীত করেছে। নির্ম্মম প্রহারে তার সমস্ত শরীর জর্জরিত করেছে।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিনাবিচারে বহুশত বিশিষ্ট বিপ্লবী যুবককে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে ও ভিন্নদেশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করে' রেখেছে।

হিজলী কারাগারে অবরুদ্ধ বিপ্লবী যুবনেতা সন্তোষ মিত্র ও তাঁর সহ-যোগীদের নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ করে', কাপুরুষের মত কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের উক্ত অকথ্য জুলুম ও নিপীড়নের কলঙ্কময় কাহিনী বর্ণনা করলেন যতীন্দ্র মোহন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের আহূত এক সভায় অনলবর্ষি ভাষায়। আলোকচিত্র সাহায্যে, চট্টগ্রামে সংঘটিত ইংরেজ

শাসকদের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনাবলীর জঘন্য রূপ তিনি উদঘাটিত করলেন, ইংরেজ শ্রোতাদের সমক্ষে। দৃঢ় কণ্ঠে যতীন্দ্র মোহন ঘোষণা করলেন,—"ছ'হাজার মাইল দূরবর্তী 'ইন্ডিয়া হাউস' থেকে ভারতবর্ষ শাসন করা আর চলবে না। ব্রিটিশের হিংসাত্মক কার্যকলাপে, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দমননীতিতে, সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত। ভারত অচিরে দায়িত্বজ্ঞানহীন অবৈধ ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবে। ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।"

যতীন্দ্র মোহনের ভাষণ পারলামেন্টের সমবেত সদস্যবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য, যতীন্দ্র মোহনের দৃঢ় উক্তি তাঁদের মনঃপূত হয় নি। তবু তাঁদের অনেকেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করলেন, যতীন্দ্র মোহন তাঁর বক্তব্য বিষয় অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যতীন্দ্র মোহনের সরলতা, ঐকান্তিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও অসাধারণ বাগ্মিতার তাঁরা বিশেষ প্রশংসা করলেন। কয়েক জন সদস্য প্রতিশ্রুতি জানালেন, যতীন্দ্র মোহন বর্ণিত অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করবেন।

কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার, কুখ্যাত স্যার চার্লস্ টেগার্ট তখন 'সেক্রেটারি অব স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া কাউনসিল'-এর (Secretary Of State For India Council) একজন ক্ষমতাশালী সদস্য। লন্ডনের বুকে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ শাসননীতির ও ব্রিটিশ শাসকদের নিন্দা করেছেন যতীন্দ্র মোহন কঠোর ভাষায়। টেগার্ট তা' বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

গান্ধী-মতবাদের সমর্থক যতীন্দ্র মোহন, পরোক্ষে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন, টেগার্ট এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। কলকাতার আরেকজন পুলিশ কমিশনার, স্যার কোলসনেরও অনুরূপ ধারণা ছিল। তিনি একবার বলেছিলেন,—

"Sen-Gupta is a dangerous man. Even when he is in prison, he leads movement against the Government from inside the prison. He has a following among both non-violent and violent political workers".

নিম্নে উদ্ধৃত গোপন পুলিশ রিপোর্টে যতীন্দ্র মোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ ছিল ঃ

Mr. J.M. Sen-Gupta's views on connection of Congress with terrorists—the following extracts from a speech made by Mr. Sen-Gupta, a member of the All India Congress Committee, show in what light the Congress viewed the detenus, persons who were interned by Government because they were engaged in terrorist conspiracies and who style themselves 'the front rank fighters in the cause of freedom' :

On the 8th March 1931, at the All Bengal Students' Conference at Calcutta University Institute Hall Mr. J. M. Sen-Gupta said :

"My friends, it seems to me that it was all ordained by Providence, otherwise how is it that when I entered the hall, a resolution should actually be under discussion on a question which has been agitating the whole of India and particularly the young minds of Bengal for the past few days ?

"My friends, I am not here to speak on behalf of the Indian National Congress or the Working Committee of the Congress or Mahatma Gandhi, the leader of the Indian nation. I am here as one of you. Mahatma Gandhi represents you, me, all men and women of the whole of India. And because both you and I know that you will not, in the interest of your country, in your own interest, in the interest of all that you hold dear to yourselves, pass a resolution which will make you later hang down your heads in shame. (Applause)

"You have not heard Mahatmaji, you do not know the implications of the document issued to the press by the Government of India. Do not be superficial readers. Read the Document through and through. Get to the bottom of the words. Read it carefully and find out what the significance of that document is.

"My friends, you and I know, and so also knows Mahatma Gandhi that there can be no peace in India unless every young-man is released from prison. (Applause). There is no doubt about that. There is no man who could have fought with greater ability, with greater strength for the release of these

young men than Mahatma Gandhi himself. Remember my friends that there has been a war, and after the war a truce has been declared. I ask you to realise and understand the distinction between truce and peace. But even in these circumstances, we did a lot which in ordinary case we could not claim. We got back actually those who were taken as prisonres in the non-violent war.

With regard to the violent prisoners, I pressed for their release all through, and asked Mahatmaji to press for their release before the Viceroy, when he met him. But it was found impossible to make the release of those convicted of violent crime, a condition precedent of truce. My friends, I do not blame you, because, I know that you are all filled with the loftiest of sentiments, because all of you feel for those detained without trial. But you do not know that most of the 500 youngmen who have been interned without trial and without charge are my intimate friends and co-workers in the Congress. (Hear, Hear). I told this to Mahatma Gandhi and others. I further told Mahatma Gandhi that everyone of them was a staunch Congressman—many of them were office-bearers of the different Congress Committees. I have represented their case to Mahatmaji, and I have pressed their case before the Working Committee. My friends, you can create such a situation by so strengthening the hands of the Congress and of Mahatma Gandhi that in the course of a few days, in the course of a few weeks, they will be with us. If you can create such a situation by strengthening your national organisation, it would be possible to have even the 'violence' prisoners released just as the 'non-violence' ones."

এই রিপোর্ট টেগার্টের অজ্ঞাত ছিল না। সযত্নে রক্ষিত এই গোপন পুলিশ রিপোর্ট টেগার্ট কাজে লাগাবেন স্থির করলেন।

ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে মহাত্মা গান্ধী, এবং ব্রিটিশের পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড আরউইন, এক চুক্তিপত্র সাক্ষর করেছেন। চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী, কংগ্রেস সাময়িক ভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখবে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনে

অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করবে। নূতন করে কোন স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করা হবে না। আপোষ কালে, উভয়পক্ষ সজাগ থাকবে, যেন কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় দেশে। শান্ত পরিস্থিতিতে, ভারত এবং ব্রিটিশ, আলোচনায় বসবে, ভারতের স্বাধীনতা দাবির প্রস্তাব কেন্দ্র করে।

অহিংস আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে' যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু হিংসাত্মক কার্য্যকলাপে যুক্ত ছিলেন, এমন অভিযোগে যে-সব স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের বন্দী করা হয়েছিল, তাঁরা মুক্তি পেলেন না।

বাঙ্গলার যুবসম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ তাই ক্ষুব্ধ। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সরাসরি মেনে নিতে তাঁরা স্বীকৃত হলেন না।

১৯৩১ এর ৮ মার্চ্চ। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশান-এর এক অধিবেশন বসল। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সভানেত্রী। প্রধান অতিথি,—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয়তাবাদী নেতা, অধ্যাপক সি-আর-রেড্ডি। অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি আলোচিত হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি জানান হবে।

যতীন্দ্র মোহন উপলব্ধি করলেন,—কংগ্রেসের পক্ষে এ এক বড় রকমের সমস্যা। সমগ্র যুবসম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন কংগ্রেসের প্রয়োজন। কংগ্রেস সারা ভারতের মুখপাত্র। এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশের কাছে উপস্থাপিত করবার অধিকারী একমাত্র কংগ্রেস, এই সত্য প্রমাণ করতে হলে যুব সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে অগ্রসর হওয়া চলবে না।

যতীন্দ্র মোহনের প্রতি যুবসম্প্রদায়ের গভীর শ্রদ্ধা, পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ছাত্র কনফারেনসের আমন্ত্রণে দেশপ্রিয় অধিবেশনে উপস্থিত হলেন, এবং উপরি লিখিত পুলিশ রিপোর্টে বর্ণিত বক্তৃতা প্রদান করলেন। যতীন্দ্র মোহনের আশ্বাসবাণী যুবসম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করেছিল। যতীন্দ্র মোহনের অনুরোধে গান্ধী-আরউইন চুক্তি মেনে নিলেন যুবসম্প্রদায়। সভায় অধ্যাপক রেড্ডির পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীমতী নেলী। অধ্যাপক রেড্ডি তাঁকে বললেন,—"এখন আমি বুঝতে পারছি, জে-এম কে সবাই দেশপ্রিয় বলে কেন। যুবকদের ওপর যতীন্দ্র মোহনের অসাধারণ প্রভাব আমাকে বিস্মিত করেছে।"

১৫

রাউণ্ড টেবল কনফারেনস্ বিফল হল। কংগ্রেসের, তথা জাতীয়তাবাদী ভারতের, একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছিলেন, মহাত্মা গান্ধী। ভারতের দাবি-দাওয়া অতি সুস্পষ্ট ভাষায় কনফারেন্সে উপস্থাপিত করেছিলেন মহাত্মাজী। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌জে মেক্‌ডনেল্‌ড্‌ ও তাঁর শ্রমিক মন্ত্রী সভা মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করলেন। ফলে, কনফারেনস্ ভেঙ্গে গেল।

লর্ড আরউইনের স্থলে ভায়সরয় নিযুক্ত হয়ে ভারতে এলেন, প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজ, লর্ড উইলিংডন। তখনকার দিনে একটি কথা প্রচলিত ছিল,—"Clive Street of Calcutta rules India"—। নূতন করে' প্রমাণিত হ'ল,—একথা সত্য। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের* ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় লর্ড উইলিংডন 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট'-এর অবসান ঘোষণা করলেন। এবং দ্রুত কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করলেন।

যতীন্দ্র মোহন দেশের শোচনীয় পরিস্থিতির সংবাদ অবগত হয়ে সপরিবারে বিলেত থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। ফ্রান্সের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ যতীন্দ্র মোহনকে ও শ্রীমতী নেলীকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন প্যারিস সহরে অনুষ্ঠিত এক সভায়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যুব অধিবেশনে যতীন্দ্র মোহনের ভাষণ শুনে পুলিশ নিশ্চিত ধারণা করে নিয়েছিল,—বিপ্লবী বাঙ্গলার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে। এই কারণে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেপ্তার করার তোড়জোড় চলছিল আগে থেকেই। এবার সুযোগ এল পুলিশের আয়োজন ত্বরান্বিত করবার। ইন্ডিয়া কাউন্সিল-সদস্য স্যার চার্লস টেগার্টের প্ররোচনায় ভারতরক্ষা আইন, —Regulation III of 1818, অনুসারে যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা হল।

একটি ইটালিয়ান জাহাজে যতীন্দ্র মোহন আসছিলেন বিলেত থেকে। বোম্বাই বন্দরের সন্নিকটে জাহাজ এসে পেঁছুল। জাহাজ তখনও নোঙর ফেলে নি। ভারত সরকারের এক পুলিশবাহিনী মটর লঞ্চ করে' জাহাজে আরোহন করল। তাদের সঙ্গে রয়েছে, যতীন্দ্র মোহনকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য

---

* বর্ত্তমান নেতাজী সুভাষ রোড।

আটক করবার উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। এ তথ্য তারা প্রকাশ করল, জাহাজের কাপ্তানের কাছে। কাপ্তান বললেন,—"জাহাজ এখনও ব্রিটিশ ভারতে পৌঁছয় নি। অতএব, ভিন্নদেশী জাহাজ যখন ভারত সরকারের আওতার বাইরের জলে তখনও ভাসছে, তিনি তার কোন যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা ব্যাপারে সম্মত হতে পারেন না। পুলিশ অগত্যা জাহাজ থেকে নেবে পড়ল। বোম্বে 'হোয়ার্ফ' জাহাজ স্পর্শ করা মাত্রই যতীন্দ্র মোহনকে গ্রেপ্তার করা হল।

যতীন্দ্র মোহনের বোম্বাই পৌঁছুবার সংবাদ আগেই প্রচারিত হয়েছিল সহরে। যতীন্দ্র মোহন এবং শ্রীমতী নেলীকে স্বাগত জানাবার আকুল আগ্রহে অগণিত নরনারী সমবেত হয়েছিল বোম্বাই হোয়ার্ফে। দেশপ্রিয়র নিত্য সহচর, ক্ষিতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলি ও দ্বিজেন্দ্র মোহন কুণ্ডু এসেছিলেন দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলীকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তাঁদের হতাশ হতে হ'ল। পুলিশ যতীন্দ্র মোহনকে জাহাজ থেকে নাবিয়ে পুলিশের গাড়ীতে নিয়ে গেল। গাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল, পুনা রোড ধরে। শ্রীমতী নেলী জানলেন না, যতীন্দ্র মোহনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হল, কোন জেলে তিনি বন্দী জীবন যাপন করবেন।

শ্রীমতী নেলী প্রমাদ গুনলেন। কথা ছিল, বোম্বাই পৌঁছে যতীন্দ্র মোহন এবং শ্রীমতী নেলী সপরিবারে অতিথি হবেন, বোম্বাইর প্রখ্যাত এডভোকেট, কংগ্রেস নেতা, ও যতীন্দ্র মোহনের বিশিষ্ট বন্ধু কে-এম-মুন্সীর গৃহে। মুন্সী-দম্পতীকে ইতিমধ্যেই কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। কন্যা, কুমারী মুন্সী এসেছেন, পিতৃবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে।

শ্রীমতী নেলী স্থির করলেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি কলকাতা রওনা হবেন। রাস্তায় ব্যবহার করবার কিছু জিনিষ পত্র তাঁর ক্রয় করবার ছিল। কুমারী মুন্সীর গাড়ীতে তিনি 'স্বদেশী মার্কেট'-এ গেলেন। পৌঁছে দেখলেন,—মার্কেটের দোকানীরা সবাই নিজ নিজ দোকান বন্ধ করতে ব্যস্ত। কারণ অনুসন্ধান করলেন শ্রীমতী নেলী। জনৈক দোকানী বললেন,—"জানেন না, দেশপ্রিয়কে গভর্ণমেন্ট গ্রেপ্তার করেছে? তাই আজ আমরা হরতাল পালন করব। কিছু সওদা করতে চান, কাল আসবেন।" শ্রীমতী নেলী নিজেকে বিব্রত বোধ করলেন। লজ্জিত হলেন।

যতীন্দ্র মোহনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—"....For two days we had no news of my hus-

band, and then at last the police phoned up and said,—'Would you like to know where Mr. Sen-Gupta is ?' I said, certainly, we would. And they said,—'He has been taken to Darjeeling.' I said, How could you take him there without any warm clothes ?

"Dwijen Babu was allowed to travel with him, and when they got to Darjeeling jail, there was not even a cot for him to lie on. Dwijen Babu had to go to bazar, buy a cot and then he had to go to our relations in the town. Mr. Hemendra Lal Khastgir, and our friends who had nothing to do with politics, lent him warm clothes to wear and even to sleep on and to cover him. I immediately sent Khitish Babu from Calcutta with warm clothes and necessary things, and the next day Sukhendu and I left for Darjeeling. Journey to Darjeeling was terrible. I saw him sitting with a face absolutely blue. The Jail Superintendent, Mr. Bose, who married an English lady, whom I knew very well, seemed rather helpless. I sent a long wire to the Government at Calcutta. And even doctors had said, he should not be in Darjeeling. It was absolutly unfit for him with high blood pressure. We sent Sukhendu to Calcutta to see the Inspector General of Prisons there and ask him to take my husband mimediately to the planes.

সুখেন্দু বিকাশ কলকাতা পেঁছেই ইলিশিয়াম রো-তে (বর্ত্তমান লর্ড সিংহ রোড) ইনস্পেকটার জেনারেল অব্ প্রিজনস্ (I. G. of Prisons)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এবং যতীন্দ্র মোহনের শোচনীয় শারীরিক অবস্থার কথা তাঁকে জানালেন। দার্জ্জিলিং থেকে স্থানান্তরিত করবার অনুরোধ জানালেন।

বাঙ্গলার কারাগার সমূহের সর্ব্বাধিনায়ক বললেন,—"Mr. Sen-Gupta has been arrested and detained in prison at the instance of the Central Government (of India). I am sorry, I have, therefore, no authority to pass orders for his transfer from one place to another. Even then, I shall try, and see what I can do. As you say, J. M. is seriously ill."

I. G.-র কথায় কিছু সহানুভূতির সুর ছিল। বিশেষ করে, 'J. M.'

বলাতে সুখেন্দু বিকাশের ধারণা হল, যতীন্দ্র মোহন ব্যক্তিগত ভাবে I.G.-র বিশেষ পরিচিত। হয়তো পুরাতন বন্ধু বা। সুখেন্দু বিকাশ জিজ্ঞেস করলেন,—"আমার অনুসন্ধিৎসা ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে কি মিঃ জে-এম-সেনগুপ্তর পূর্ব্ব পরিচয় রয়েছে ?" একটু হেসে I. G. বললেন, "ঠিক ধরেছেন, আপনি। J. M.-এর সঙ্গে পরিচয় আমার কেম্ব্রীজে। ডাউনিং কলেজের স্নাতক আমরা। এক সঙ্গে পড়াশুনা করেছি। আমি কথা দিচ্ছি, আমি চেষ্টা করব। গভর্ণরকে আমার জানাতে হবে। বিকেলে আপনি আমায় টেলিফোঁন করবেন।"

স্যার জন্ এন্ডারসন তখন বাঙ্গালার গভর্ণর। অপরাহ্নে টেলিফোঁন করে জানা গেল,—দেশপ্রিয়কে অবিলম্বে দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি নাবিয়ে আনবার নির্দ্দেশ পাঠান হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলে যতীন্দ্র মোহন বন্দী। তাঁর রক্তের চাপ (Blood Pressure) তখনও স্বাভাবিকের অনেক বেশী। জেল হাসপাতালের ডাক্তার উদ্বিগ্ন হলেন। দেশপ্রিয়র চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি সাহস করলেন না। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী যতীন্দ্র মোহনকে কলকাতা মেডিকেল-কলেজ হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হল। ইডেন হাসপাতালের একটি কক্ষে তাঁকে রাখা হল। কক্ষের চতুস্পার্শ্বে দিবারাত্র পুলিশ পাহারায়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-অধ্যক্ষ কার্ণেল জে-সি-দের নির্দ্দেশে, প্রতিদিন অপরাহ্নে এক ঘণ্টার জন্য হাসপাতাল সংলগ্ন উম্মুক্ত স্থানে দেশপ্রিয়কে ভ্রমণ করতে দেওয়া হত। ঐ সময়ে শ্রীমতী নেলীকে এবং পুত্র শিশির, অনিল, ভ্রাতুস্পুত্রী কুমারী ইলা (আইলীন) ও ভ্রাতা রণেন্দ্র মোহনকে কিছুক্ষণের জন্য যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হত। পুলিশ পাহারা কিছুদূরে অপেক্ষা করত।

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতায়। কংগ্রেস সংগঠনকে অচল করে দেবার, কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠান অসম্ভব করবার, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। অভ্যর্থনা সমিতি "বে-আইনী প্রতিষ্ঠান" বলে ঘোষণা করেছে।

জাতিও প্রস্তুত। চেলেঞ্জ গ্রহণ করা হল। কংগ্রেস কর্ম্মীদের প্রতিজ্ঞা,—নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অতি অবশ্য অনুষ্ঠিত হবে, কলকাতায়।

সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন,—দেশবরেন্য প্রবীন নেতা মদন মোহন মালব্য। কলকাতা আসবার পথে আসানসোল রেলস্টেশানে পণ্ডিত মালব্যকে পুলিশ আটক করল। পরে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য, শ্রী মাধব হরি এনের নাম ঘোষিত হল, সভাপতি রূপে। শ্রী এনেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ব্যারাকপুর রেলস্টেশানে।

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সহধর্ম্মিনী, পরম শ্রদ্ধেয়া স্বরূপরাণী নেহরু, বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা-ডেলিগেড সঙ্গে করে আসছিলেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করবার অভিপ্রায়ে। বিভিন্ন প্রদেশের বহু যুবকংগ্রেস কর্ম্মীও তাঁর সঙ্গে ছিল। পুলিশ শ্রীমতী স্বরূপরাণীকে বর্দ্ধমান রেলস্টেশান পার হয়ে আর অগ্রসর হতে দিল না। ডেলিগেড এবং যুবকদেরও গতিরোধ করল। ভিন্নপথে আরো যাঁরা আসছিলেন, তাঁরাও বাধা পেলেন পুলিশের কাছ থেকে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন বসু। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। পরে সভাপতি মনোনীত হলেন, ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল। তিনি গ্রেপ্তার হবার পর, মনোনীত হলেন সুরেশ চন্দ্র মজুমদার। তাঁকেও বন্দী করা হ'ল।

কংগ্রেস সমর্থক, বাঙ্গলার খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা কয়েকজন, তখনও কারাগারের বাইরে। আত্মগোপন করে' রয়েছেন তাঁরা। শত চেষ্টা করেও পুলিশ তাঁদের সন্ধান পায়নি। প্রবীন বিপ্লবী, শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষ ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জ্যোতিষ ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হ'ল। মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার যাবতীয় বাবস্থা সম্পূর্ণ। পুলিশের দৃষ্টির অন্তরালে, চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক সৌখীন Departmental Stores-এর দ্বিতলের Tea-Room-এ,* অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম সভা বসেছিল। কর্ম্মসূচী স্থির করা হয়েছিল। এরূপ স্থানে কংগ্রেস কর্ম্মীদের সভা বসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে নি।

গোপন সভায় স্থিরীকৃত হল,—শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে অনুরোধ করা হবে, কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। বীরভূমের লোকপ্রিয় তরুণ কংগ্রেস নেতা, গোপিকা বিলাস সেন অভ্যর্থনা সমিতির

* Whiteway Laidlaw.

সভাপতিরূপে উক্ত প্রস্তাব নিয়ে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর গৃহে উপস্থিত হলেন।

কোন স্থানে, কোন সময়ে অধিবেশন বসবে, তখনও তা ঠিক হয় নি।

স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে, যথাসময়ে ; শেষ অবধি পুলিশ হয়তো স্থানটির সন্ধান পাবে ; এবং সে স্থানে পৌঁছুবে ; প্রচণ্ড মারধর করবে ; অধিবেশন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবে ;—এরূপে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হবে তাঁকে, গোপিকা বিলাস স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে বললেন শ্রীমতী নেলীকে।

শ্রীমতী নেলী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌর্য্যের সংগে বললেন,—সর্ব্বপ্রকার বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে তিনি প্রস্তুত। তাঁর স্বীকৃতি কেবলমাত্র তাঁর স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ। যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' গোপিকা বিলাসকে সেদিনই তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করবেন, শ্রীমতী নেলী বললেন।

অপরাহ্নে যতীন্দ্র মোহনের সংগে হাসপাতালে সাক্ষাৎকালে, কংগ্রেস সংক্রান্ত প্রস্তাবটির কথা শ্রীমতী নেলী তাঁকে জানালেন। যতীন্দ্র মোহন সানন্দে শ্রীমতী নেলীকে অনুমতি দিলেন। জাতির এই সংকট কালে, দুর্যোগময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে, তিনি শ্রীমতী নেলীকে উৎসাহিত করলেন।

শ্রীমতী নেলী নিশ্চিন্ত। যথা সময়ে তাঁর স্বীকৃতি তিনি জ্ঞাপন করলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপিকা বিলাস সেনের কাছে।

উদ্যোক্তরা পরম সন্তুষ্ট। স্থির হ'ল,—মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার নির্দ্ধারিত দিনে, অপরাহ্ন দু'টোয় একখানি ট্যাক্সি যাবে শ্রীমতী নেলীর গৃহে। সংগে থাকবে একজন যুবক। তার কাছ থেকে ছোট একটি চিঠি পাবেন শ্রীমতী নেলী। চিঠি পাওয়া মাত্র তিনি ট্যাক্সি আরোহন.করবেন। যুবকের নির্দ্দেশে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, ট্যাক্সি চলবে। অবশেষে ট্যাক্সি যেখানে থামবে, তার নিকটস্থ কোন স্থান থেকে বিউগল ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। বিউগল-ধ্বনি অনুসরণ করে, ত্বরিত পদক্ষেপে শ্রীমতী নেলী পৌঁছুবেন, যেস্থান থেকে বিউগল ধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে। ঐ স্থানেই কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। পৌঁছুবার সংগে সংগে গোপিকা বিলাস তাঁকে স্বাগত জানাবেন, এবং শ্রীমতী নেলী তাঁর ভাষণ দেবেন।

১ এপ্রিল, ১৯৩৩।

কংগ্রেস অধিবেশন ব্যর্থ করবার সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা ভারত সরকারের। কলকাতার যত পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, তার সবই পুলিশ অধিকার করে রয়েছে ভোর থেকে। সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে কেবল পুলিশের গাড়ী টহল দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতার ভিড়। আর, লালপাগড়ী পরিহিত পুলিশ কনস্টবলের সমাবেশ। ময়দানে মনুমেন্টের (বর্ত্তমান শহীদ মিনার) নীচে ঘোড় সওয়ার পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে। পুলিশের চোখে মুখে এমন ভাব, যেন যুদ্ধ আসন্ন। নির্দ্দেশ পেলেই ছুটে যাবে। আক্রমন চালাবে।

জনসাধারণের মনে মহা কৌতুহল। প্রশ্ন,—কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত আদৌ হবে কি ? যদি হয়, কোন স্থানে হবে ?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে শ্রীমতী নেলীর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হল, ১৯৩৩-এর ১ এপ্রিল তারিখে।

১ এপ্রিল। অপরাহ্ন দুটো।

শ্রীমতী নেলীর বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় একখানি ট্যাকসি প্রবেশ করল। শিখ ড্রাইভার। পার্শ্বে উপবিষ্ট বাঙ্গালী যুবক। গোপিকা বিলাস স্বাক্ষরিত ছোট একখানি কাগজ শ্রীমতী নেলীর হাতে দিল যুবকটি।

মুহুর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে শ্রীমতী নেলী ট্যাকসি আরোহন করলেন। ড্রাইভার, সর্দ্দারজী, "নমস্তে মাইজি" বলে' সহাস্যে শ্রীমতী নেলীকে অভিবাদন জানালেন।

ট্যাকসি চলেছে। পার্ক ষ্ট্রীট হয়ে, ময়দানের রাস্তা মেয়ো (Mayo) রোড* অতিক্রম করে', রাজভবন পশ্চাতে রেখে, এসপ্লেনেড ইষ্ট-এর দিকে। বেণ্টিক ষ্ট্রীট আর চৌরঙ্গি রোডের ** সঙ্গমস্থলে এসে ট্যাকসি থামল। 'কে-সি-দাস' খাবারের দোকানের সম্মুখে। সর্দ্দারজী হাসিমুখে আরেকবার তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শ্রীমতী নেলীকে। ইঙ্গিতে জানালেন, ঐখানেই যাত্রার শেষ।

হঠাৎ শোনা গেল, তুর্য্যনিনাদ। এসপ্লেনেড ট্রাম-গুমটি-র দিক থেকে।

শ্রীমতী নেলী নেবে পড়লেন ট্যাকসি থেকে, রাস্তায়। সম্মুখে, পশ্চাতে

* Mayo Road—বর্ত্তমান গুরু নানক সরণি।

** বর্ত্তমান জওহর লাল নেহরু রোড।

মটর যান চলেছে সারি সারি। ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। ছুটলেন ত্বরিত গতিতে। গুমটি অভিমুখে। অগণিত ট্রামযাত্রী গুমটির চারদিকে। প্রত্যহ যেমন দেখা যায়। শ্রীমতী নেলী তাঁদের মধ্যে দাঁড়ালেন।

দৃঢ়-সংকল্প কংগ্রেস-ডেলিগেট ও কর্ম্মী, অনেকে সুকৌশলে মিশে গিয়েছিলেন ট্রাম যাত্রীদের ভিড়ে। শ্রীমতী নেলীকে দেখা মাত্র তাঁরা "বন্দে মাতরম" ধ্বনি তুলে উল্লাস প্রকাশ করলেন। অভিনন্দিত করলেন। জামা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা, ছোট ছোট ত্রিবর্ণ কংগ্রেস পতাকা। এবার সোৎসাহে, সগর্ব্বে, তুলে ধরলেন উর্দ্ধে, অগণিত পতাকা।

আবার জয়োল্লাস। আবার 'বন্দেমাতরম" ধ্বনি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোপিকা বিলাস সেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—"কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত এখন তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবেন।"

শ্রীমতী নেলী কংগ্রেস-ক্রীড পাঠ করলেন। অভিভাষণে, ভাবগম্ভীর কন্ঠে জাতিকে আহ্বান করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। প্রতিজ্ঞা নিতে,—বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে।

চতুর্দ্দিক থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি!

মনুমেণ্টের (শহীদ মিনার) দিক থেকে ঘোড়সওয়ার পুলিশবাহিনী তীব্র বেগে ছুটে আসছে। 'রেগুলেশান লাঠি' হাতে নিয়ে। "বন্দেমাতরম" ধ্বনি তাদের কানে পেঁাচেছে।

ট্রাম-গুমটির সন্নিকটে এসেছে পুলিশবাহিনী। এবার আক্রমণ। কংগ্রেস পতাকা যাদের হাতে দেখল,—ছোট, বড়, নর নারী নির্ব্বিশেষে,—লাঠির আঘাতে তাদের দেহ জর্জ্জরিত করল। নির্ম্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত করে' অনেকের হাত পায়ের অস্থি চূর্ণ করল।

শ্রীমতী নেলী গর্জ্জে উঠলেন,—You brutes, why are you beating the innocent boys and girls? Stop, you brutes, stop."—ছেলে মেয়েদের মধ্যে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তদানীন্তন এসিস্টেণ্ট পুলিশ কমিশনার, রবার্টসন, শ্রীমতী নেলীকে জোর করে' ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করলেন। কাল রংএর পুলিশ ভ্যানের মধ্যে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে

দিলেন তাঁকে। ভ্যানের দরজা বন্ধ করে দিলেন রবার্টসন, বাইর থেকে। নিজে ভ্যান চালিয়ে ছুটলেন। জনতার ভিড় এড়াবার কৌশলে, প্রথম গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে। তারপর লালবাজার থানা অভিমুখে। শ্রীমতী নেলীকে আটক করলেন থানায়। তারপর আলিপুর জেলে।

জনতার মধ্য থেকেও অনেককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

অনিলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত উত্তর কলকাতার চন্দ্রনাথ প্রেস শ্রীমতী নেলীর সাহসের প্রশংসা করে' এবং পুলিশী জুলুমের তীব্র নিন্দা করে' এক পুস্তিকা প্রচার করেছিল। প্রেসে হানা দিয়ে পুলিশ, অনিলকৃষ্ণকে এবং তাঁর সহকর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করল। কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ব্রিটিশ কোর্ট। সহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে, কংগ্রেসের সমর্থক বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর পুলিশ অত্যাচার চালাল নির্ব্বিচারে।

এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত, এই অধিবেশন, কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিস্মরণীয় অধিবেশন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ইংরেজের আইন অমান্য করে', বীরললনা নেলী সেনগুপ্ত, যে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় দিলেন, তা' ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা বলে, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

শ্রীমতী নেলীর পরলোক গমনের পর, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী নেলীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন—

> "That a daughter of England became the President of the Congress, was a tribute not only to her own personal qualities of courage and dedication, but to the unique nature of our freedom struggle. She won the respect of all the sections of Bengal and the country. After 1947, she chose to remain in what was East Pakistan, now independent Bangladesh, to share the hardship of the minority community and try to help it in any way she could. I kept in touch with her to the extent possible while she was there. She came to India later, and, inspite of illness and the burden of age, she retained her buoyant spirit and interest in the problems of India and Bangladesh. Her death will be widely mourned."

দেশপ্রিয় তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন,—

"হয়তো আমাদের আজিকার অধিকাংশ কর্মীকে রণক্ষেত্রেই শয়ন করিতে হইবে। স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য হয়তো জীবনে আসিবে না। কিন্তু তথাপি আমরা সেই আশাতেই বাঁচিব এবং মৃত্যুকালেও এই বিশ্বাস নিয়া মরিব যে, দুখানি বাহু যখন নিস্তব্ধ হইবে, সহস্রবাহু সেই অসমাপ্ত কার্য্যে পরদিনই প্রসারিত হইবে।"

মহান স্বামীর এই উক্তিই যেন শ্রীমতী নেলীকে অমিত নিষ্ঠা, অবিচলিত ধৈর্য্য নিয়ে প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরণ ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৬

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের জন্য চিকিৎসা এবং সেবা শুশ্রূষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যতীন্দ্র মোহনের বেলায়ও তদ্রূপ ব্যবস্থা। অধিক যত্ন বা তত্ত্বাবধান কিছু নয়।

স্বাভাবিক জীবনে যতীন্দ্র মোহন বিশেষ স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। সৌখীন, আরামপ্রিয় মানুষ। বার বার বন্ধনদশার ফলে, সে সুন্দর স্বাস্থ্য ভেঙেগ পড়েছিল। কঠিন রোগগ্রস্ত। কঠোর কারাজীবন। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী। মনের স্বাচ্ছন্দ্যও তিরোহিত।

প্রসঙ্গতঃ, রুগ্ন রাজনৈতিক বন্দীকে সরকার মুক্তি দিয়েছেন, এরূপ নজির রয়েছে বহু। কিন্তু যতীন্দ্র মোহনের রোগের চরম অবস্থাতেও তাঁকে বন্দীজীবনের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসায় যতীন্দ্র মোহনের রোগের উপশম হল না। ভারত সরকার তাঁকে রাঁচী অন্তরীণ আবাসে প্রেরণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্রীমতী নেলী ও ভ্রাতুষ্পুত্রী ইলাকে (আইলীন) তাঁর সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিলেন। রাঁচী সহরের উপকণ্ঠে, 'কাঁকে রোড'-এর*

* রাঁচী মিউনিসিপ্যালিটি এই রাস্তার নাম করণ করেছে, 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন রোড'।

নির্জ্জন অঞ্চলে অবস্থিত, পাড়াপড়শীহীন গৃহ, 'নগেন্দ্র লজ' মনোনীত হয়েছিল দেশপ্রিয়র 'অন্তরীণ আবাস' রূপে।

রাঁচীর অন্তরীন আবাসের বিবরণ দিয়েছিলেন শ্রীমতী নেলী ঃ—

"The Government assured me that the house would be furnished. When we reached there, luckily a day earlier than my husband, there was not a scrap of furniture in that house. A sick man was being taken there from hospital! And there was no furniture in the house for his use! You cannot hire furniture in Ranchi. A friend of ours, Mr. Gajanand Birla, who happened to be in Ranchi at the time, came to our help. He brought necessary furniture from his house and furnished "Nagendra Lodge."

১৯৩৩-এর ৫ জুন। দেশপ্রিয়কে রাঁচী স্থানান্তরিত করা হল।

রাঁচীতে অবস্থান শুভ হলনা। রোগের এতটুকু উপশম পরিলক্ষিত হলনা। রক্তের চাপ আরো বৃদ্ধি পেল। শির বেদনা অসহ্য। আহারে রুচি নেই। শ্রীমতী নেলী উদ্বিগ্ন। কলকাতায় সরকারী মহলকে চিঠি দিলেন। কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অবিলম্বে রাঁচী পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীমতী নেলীর অনুরোধে সরকার মহল সাড়া দিলেন না।

প্রত্যহ অপরাহ্নে, কিংবা সন্ধ্যায়, কিছুক্ষণ গাড়ীতে ভ্রমণ করবার অনুমতি ছিল। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে।

২১ জুলাই, সন্ধ্যা ৬টা। পুলিশ পাহাড়ায় শ্রীমতী নেলী ও আইলীনকে সংগে ক'রে, যতীন্দ্র মোহন ড্রাইভে গেলেন। নেলীকে বললেন,—"আজ তোমাদের সংগেই খাব। একটু দেরী করেই খাব।"

রাঁচী 'গলফ্‌কোর্স' অবধি গেছেন। বললেন,—"না, ভালো লাগছে না। বাড়ী ফিরে চল।" বাড়ী পেঁাছে বললেন,—"আমার খাবার এখন দাও।" আহার শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আইলীন কাছে বসে। কপালে হাত রেখে। শ্রীমতী নেলী রান্নাঘরে।

হঠাৎ আইলীনের আর্ত্তনাদ,—"জ্যেঠিমা, জ্যেঠিমা, শীগ্গির এস।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, শ্রীমতী নেলী দেখলেন,—শয্যায় শায়িত যতীন্দ্র মোহন। বাকশক্তিরহিত। করুণ কোমল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত

দু'খানি প্রসারিত করবার চেষ্টা করছেন। তাঁকে আলিঙ্গন করবার অভিপ্রায়ে। শ্রীমতী নেলী বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যতীন্দ্র মোহন সংজ্ঞাহীন।

ভোররাত্রি দেড়টা। দেশপ্রিয় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরলোক গমনের পর, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশান কর্ত্তৃক দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনকে কলকাতার মেয়র পদে নির্ব্বাচিত করবার প্রস্তাব গৃহীত হ'লে, মহাত্মা গান্ধী কলকাতা থেকে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় মেয়র নির্বাচন সমস্যা ও যতীন্দ্র মোহনের যোগ্যতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ—

"...আমার মনে হয়, শ্রীযুত সেনগুপ্ত ম্যাকসোইনীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ম্যাকসোইনী কর্ক নগরের 'লর্ড মেয়র'-পদ লাভ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। নিজের জন্য কোনরূপ সম্মান অর্জ্জন করা তাঁর ঈপ্সিত ছিলনা। সে-উচ্চ পদ গ্রহণ করলে পদগ্রাহীর ভাগ্যে যে-বিপদ ঘটতে পারে, সে-বিপদের সম্মুখীন হ'বার জন্যই তিনি উক্ত পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। ম্যাকসোইনীকে যে-বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারীর পদে তার চেয়েও গুরুতর বিপদ বর্ত্তমান। ম্যাকসোইনী স্বীয় জীবন বিপন্ন করেছিলেন। দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারীকে তাঁর সমস্ত যশঃ বিপন্ন করতে হবে। দেশবন্ধু ত্যাগ ও সম্মানের যে আদর্শ রেখে গেছেন, সে আদর্শ ক্ষুদ্রতম পরিমানে হীনতর হলে তাঁর উত্তরাধিকারীর যশঃ চিরদিনের জন্য ম্লান হয়ে যাবে। জীবন-মৃত্যু, শারীরিক মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণতর। ...আমি একজনের ওপর তিনটি কার্য্যের ভার অর্পণের পরামর্শ দিয়েছি। ...বিধাতা যেন শ্রীযুত সেনগুপ্তকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শক্তি দান করেন, আমি প্রার্থনা করি।"

মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, স্বরাজ্য দলের নেতা এবং কলকাতা করপোরেশানের মেয়র,—এ তিনটি দায়িত্বপূর্ণ গৌরবময় পদের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন যতীন্দ্র মোহন। এ তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁকে প্রবল বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু যতীন্দ্র মোহন কখনও বিপদে ভীত বা বিচলিত হন নি। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বার্থ ত্যাগ করে, নিত্য নূতন সফলতার পথে পদ-

ক্ষেপ করেছেন। স্বদেশবাসী তাঁর কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে, একাধিক বার উক্ত তিনটি পদে তাঁকে নির্ব্বাচিত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়ন যথার্থ হয়েছিল, যতীন্দ্র মোহন প্রমাণ করেছিলেন। দেশের কাজে একান্ত ভাবে আত্মনিবেদন করে তিনি তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেন।

১৯৩৩-এর জুলাই মাসে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাক্তার আনসারি এবং কে-এম-মুন্সী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ স্থির করেছিলেন, স্বরাজ্য দল পুনর্গঠন করবেন। আরো স্থিরীকৃত হয়েছিল, যতীন্দ্র মোহনকে সর্ব্ব ভারতীয় স্বরাজ্য দলের সভাপতি পদে বরণ করা হবে। যতীন্দ্র মোহন তখন বন্দী জীবন যাপন করছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করবার অনুরোধ জানাবার জন্য, কংগ্রেস নেতা কিরণ শঙ্কর রায় ও নলিনী রঞ্জন সরকার যতীন্দ্র মোহনের সংগে সাক্ষাৎ করলেন হাসপাতালে। যতীন্দ্র মোহন সম্মত হয়েছিলেন, সভাপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য,—গান্ধীযুগের মধ্যে থেকে নিজস্ব বিচার শক্তি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার যে অভূতপূর্ব্ব পরিচয় দেশপ্রিয় দিয়েছিলেন, তা' সত্যই বিস্ময়কর। জাতির দুর্ভাগ্য যে, গান্ধীবাদের সংগে নূতন ভাবধারার সমন্বয় সাধনের জন্য যে মুহূর্ত্তে তিনি একটি বিশেষ কর্ম্মপন্থার সূচনা করেছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বন্দী হলেন। এবং বন্দী অবস্থাতেই ধরণীর মায়া তাঁকে কাটাতে হল।

প্রবীন বিপ্লবীনেতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত পুস্তক, "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি"-তে লিখেছেন,—

"....দেশপ্রিয় ১৯৩৩ সালে রাজবন্দী হয়ে রাঁচীতে আসেন। তাঁর সংগে কাউকে মিশতে দেওয়া হতনা। তিনি, ডাক্তার রূপে আমাকে পেতে চান। কিন্তু সরকার সর্ত্ত দিল যে, আমি যখন দেশপ্রিয়কে দেখতে যাব, তখন একজন উচ্চ শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অথচ শ্বেতাংগ সিভিল সার্জ্জন, যখন ইচ্ছা, দেখতে যেতে পারেন। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত আমাকে পরিস্থিতির কথা জানালে, আমি উত্তর দিই যে, দেশপ্রিয় যেন এই সর্ত্ত মেনে না নেন। আমিও এই সর্ত্তে ডাক্তারী করতে অস্বীকার করব। তবে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে একথাও আমি জানিয়ে দিই,—যখন তাঁরা আমার উপস্থিতি অপরিহার্য্য বিবেচনা করবেন, আমি সর্ত্তের তর্ক না তুলে দেশপ্রিয়র রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হব। কিন্তু

কি দুর্ভাগ্য ! কি পরিতাপের বিষয়, তিনি হঠাৎ এমনি হৃদশূলে (Angina Pectoris) আক্রান্ত হলেন যে, আমাকে খবর দেবার সময়ও হলনা। সব শেষ। সর্ব্বজনমান্য ভারতের অভিনব নেতা, সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে বন্দী অবস্থাতেই চলে গেলেন.... ।

"প্রাতঃকাল হতে না হতে রাঁচীর সারা শহরে গভীর দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বাসস্থলে আমরা ছুটে চললাম। দক্ষিণ কলকাতার সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রাঁচীতে দেশান্তরী হয়ে বাস করছিলেন। তাঁকেও সঙ্গে নিলাম। সাধারণের পক্ষে জীবন্তকে সম্মান দেখাতে দেয় নাই সরকার। মৃতকে সম্মান প্রদর্শনের বাধা তুলে নিল। কলকাতা থেকে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের তার পেয়ে, আমার দুইটি বন্ধু, ডাক্তার শিশির কুমার বসু ও ডাক্তার ফণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধায়ের সাহায্যে শবদেহ তাজা রাখবার জন্য যথোপযুক্ত ওষুধাদি প্রয়োগ করলাম। ব্রাহ্ম ও হিন্দুমতে শেষ কর্ত্তব্যগুলি করে, সসম্মানে বিরাট শোভাযাত্রাসহ 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে লাট প্রাসাদ কাঁপিয়ে এবং দিগন্ত মুখরিত করে, ষ্টেশানে শবদেহ পেঁছে দিলাম। শ্রীমতী সেনগুপ্তর শেষ অনুরোধ,—যেন তাঁর অনুপস্থিত সন্তানদের, স্বর্গত পিতৃদেবের নশ্বর দেহ, দেখার সুযোগের আগে, কোনরূপ বিকৃতি না দেখা দেয়। এই অনুরোধ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম। রাঁচীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা আকুল অন্তরে দেখতে ছুটেছিল মহানিদ্রামগ্ন মহাপ্রাণকে। তাদের চিরপ্রিয় দেশপ্রিয়কে উপযুক্ত সম্মান তারা দেখাতে পেরেছিল। রাঁচীতে তাঁর আসার দিন মুরী জাংসান থেকে সাদরে আমার গাড়ীতে তাঁকে এনেছিলাম। যাবার দিন তাঁকে এমনই ভাবে বিদায় দিতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল ! তাঁর শেষ স্পর্শে, দেশবাসীদের কাছে রাঁচী পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।"

সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার দেশপ্রিয়র মহাপ্রয়ানে শোকাভিভূত হয়ে লিখেছেন,—

"...সে মূর্ত্তি আর দেখিলাম না। সে উদাত্ত গম্ভীর আবেগময় কণ্ঠস্বর আর শুনিলাম না। কারাগারের অন্ধকারময় পথ দিয়া বন্ধন শৃঙ্খলভার দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গলার পুরুষ-সিংহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

এক জাতির উদ্বেলিত শোক-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া,—অকৃতি আমরা, তোমার সংগ্রাম বহুল কর্ম্মময় জীবনের পরম প্রশান্তির সম্মুখে নতশিরে

দণ্ডায়মান। তোমার স্বার্থহীন স্বদেশ প্রেমের আলোকে যেন দেখিতেছি,— যাহাকে আমরা ক্ষতি বলিয়া মনে করি, তাহা জাতীয় জীবনের দুর্লভ সম্পদ, যাহাকে আমরা ভয় বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের কাপুরুষতার বিভীষিকা মাত্র, যাহা বিপদের পথ—তাহাই কল্যানের পথ। বাঙ্গালী জাতির যাত্রাপথে আজিকার বিঘ্ন কাল থাকিবেনা, বড় বড় নামধারী মিথ্যা প্রতাপ বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইবে; ক্ষমতার মোহ, অযোগ্যের স্পর্দ্ধা, ক্ষুদ্রের আস্ফালন এ সকলই ক্ষণিকের বুদ্বুদ; কিন্তু স্বদেশের সেবায় তোমার উৎসর্গীকৃত জীবন, জাতির ইতিহাসে ধ্রুবতারার মত অক্ষয় হইয়া রহিল। আমরা তোমার মুক্ত আত্মার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)।

রবীন্দ্র নাথ শোক প্রকাশ করেছেন,—

"Jatindra Mohan was one of those valiant fighters for the country's cause, to whom no sacrifice was too great for the uplift of his motherland. He gave up his lucrative profession and with his whole family embraced a life of extreme hardship by throwing himself in the very thick of the struggle. A man of noble manners and winning courtesy, he was a beloved political leader of India. India can ill-afford to lose such a leader at this critical juncture in her national life. There can be but little doubt that his untimely death was hastened by his long incarceration as a political prisoner. He was a man of peace and refinement, but when his country called, he rejoiced to offer his life at the alter of his country's freedom. The memory of such a life nobly lived and freely given is atonce India's glory and shame."

যতীন্দ্র মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিশির সেনগুপ্তকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর বাণী পাঠিয়েছিলেন—

কল্যানীয়েষু,

তোমার পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সমস্তদেশের চিত্ত যোগ দিয়েছে। আমিও সে সভায় সশরীরে যোগদিতে অক্ষম হলেও, দূরে হতে আমার

শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মহৎ জীবনের স্মৃতির জন্য যে শোক তার অন্তরে গভীর সান্ত্বনা আছে—সেই সান্ত্বনা তোমরা সকলে লাভ করো এই আমার কামনা। ইতি—৫ আগস্ট ১৯৩৩

শুভাকাংখী
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

India-Irish Independence League—এক চিঠিতে শ্রীমতী নেলীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন,—

Dublin,
August 3, 1933.

Dear Mrs. Sen-Gupta,

Lest the cable we sent on hearing of the death of your husband should not be allowed thro ; and so may not reach you, we hasten to send this letter to express to you and your great husband's relatives, our sincere sympathy in your terrible bereavement. May God comfort you is our prayer, and hope that you will gain fortitude in the knowledge that your husband made the supreme sacrifice—gave up life itself, that his beloved country might be free. Sen-Gupta's name shall be remembered for ever with the names of all those greatmen who died, that India might live. Their names are an inspiration blazaned across the heavens in letters of fire, that all liberty-loving people may follow in their track.

We salute you from a far in the name of Irland.

For India Irish League
M.F. Woods

১৯৩৩-এর ৩ অগস্ট লণ্ডনে অনুষ্ঠিত শোক সভায় সভাপতির নিকট, তদানীন্তন Indian Legislative Assembly-র (New Delhi) প্রথম ভারতীয় সভাপতি, কংগ্রেস নেতা ভিঠলভাই-জে-পেটেল* ভিয়েনায় রোগশয্যা থেকে তারযোগে শোকবার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন,—

* সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

"Being myself victim of conditions in Indian prisons, I fully realise what must have happened to our departed leader—whom I pay my reverential tribute through this meeting and charge you all make solemn determination destroy system which makes such crimes possible."

সুভাষ চন্দ্র বসু তখন বার্লিনে। অসুস্থ। দেশপ্রিয়র মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত হয়ে লণ্ডনের জনসভার সভাপতিকে তিনি তার প্রেরণ করেছিলেন,—

"Convey today's meeting heartfelt condolences sad untimely death Sen-Gupta—his mission remains unfulfilled"

কলকাতায় শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে তার করেছিলেন সুভাষ চন্দ্র সমবেদনা জ্ঞাপন করে,—

"Stunned at today's news. Jatindra Mohan is no more. Could not trust my eyes at first. May God grant family solace in terrible bereavement and his countrymen strength to fulfil his mission. We share your grief :

Subhas
Knie Hotel, Berlin.

দেরাদুন জেলে বন্দী অবস্থায় পন্ডিত জওহরলাল নেহরু শ্রীমতী নেলীকে ২৫ জুলাই, ১৯৩৩, মর্ম্মস্পর্শী শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন ঃ—

"....For many years now we have worked in close comradeship ; but my thoughts went back to a far off day towards the end of 1907, when I first met J.M. in Cambridge. I was a new comer there and he was soon to leave. That was nearly 26 years ago, and life has brought strange and ripe experiences to both of us during the many years, and now that the break of an old bond has come, it is hard to bear. It is harder to think that we shall not have him any more to share the heat and burden of the day and to give wise counsel in time of difficulty. For you this sudden passing away must come as a terrible shock. Words are but poor consolation but

it is some consolation to think of death coming in the midst of high endeavours, a fitting though still unhappy end to a life devoted to a great cause."

কলকাতায় প্রত্যাগমন করে সুভাষ চন্দ্র শ্রীমতী নেলীর বাসভবনে গমন করলেন। শ্রীমতী নেলী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সুভাষ চন্দ্র আসন গ্রহণ করে, সম্মুখে দেয়ালে পুস্পমাল্য শোভিত দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের একটি আলোক চিত্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। চোখের জলে দেশপ্রিয়র স্মৃতিপূজা করলেন সারাক্ষণ। শ্রীমতী নেলীর চোখেও অজস্র জলধারা।

ইংরেজ সরকার, করপোরেশানের চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ থেকে সুভাষ চন্দ্রকে অপসারিত করে, কারারুদ্ধ করেছিলেন। দেশপ্রিয়র পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত করপোরেশানের সভায় সুভাষ চন্দ্রের গ্রেপ্তারের নিন্দা করে' এবং তাঁর মুক্তি দাবী করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ প্রসঙ্গে মেয়র যতীন্দ্র মোহন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন,—

"....I take my stand on the Bar of Humanity. In the plentitude of your power, listen for a moment to the still, small voice within you—'Release Subhas Chandra Bose.' The mute pangs of the whole of the people are throbbing out,—'Release him.' The power that guides the State and prompts the individual, dictates —'Release him.' Release, Subhas Chandra Bose."

যতীন্দ্র মোহন ও সুভাষ চন্দ্র। দুজনের অন্তরের গভীরে, পরস্পরের জন্য অগাধ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা নিহিত ছিল। মতের এবং পথের মিল কখন কখন ব্যাহত হত। কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধ কখনও ক্ষুন্ন হয় নি।

১৯৩৩-এর ১৫ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধী 'ওয়ার্দা সত্যাগ্রহ আশ্রম' থেকে শ্রীমতী নেলীকে লিখেছিলেন,—

Dear Sister,

Though I have not written to you, I have enquired about you of everybody whom I have met and who could, by any possibility, give me some information about you. The Mayor of Calcutta was with me only the other day

and he told me that you had come out of your seclusion and that you had begun practically to take part in active public affairs. I was delighted to have this news. I do hope that you will continue the public work which your great husband was doing so nobly. I know that God has given you the capacity for doing it if you have the will and may I say that yours is a double responsibility in that you belonging to the British race identified yourself with India having chosen as your life companion an Indian.

I hope that you are keeping good health.

Yours sincerely,
M.K. Gandhi

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—

"I am not a born politician, but politics have been put into my lap, after my husband's death. I like to do, what little I can, for the people of the land of my adoption, and I do feel a great devotion towards them. There is something enchanting the East, and it holds me. And, I am happy to continue to carry on and be of whatever service I can, to this land."

মহিমার্ণব মহাত্মা গান্ধীর আশীর্ব্বাদধন্য শ্রীমতী নেলী বিপুল গৌরবে ভারতের সেবায় সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করলেন।

১৭

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পরলোক গমনের পর, তাঁর স্থানে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য চট্টগ্রামের দুই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ও মহিম চন্দ্র দাস। দুজনই দেশপ্রিয়র অনুরাগী বন্ধু। রাজনৈতিক কর্ম্ম ক্ষেত্রে দেশপ্রিয়র অতি সম্মানিত সহকারী।

ত্রিপুরা চরণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তিনি একাধিকবার। "চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদ" ত্রিপুরা চরণের অক্লান্ত চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, মহালক্ষ্মী ব্যাংক, ত্রিপুরা চরণের অক্ষয় কীর্ত্তি। স্কুল শিক্ষকের পদ থেকে, তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়বলে, জননেতার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিলনা, যার সংগে ত্রিপুরা চরণ অংগাংগী-ভাবে না যুক্ত ছিলেন। দেশপ্রিয়র সংগে তিনি কারাবরণ করেছিলেন চট্টগ্রামে. আইন অমান্য আন্দোলন কালে।

মহিম চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা চরণের বয়োজ্যেষ্ঠ। ত্রিপুরা চরণ নিজে প্রস্তাব করলেন,—মহিম চন্দ্র দাসকে আইন সভার সদস্য পদ প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হোক। যতীন্দ্র মোহনের শূন্যস্থানে। মহিমচন্দ্র চট্টগ্রাম আদালতের খ্যাতনামা এডভোকেট। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই তিনি ওকালতি-ব্যবসায় ত্যাগ করেছিলেন। পরে আর ব্যবসায়ে ফিরে যান নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যতীন্দ্র মোহনের সংগে কারাবরণ করেছিলেন। ত্যাগব্রতী জননায়ক মহিম চন্দ্র দাসকে চট্টগ্রাম-বাসী তাঁদের প্রতিনিধি করলেন বংগীয় আইন সভায়।

প্রসংগতঃ, মহিম চন্দ্র দাসের পরিবারের অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। মহিম চন্দ্রের তিন ভ্রাতা—লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বেনী মোহন দাস। চট্টগ্রামের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "পাঞ্চজন্য"-র সুযোগ্য সম্পাদক অম্বিকা চরণ দাস। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র (বেনী মোহন দাসের পুত্র), স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, নলিনী কান্ত দাস, এবং মহিম চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—উত্তর জীবনে চলচ্চিত্র শিল্পক্ষেত্রে কৃতি গল্পকার, গীতিকার ও সুরকার,—হরিপ্রসন্ন দাস, নানাভাবে চট্টগ্রাম কংগ্রেসকে সমৃদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রামে অসহাযাগ-আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণে এই পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য।

মহিমচন্দ্র প্রবীন রাজনীতিজ্ঞ। সুবক্তা। আইন সভায় তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতা সকলের প্রশংসা অর্জন করত। অল্পদিন রোগ ভোগের পর মহিম চন্দ্রের জীবন দীপ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হল।

১৮

১৯৪৫-১৯৪৬।

চট্টগ্রামের জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় আইন সভার শূন্য আসনে ২য় বার নির্ব্বাচিত হবার জন্য শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত হলেন। এবারেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নির্ব্বাচিত হবেন, এমন আশা অনেকেই পোষণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, চট্টগ্রামের বিশিষ্ঠ বিপ্লবী শ্রীমতী কল্পনা দত্ত (যোশী)।

দুই বিশিষ্ট মহিলার নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতা জেলার সর্ব্বত্র বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে নির্ব্বাচন যুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল, এই প্রতিযোগিতার প্রতি।

পাহাড়-পর্ব্বত ঘেরা চট্টগ্রাম। সমুদ্র-বেষ্টিত চট্টগ্রাম। নদী-মাতৃক চট্টগ্রাম। জেলার বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্র পরিক্রমণ করার অসুবিধা বিস্তর। বিশেষ করে, সুদূর গ্রামের কেন্দ্র সমূহ।

শ্রীমতী নেলীর আগ্রহ, প্রতিটি গ্রামে তিনি যাবেন। General Constituency থেকে তিনি নির্ব্বাচন প্রার্থী। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান, ধনী দরিদ্র, সকলের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করবেন। শ্রমিক, কৃষককে তিনি কংগ্রেসের বাণী শোনাবেন। নির্ব্বাচনে তাঁদের সমর্থন যাচ্ঞা করবেন।

গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমণ করে চলেছেন শ্রীমতী নেলী। কাঁচা রাস্তায়, দুর্গম পাহাড়ী পথে, পদব্রজে। কখনও পালকিতে। কখনও জল কাদা ঠেলে জলপথে, নৌকায়, ষ্টীমারে। সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস কর্ম্মী দ্বিজেন্দ্র মোহন কুণ্ডু, ক্ষিতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, সুশান্ত চৌধুরী, সতীশ চন্দ্র নাগ, মহম্মদ হারুণ, জ্যোতিষ চন্দ্র কর, জালাল আহমদ ও আরো অনেক। সর্ব্বত্রই অতি আপনজন, নিকট-আত্মীয়রূপে শ্রীমতী নেলী অভ্যর্থিত হয়েছেন।

চট্টগ্রামের অধিবাসীদের কাছে শ্রীমতী নেলীর প্রিয় নাম ছিল, "মেম সাহেব।" সমুদ্র-বন্দর চট্টগ্রাম। আন্তর্জাতিক একাধিক সংস্থার প্রধান অফিস এবং কলকারখানা রয়েছে চট্টগ্রামে। ইউরোপীয় সওদাগর রয়েছেন

অনেক। তাঁদের মেমসাহেবরাও রয়েছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের মানুষ, "মেম সাহেব" বলত, মাত্র একটি মহিলাকে। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে।

গ্রামে গিয়ে পৌঁচেছেন শ্রীমতী নেলী! খবর পেয়ে গ্রামবাসী বালবৃদ্ধ নরনারী ছুটে এসেছে পুলক বহুল উদ্দীপনা নিয়ে, তাদের সাধের "মেমসাহেব"-কে দেখতে। পরস্পর বলছে,—(স্থানীয় ভাষায়)—"মেমসাহেব আস্যে, মেমসাহেব আস্যে, চল্ চল্ চা-ই আ-ই"।—(মেমসাহেব এসেছে, মেমসাহেব এসেছে, চল্ চল্ দেখে আসি)। তাদের অকৃত্রিম আদর ভালোবাসা শ্রীমতী নেলীকে অভিভূত করত। অতি বাঞ্ছিত অতিথিরূপে তারা গ্রহণ করত শ্রীমতী নেলীকে। তাদের বাঁশের ঘরে, মাটির ঘরে, গোবরলিপ্ত দাওয়ায়, তারা সসম্মানে আসন পেতে দিত তাঁকে। চিড়েমুড়ি খেতে দিত। অতি তৃপ্তির সংগে তিনি খেতেন। গ্রামবাসী খুশী হত। তাদের মুখ থেকে তিনি তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতে চাইতেন। চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষা শ্রীমতী নেলী আয়ত্ত করেছিলেন। গ্রামবাসীদের সংগে ভাবের আদান প্রদান করতে তাঁর অসুবিধা হত না।

দেশবরেণ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শ্রীমতী নেলীর নির্বাচন সমর্থন করবার অনুরোধ জানিয়ে চট্টগ্রামবাসীর নিকট বাণী পাঠিয়েছিলেন ঃ—

Anand Bhawan
Allahabad
January 1946

I am glad to learn that Mrs. Nellie Sen-Gupta is standing as a Congress candidate for election to the Bengal Legislative Assembly. I wish her all success. Indeed I can hardly imagine a more suitable candidate, and I am sure that she will have the support of an overwhelming number of voters. Any Congress candidate should command the support of the electorate today not merely for personal reasons, but for reasons of national importance. For, essentially it is the Congress alone which represents the struggle for independence and

has the power to achieve it. Those who want to vote for India's freedom today must necessarily vote for the Congress. I hope, therefore, that the voters of Chittagong will be fortunate enough to have Mrs. Sen-Gupta as their representative.

শ্রীমতী নেলীর আমন্ত্রণে পণ্ডিত জওহরলাল চট্টগ্রাম এসেছিলেন।

শ্রীমতী নেলীর প্রতি চট্টগ্রামবাসীর অগাধ আদর শ্রদ্ধা প্রত্যক্ষ করে পণ্ডিত নেহরু অতিশয় প্রীত হয়েছিলেন। চট্টগ্রামবাসীকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে পণ্ডিতজীর আগমন শ্রীমতী নেলীর জয় সুনিশ্চিত করেছিল। পণ্ডিতজীর দর্শনলাভের আশায় এবং তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনবার আগ্রহে, সহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। জওহরলালের সম্মানার্থে চট্টগ্রামবাসী ২৫,০০০ টাকার একটি তোড়া তাঁকে উপহার দিল। পণ্ডিতজী উক্ত টাকা দিয়ে গেলেন স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে। জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে।

নির্ব্বাচনের দিন আগত প্রায়। প্রতিটি ভোট দাতাকে, স্বীয় দলের রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা জানাবার অবিরাম প্রচেষ্টা চলেছে। উভয় পক্ষের প্রচার-বিভাগ সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, স্বপক্ষে ভোটদান করবার জন্য ভোটারকে অনুপ্রাণিত করতে। ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রামের কোন নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এরূপ অসাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে নি।

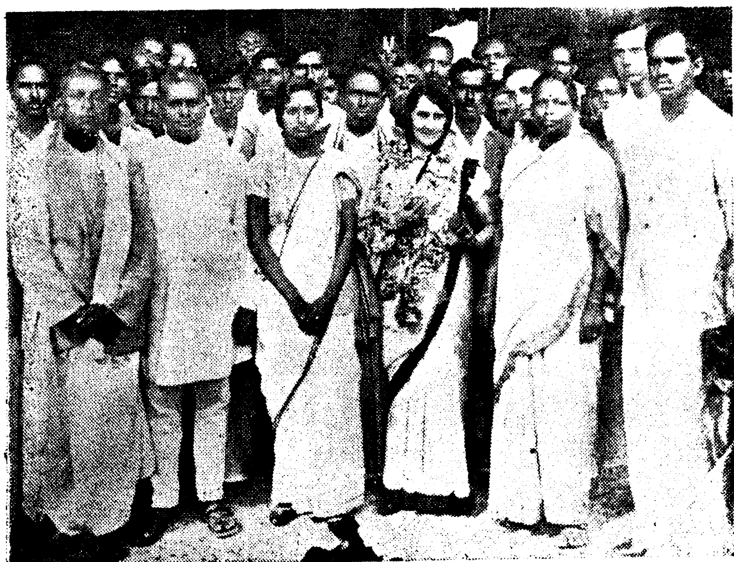
অ-কমুউনিষ্ট মতাবলম্বী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন শ্রীমতী নেলীকে।

বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও তপশীল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শ্রীমতী নেলীর নির্ব্বাচন সমর্থন করবেন, প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেছেন।

অম্বিকা চরণ দাস, ডাক্তার মহিম চন্দ্র দাশ, শাহ বদিয়ুল আলম, মহম্মদ মুসা, মোক্ষদা কানুনগোয়, অতুল দত্ত, মহম্মদ ইসমাইল, আমানত খাঁ, যামিনী মোহন বসু, ফকির মিঞা, বাদশা মিঞা, গিরিজা শংকর চৌধুরী প্রমুখ জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা এবং আবদুল হক দোভাষী, আবদুলগনি চৌধুরী, আবদুল খালেক চৌধুরী, বীরেন্দ্র মোহন সেন, করুনা সেন প্রমুখ

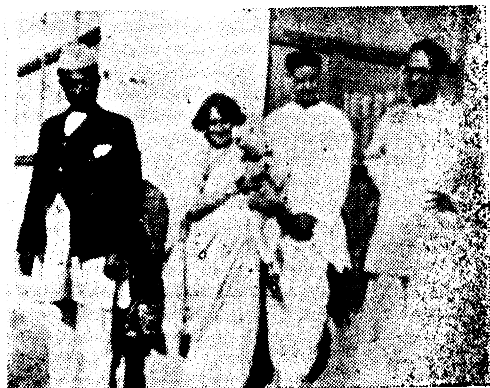


কলকাতায় প্রাতঃ ভ্রমণে মহাত্মা গান্ধী ঃ সঙ্গে শ্রীমতী নেলী



দক্ষিণ ভারতের সালেম সহরে স্বদেশী দ্রব্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন শ্রীমতী নেলী ঃ ছবিতে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে রণেন্দ্র মোহন

দিল্লী সেন্ট্রেল জেল থেকে মুক্তি লাভের অব্যবহিত পরে দেশপ্রিয় ও শ্রীমতী নেলী



দিল্লী সেন্ট্রেল জেল থেকে মুক্তির পূর্বে শ্রীমতী নেলীকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে, দ্বিজেন্দ্র মোহন কুন্ডু, প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ও সুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত

ফটো ঃ শিশির সেনগুপ্ত



১৯৩১-এর ২৩ সেপ্টেম্বর, হিজলী হত্যার প্রতিবাদ সভা—স্থান অকটারলনি মনুমেন্ট (শহীদ মিনার)। সভাপতি—গুরুদেব রবীন্দ্র নাথ। পার্শ্বে যতীন্দ্র মোহন। অসংখ্য নরনারী উপস্থিত ছিলেন মহতী জন সভায়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন,— নেলী সেনগুপ্ত, উর্ম্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী, সরলা বালা সরকার, সুধীর রায়, সতীন সেন, অমল হোম, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, বিমল প্রতিভা দেবী, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, কিরণ শংকর রায় ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, ডাঃ যতীন্দ্র নাথ মৈত্র, জালাল উদ্দিন হাসেমী, সামসুদ্দিন আহমেদ, ডাঃ নরেন্দ্র নাথ দত্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ



ব্যারিষ্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত

প্রভাবশালী ব্যবসায়ীবৃন্দ শ্রীমতী নেলীর নির্ব্বাচন সমর্থন করবার জন্য চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

সর্ব্বজন আদৃত যুবনেতা সঞ্জীব প্রসাদ সেন, বিনোদ সেন, সিরাজুল হক, বরদা চরণ নন্দী, অন্নদা চরণ দে, সিদ্ধেশ্বর দাশগুপ্ত, রমনী গুপ্ত, নলিনী মিত্র, ফণীন্দ্র চৌধুরী, সুপরিচিত সাংবাদিক শচীন্দ্র নাথ দত্ত, সত্য ভূষণ সেন ও শ্রীমতী নেলীর অতি অনুরক্ত আত্মীয় বন্ধু নরেন্দ্র মজুমদার, নিবারণ দাশগুপ্ত, ফণীন্দ্র হোড়, উপেন্দ্র লাল শর্ম্মা, রজনী বিশ্বাস, শচীন্দ্র দাশগুপ্ত, নগেন্দ্র মোহন সেন শ্রীমতী নেলীকে জয়যুক্ত করবার জন্য তাঁদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

শ্রীমতী নেলী নির্ব্বাচনে জয়ী হলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে।

শ্বশুর যাত্রা মোহন ও স্বামী যতীন্দ্র মোহনের নির্ব্বাচন কেন্দ্র ,সেনগুপ্ত-পরিবারের কণ্ঠে আবার জয়মাল্য পড়িয়ে দিল। নির্ব্বাচন-ইতিহাসে এটি একটি 'রেকর্ড'। একই কেন্দ্র থেকে, একই পরিবারের তিনজন, পর পর নির্ব্বাচিত হয়েছেন, এরূপ নজির বিরল।

প্রসঙ্গতঃ, শ্রীমতী নেলীই একমাত্র মহিলা, যিনি General Constituency থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। (১৯৪৬)।

শ্রীমতী নেলীর নির্ব্বাচন কলকাতার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সমধিক। সংবাদপত্র শ্রীমতী নেলীর প্রশংসায় মুখর ঃ

"Mrs. Nellie Sen-Gupta's election to the Bengal Assembly from a constituency in Chittagong is an exceptional event ; but none who knows her or knows of her, will be surprised. A daughter of England, she, has made herself completely into Chittagonian. She has a popularity of her own apart from all the memory Chittagong still cherishes of the services and sacrifices of her great husband. For the first time in India's history, an English woman has been sent to an Indian legislature by the free suffrage of Indians. And for the first time a woman has been returned from a constituency not specially marked for a woman".

আইন সভায় শ্রীমতী নেলীর বক্তৃতা সরকার পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। শাসনপ্রণালীর যেখানে

তিনি গ্রুটি লক্ষ্য করেছেন, তার তীব্র সমালোচনা করেছেন! সরকারের নিন্দা করেছেন। কঠোর ভাষায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। 'মিত্রশক্তি'র পরাজয় ঘটেছে, বর্ম্মা রণাঙ্গনে। উক্ত-সংঘর্ষের সময় মিত্রশক্তির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম। বর্ম্মা আক্রমন কালে, এবং পরেও। পরাজয়ের গ্লানি অঙ্গে মেখে বর্ম্মা থেকে পলায়নের সময় অগণিত সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল চট্টগ্রামে। সৈন্যদের মন সতেজ রাখবার অভিপ্রায়ে, ভালোমন্দ নানাবিধ উপকরণ চট্টগ্রাম থেকেই যোগাড় করা হত। কিছু সমাজবিরোধী লোক, দালাল নিযুক্ত হয়েছিল। ঘৃণ্য কাজে সমর-বাহিনীকে সহায়তা করত তা'রা। সৈন্যদের কাম-লালসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে দালালদল দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হিন্দু মুসলমান যুবতী মেয়ে ধরে আনত, মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে। পরে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দিত মেয়েদের। সমরবাহিনীর কর্ত্তা-ব্যক্তিদের প্ররোচনা ও সমর্থনে এই পাশবিক কার্য্য সংঘঠিত হত। গ্রামবাসী দরিদ্র-অভিভাবকদের রোদনভরা প্রতিবাদ উপেক্ষিত হত।

শ্রীমতী নেলী আইন সভায় বিষয়টি উত্থাপন করলেন। অত্যাচারের প্রতি-কার দাবি করলেন। দীন দুর্গত অবলা বালাদের উপর মিত্রশক্তির বর্ব্বর সৈন্যদের ব্যাভিচারের লজ্জাকর কাহিনী বেদনাভরা কন্ঠে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়, সভাকক্ষে বর্ণনা করলেন। বক্তৃতাশেষে, ক্ষোভে, দুঃখে, কান্নায়, তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। দল নির্ব্বিশেষে সদস্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন শ্রীমতী নেলীকে। তাঁর অপূর্ব্ব ভাষণের জন্য।

কংগ্রেস দলনেতা কিরণ শঙ্কর রায়, বিশিষ্ট সদস্য নলিনী রঞ্জন সরকার, যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, হাজি আবদার রশিদ খাঁ, শ্রীমতী নেলীর সন্নিকটে গিয়ে তাঁকে দলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে, প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী, খাজা নাজিমউদ্দিন* নীরব থাকতে পারলেন না। শ্রীমতী নেলীর প্রতিটি কথা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। নাজিমউদ্দিন প্রতি-শ্রুতি দিলেন,—এরূপ অত্যাচার, নিপীড়ন, অবিলম্বে বন্ধ করতে তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

অবিভক্ত বাঙ্গলার আইন সভার ইতিহাসে শ্রীমতী নেলীর সে দিনের ভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

* উত্তরকালে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী। পরে প্রেসিডেন্ট।

১৭

কলকাতা করপোরেশানের 'অলডারম্যান' নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীমতী নেলী। (এপ্রিল ২৪,১৯৩৩) এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি একটি ভিন্ন মানুষ। স্বামী যতীন্দ্র মোহনের চরিত্রে যে 'Duality of personality' (দ্বৈত ব্যক্তিত্ব) পরিলক্ষিত হত, তার প্রভাব শ্রীমতী নেলীর চরিত্রেও পরিস্ফুট। এখানে তাঁর কাছে রাজনীতি নেই, প্রতিপক্ষ নেই, সংগ্রাম নেই। আছে কেবল,—আগ্রহ, আকুলতা,—নগরবাসীর হিতার্থে আত্মনিয়োগ করবার। নিজেকে তাদের সেবায় বিলিয়ে দেবার।

করপোরেশান 'হেলথ কমিটি'-র সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রীমতী নেলী। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, কলকাতার অগণিত বস্তিবাসীদের প্রতি। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসংখ্য নর নারী বাস করে। বস্তিতে না আছে যথেষ্ট পানীয় জল, না আছে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার। কিংবা, স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করবার উপযোগী রাস্তাঘাট। সে দিনের বস্তি ছিল সাক্ষাৎ নরক।

সরকারী কোন প্রচেষ্টা ছিলনা বস্তি উন্নয়নের। করপোরেশানের আয় সীমিত। তারই মধ্যে যতটুকু সম্ভব, বস্তিবাসীদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হত। শ্রীমতী নেলীর উদ্যোগে করপোরেশান অধিকতর মনোনিবেশ করল, বস্তিবাসীর কষ্ট, অসুবিধা, যথাসম্ভব দূরীকরণার্থে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন যখন কলকাতা করপোরেশানের মেয়র ছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথম, ছোট ছেলে মেয়েদের খেলাধূলোর ও বিবিধ ব্যায়াম ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, কলকাতার বিভিন্ন পার্কে এবং উন্মুক্ত স্থানে। যতীন্দ্র মোহন ক্রীড়ামোদী ছিলেন। নিজে বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন। টেনিস, ক্রিকেট খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফুটবলের অনুরাগী ছিলেন। ছেলেরা স্থানাভাবে রাস্তায় ক্রিকেট খেলে,—অলিতেগলিতে ফুটবল খেলে, এ দৃশ্য তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

মেয়র হবার পর যতীন্দ্র মোহনের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এল। তিনি উক্ত বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯১১-র 'আই-এফ-এ শিল্ড' বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল, মোহন বাগান ক্লাবের প্রখ্যাত হাফ্‌ব্যাক্ রাজেন সেনগুপ্ত, এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাদরী-অধ্যাপক রেভারেন্ড বিল্ ও করপোরেশানের প্রধান প্রশাসক, জে-সি-মুখার্জীকে নিয়ে তিনি একটি কমিটি গঠন করলেন। এই

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিবিধ খেলাধুলো ও ব্যায়ামের সাজসরঞ্জাম দিয়ে কলকাতার বিভিন্ন পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানকে যতীন্দ্র মোহন সজ্জিত করলেন। করপোরেশান সমস্ত ব্যয়ভার বহন করল। ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফুটল। শ্রীমতী নেলীর চেষ্টায় ও উৎসাহে আরো নূতন নূতন খেলার সাজ সরঞ্জামে পার্কগুলি সমৃদ্ধ হল। অপরাহ্ণে কোন কোন পার্কে নিজে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলোয় তিনি যোগ দিতেন। তাদের আনন্দ বর্দ্ধন করতেন।

করপোরেশানের অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুলগুলি শ্রীমতী নেলী পরিদর্শন করতেন। ছেলেমেয়েদের পাঠ্য পুস্তকগুলি দেখতেন। একদিন বৌবাজার অঞ্চলের একটি স্কুলে গেছেন। একটি ছেলের বই খুলে দেখলেন, প্রথম পাতায় তদানীন্তন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ছবি ছাপা রয়েছে। নিজের হাতে তিনি পাতাটি ছিঁড়ে ফেললেন। অন্যান্য ছেলেদের বই থেকে, অনুরূপ ভাবে পঞ্চম জর্জ্জের ছবি সম্বলিত পাতা ছিঁড়ে ফেলবার জন্য অনুরোধ জানালেন শিক্ষক মশাইদের। বললেন,—"শৈশব কাল থেকেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা জানবে,—ইংরেজ তা'দের রাজা, তা'রা ইংরেজের প্রজা,—এ ধারণা হতে দেওয়া ঠিক নয়।"

প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা, সংগ্রামী পুরুষ, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন। জেলাবোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে বীরেন্দ্র নাথ দেখলেন, ছেলেমেয়েদের ইংরেজী পুস্তকের নাম 'কিং প্রাইমার'। প্রথম পাতায় রয়েছে ব্রিটিশ রাজার ছবি। বীরেন্দ্র নাথ ক্ষিপ্ত হলেন। স্বহস্তে ছবিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। সবক'টি বই সংগ্রহ করে' নিয়ে, রাস্তায় ফেলে দিলেন। জেলাবোর্ডের খরচায় নূতন বই কিনে দেবেন, ছেলেমেয়েদের বললেন। শ্রীমতী নেলী সেদিনের ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন করপোরেশান স্কুলের শিক্ষকদের। আরো বললেন,—"বইতে থাকুক, না থাকুক, আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ছবি, ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাবেন। তাঁদের জীবনকথা সহজ, সরল ভাষায়, গল্পের আকারে বলবেন। ছেলেমেয়েরা দেশকে ভালবাসতে শিখবে।"

করপোরেশানের প্রশংসামুখর সভাবৃন্দ শ্রীমতী নেলীকে দ্বিতীয়বার 'অলডারম্যান' পদে নির্ব্বাচিত করে, সম্মানিত করেছিলেন!

কলকাতা।

কলকাতার স্নেহছায়ায় বাস করেছেন শ্রীমতী নেলী বহু বছর। কলকাতার আকাশ বাতাস, কলকাতার মাঠপ্রান্তর, কলকাতার প্রাসাদরাজি, কলকাতার ঘনবস্তি,—সবই তাঁর অতি পরিচিত। অতি প্রিয়। কলকাতায় তাঁর নবজন্মলাভ। কলকাতা যেন তাঁর মাতৃভূমি। কলকাতার অধিবাসী তাঁর পরম আত্মীয়।

বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, দেশ বিভাগের পর শ্রীমতী নেলী চলে যাচ্ছেন কলকাতা ছেড়ে পূর্ব্ব পাকিস্থানে, চট্টগ্রামে। বিদায় নিলেন আত্মীয়স্বজন ও চিরপরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে। নয়নের মনি—পুত্র শিশির ও অনিল, পুত্রবধূ আইভি ও ইরা, পুত্রপ্রতিম দেবর রণেন্দ্র মোহন ও তাঁর সহধর্ম্মিনী পদ্মিনীকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন ভেঙে পড়ল।

বিচ্ছেদ মুহূর্ত্তে সকলের চক্ষু সজল।

এখন থেকে পূর্ব্ব বাংলার দুঃস্থ সংখ্যালঘু মানবগোষ্ঠীই শ্রীমতী নেলীর আত্মীয়। তাঁর স্বজন।

শ্বশুর যাত্রা মোহনের বিশাল জমিদারীর অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে, সহরে তাঁর বিরাট গৃহটিও পাকিস্থান সরকার অধিকার করে নিয়েছে। সহরের প্রায় উপকণ্ঠে, রহমতগঞ্জ অঞ্চলে, যাত্রা মোহনের আরেকটি বাড়ী। ছোট বাড়ী। শ্রীমতী নেলী গুছিয়ে নিলেন, তাঁর বাস করবার উপযোগী করে।

১৯৫৪-৫৫!

পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধান সভার নির্ব্বাচন।

চট্টগ্রামবাসী আমন্ত্রণ জানাল শ্রীমতী নেলীকে, নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে। শ্রীমতী নেলী স্বীকৃত হলেন।

পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে শ্রীমতী নেলী বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন।

কংগ্রেসপন্থী আর যাঁরা নির্ব্বাচিত হলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন,—

খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, রাজসাহীর প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, বগুড়ার সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, বাগের হাটের ক্ষেত্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ধর, কংগ্রেসনেতা,—সিলেটের বসন্ত কুমার দাস, চট্টগ্রামের পুলিন দে।

শেখ মুজিবর রহমানও সে'বার পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

শ্রীমতী নেলী পর পর দু'বার পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পূর্ব্ব পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তন অবধি, তিনি তথাকার বিধান সভার সদস্য ছিলেন।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে প্রতি বৎসর বন্যা-তুফানের তান্ডবলীলা। ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি। সরকারী সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারিত করে দুঃস্থ মানুষ হতাশ হ'ত। বিশেষ করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ঐ দুর্দ্দিনে তা'রা শ্রীমতী নেলীর ওপরই ভরসা করত। শ্রীমতী নেলী তাঁর সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতেন, তাদের সেবায়, তাদের সাহায্যে। স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদল নিয়ে উপস্থিত হতেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে। বস্ত্র, অর্থ, খাদ্য সংগ্রহ করতেন। ভারতের ধনবান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতেন। ঝড়বাদলে পথ চলার ক্লান্তি উপেক্ষা করে, গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমণ করতেন। যেখান থেকে যা' সংগ্রহ করেছেন, তা' পৌঁছিয়ে দিতেন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দুর্গত জনগণের হাতে।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রতিটি গণ-আন্দোলনে শ্রীমতী নেলী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে ছাত্রদের উপর যখন অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, ছাত্রদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, শ্রীমতী নেলী ছুটে গিয়েছিলেন, সেই নিপীড়িত, নিরীহ ছাত্রদের মধ্যে। এসেম্বলির বাইরে শ্রীমতী নেলীর কণ্ঠেই সর্ব্বপ্রথম ধ্বনিত হয়েছিল, নিষ্ঠুর সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। সেদিনের, তাঁর সেই দুঃখে, ক্রোধে, ঘৃণায়, ফেটে-পড়া মূর্ত্তি অত্যাচারীর মনে শঙ্কা জাগিয়েছিল। যেই ভাষা-আন্দোলনের ফলশ্রুতি,—'স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক বাঙ্গলাদেশ', সেই আন্দোলনে শ্রীমতী নেলীই সর্ব্বপ্রথম ছাত্রদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ব্যথার সাথী হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীমতী নেলী সম্বন্ধে লিখেছেন,—"...নেলীর সাথে আমার পরিচয় কলকাতায়। ১৯৩৮-৩৯ সালের গোড়ার দিকে। পরিচয়ই মাত্র। কিন্তু মুখের হাসিতে, চোখের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম হৃদয়ের বিশালতা, অন্তরের দীপ্তি। আন্তরিকতা পরে।

"১৯৫৪-৫৫ সাল। তখন তিনি ও আমি পূর্ব্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্ব্বাচিত সভ্য। আমাদের কংগ্রেসদলের নেতা—সিলেটের শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার দাস। নেলী ও তিনি সমবয়স্ক। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু দলের নেতার প্রতি সমীহ ভাব বজায় রেখে, তিনি বসেন, ঠিক পেছনের সারিতে। পাশে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, বগুড়ার সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত। বয়সে তিনি তাঁদের চেয়ে বড়। তাঁর পাশে খুলনা কংগ্রেসের সভাপতি, বাগের হাটের ক্ষেত্রনাথ মিত্র। আর আমি। আমাদের পাশে বসেন আওয়ামী লীগ সদস্য, যুবক ইকবাল আনওয়ার উল ইসলাম। যশোর কলেজের অধ্যাপক। তিনি নিজেদের দলের মধ্যে বসেন না। আমাদের সঙ্গ পছন্দ করেন।

"নেলী ভ্যানিটি-ব্যাগে নিয়ে আসতেন লজেন্স ও চকোলেট্। বিলি করেন। সংগে চলে—হাসি, ঠাট্টা, গল্প। কিন্তু নেলীর কান সজাগ। যেমন শুনেছেন কোন মন্ত্রীর অসমীচীন বক্তৃতা, বা সত্যের সংগে সম্পর্কবর্জ্জিত উক্তি, চট্ করে উঠে পড়েন শ্রীমতী নেলী। যেমন আলাপে, তেমনি বক্তৃতায়,—অন্তঃকরণের প্রসারতা, সত্যের প্রতি মর্য্যাদাবোধ, তেমনি বুদ্ধির প্রখরতা, যুক্তির তীক্ষ্নতা। সে মুখ থেকে হাসি কৌতুক অন্তর্হিত। নিস্তব্ধ সভাকক্ষ তখন কানপেতে রয়।

"....হতাশায় অচল হয়ে বসে থাকা শ্রীমতী নেলীর মজ্জাগত স্বভাব-বিরুদ্ধ। অসহায়, দরিদ্র, সংখ্যালঘু—সংখ্যাগুরুরও অনেক—বাঙালী মুসলমান তো তখন ঔপনিবেশিক শাসনে—সেনগুপ্তা মায়ের কাছে সব নির্য্যাতিতই এক জাতির। নিজেদের মনের দুঃখ ভোলে হয়তো, তাঁর করুণ মুখখানা দেখে।"

তদানীন্তন পূর্ব্ব পাকিস্তানের, অধুনা বাঙ্গলাদেশের, সর্ব্বজনমান্য অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সিংহ লিখেছেন,—

"....নেলী সেনগুপ্তর সান্নিধ্যে একান্ত বস্তুবদ্ধ মানুষও অনুভব করিতেন তাঁহার আন্তরিক ঐশ্বর্য্যের সুস্নিগ্ধ স্পর্শ। তাঁহার অযত্ন সম্ভূত সুমধুর

শিশুবৎ সারল্য এমন এক প্রভাব বিস্তার করিত, তাহাতে ভাষা স্তব্ধ হইয়া যাইত। সেই সারল্য যেন, জীবনের আলোকে, আঁধারে, সুখদুঃখের তরঙ্গে দোলায়িত সংসার কৌতুকলীলায়, একনিষ্ঠ সাধনায় অনুশীলিত জীবনশিল্পের উচ্চসুরে বাঁধা সঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি.... ।

"১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হইল।

"খণ্ডিতভারতে নির্বাধ ভোগবিলাসের স্বচ্ছন্দ অমূল্য সুযোগ, আনন্দিত ঔদাসীন্যে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তিনি আসিলেন স্বামীর জন্মভূমি চট্টগ্রামে। সমগ্র বাঙলাদেশের সেবার মনোবৃত্তি লইয়া। পূর্ব্ব পাকিস্থানে অবস্থানকালে সন্দেহ এবং ঘৃণার মধ্যেও, তিনি অতি সীমিত পরিবেশে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই সেবাধর্ম্মে নিজেকে উৎসর্গিত রাখিয়াছিলেন। এই বাঙলাদেশের সুখ সমৃদ্ধির চিন্তা ব্যতীত তাঁহার মনে আর কোন ভাব স্থান পায় নাই।

"শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত তাঁর প্রায় নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবনে চট্টগ্রামে সর্ব্বদা গ্রন্থপাঠে নিরত থাকিতেন : শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সময়ে সময়ে নানা প্রকার গ্রন্থ,—জীবনী, ইতিহাস, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী,—তাঁহাকে উপহার পাঠাইতেন। আমাকে তিনি অনেক গ্রন্থপাঠের সুযোগ দিয়াছিলেন।

"...মানুষের বিধিদত্ত নিত্য অধিকার অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে যিনি নিখিলভারতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া কারাগারকেও তীর্থক্ষেত্ররূপে বরণ করতঃ বহুবিধ নির্যাতন প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি ঔপনিবেশিক-পাকিস্থানের অমানুষিক রূঢ়তার আঘাতেও রহিলেন ভূধরবৎ অবিচল। সিংহী কি কখনও শিবারবে বিচলিত হইতে পারে ?..."

শ্রীমতী নেলীর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন,—

> "পাকিস্থানী শাসনকালে বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষের
> গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রীমতী নেলীর অবদান
> বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য।"

বাঙলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট, বিচারপতি আবু সৈয়দ চৌধুরী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, শিশির সেনগুপ্তর নিকট লিখিত পত্রে,—

Dear Mr. Sen-Gupta,

I have learnt with deep distress the sad news of the passing away of your revered

mother, Mrs. Nellie Sen-Gupta. Her lifelong and dedicated services to the cause of democracy and suffering humanity, will ever be gratefully remembered. I had the good fortune of listening to many of her inspiring speeches since thirties of the present century. It was indeed very kind of her to send me her good wishes on my election early this year. I pray to the Almighty to give you strength to bear this irreparable loss. May her soul rest in peace.

With kind regards,

Yours sincerely,
Abu Sayed Chowdhury.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য আবুল ফজল বলেছেন,—

"নেলী সেনগুপ্ত অসাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। আত্মনিবেদনের এমন দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।"

বাংলাদেশের মন্ত্রী, বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, শহীদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শিশির সেনগুপ্তর নিকট তারযোগে প্রেরিত শোকবার্ত্তায় বলেছিলেন,—

"Extremely grieved at the sad demise of your distinguished mother. She was a great revolutionary who inspired her people by her lofty ideals and many sacrifices during the independence movement."

নিপীড়িত, নির্য্যাতিত সর্ব্বহারার রোদন শ্রীমতী নেলীকে বিচলিত করত।

দিনকয়েকের জন্য ভারতে এসেছেন। সেনগুপ্ত পরিবারের অতি অনুরাগী বন্ধু, প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা দাশগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি অতিথি হয়েছেন প্রমোদ রঞ্জনের অফিস-কোয়াটার্স—'হগ্‌মার্কেট ক্লক টাওয়ার'-এ।

শ্রীমতী নেলীর কলকাতায় আগমন বার্ত্তা স্বভাবতই কলকাতার সংবাদপত্রের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করে। সংবাদ মুদ্রিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শন প্রার্থীর ভিড় জমে, তাঁর সাময়িক আবাসস্থানে। কেউ আসতেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। কেউ আসতেন পুরাতন পরিচয় নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করতে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এসে কৌতুকচ্ছলে বলতেন,—"দেখতে এসেছি,—How young you are—"। বয়স তখন তাঁর ৮২। বলতেন,—"Figure টি ঘুরিয়ে নাও। দেখবে, আমার এখন ২৮ চলছে। তাইতো এত ছুটোছুটি করতে পারি।" কৌতুক উপভোগ করে সবাই সহাস্যে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। এই বয়সেও তাঁর অসাধারণ উৎসাহ, উদ্যম এবং কার্য্যক্ষমতা লক্ষ্য করে' তাঁরা বিস্মিত হলেন।

দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে অধিক সংখ্যক থাকত,—দুর্গত, দুঃস্থ বেকার যুবকের দল। তারা জানত,—নেলীর দরদী মন। কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। সবাই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। অতএব শ্রীমতী নেলী যদি সুপারিশ করেন, তবে হয়তো তাদের কোন চাকরী পাওয়া সম্ভব হবে। তাদের দুঃখের অবসান হবে। এরূপ বুকভরা আশা ও বিশ্বাস নিয়ে তা'রা শ্রীমতী নেলীর কাছে আসত।

দেশপ্রিয়র অতি প্রিয় সহকর্ম্মী, করপোরেশানের মেয়র, অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষ এসেছেন। পশ্চিম বাঙ্গলার অন্যতম জনপ্রিয় মন্ত্রী, গোপিকা বিলাস সেন এসেছেন। করপোরেশানের প্রধান প্রশাসক, জে-সি-মুখার্জী এসেছেন। শ্রীমতী নেলীর কুশল জিজ্ঞেস করতে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। উপস্থিত বেকার যুবক জনকয়েককে, তিনি উক্ত প্রভাবশালী বন্ধুদের সম্মুখে হাজির করলেন। অনুরোধ জানালেন,—যুবকদের অন্ন সংস্থানের কিছু ব্যবস্থা করে দিতে। তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

উপস্থিত যুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন, চট্টগ্রামের পুলিশি জুলুমে নিগৃহীত সর্ব্বহারা পরিবারের সন্তান। তাঁকে সঙ্গে করে এসেছিলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন-খ্যাত বিপ্লবী, বিজয় কুমার সেন। চট্টগ্রামের পুলিশ ইনসপেক্টার আসানউল্লার হত্যার পর, চট্টগ্রাম সহরে এবং জেলার বিভিন্ন গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে পরিবারের সবাইকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। ইংরেজ জেলাম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের সাক্ষাৎ প্ররোচনায় উক্ত নৃশংস অত্যাচার চলেছিল দিনের পর দিন। সেই ধ্বংসলীলার বলি,—এই যুবকটির পরিবারের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী শ্রীমতী নেলীর নিকট অশ্রুসজল নেত্রে বর্ণনা করলেন, ভুক্তভোগী বিজয় কুমার সেন। কি ভাবে যুবকটিকে সাহায্য করতে পারেন, জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীমতী নেলী। যুবকটি নিজেই তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। বললেন,—"আমি চাকরীর উমেদার নই। পুলিশের অত্যাচারে আমাকে কারাবাস করতে হয়েছে একাধিকবার। উচ্চ শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ আমার জীবনে আসে নি। অফিস-কাছারীতে কাজ করবার যোগ্যতা আমার নেই। মেহনতি মানুষ হিসেবে, কাজ করবার সুযোগ পেলেই আমি খুশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একখানি 'বেবি ট্যেক্সি' ক্রয় করবার 'পারমিট' চেয়ে আমি দরখাস্ত করেছি। এখনও পাই নি। আমার জনৈক আত্মীয় ট্যেক্সি ক্রয় করবার অর্থ আমাকে দেবেন।"

মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে যুবকটির পরিচয় দিয়ে শ্রীমতী নেলী একখানি চিঠি দিলেন। অনুরোধ জানালেন, যুবকটিকে 'বেবি ট্যেক্সি'-র প্রয়োজনীয় 'পারমিট' দেবার জন্য। যুবকটি 'পারমিট' পেলেন না। ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী নেলী বললেন,—"তুমি দিল্লী যেতে পারবে?" যুবকটি বললেন,—"হাঁ যাব।"

যুবকটির পরিবারের শোচনীয় অবস্থার বিবরণ জানিয়ে শ্রীমতী নেলী অনুরোধপত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে।

দিন কয়েক পরে যুবকটি দিল্লী থেকে ফিরলেন। দিল্লী সফরের বিবরণ জানালেন শ্রীমতী নেলীকে।—"আপনার নির্দ্দেশমত আমি সকালবেলা আগে ভাগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আপনার চিঠিখানি পণ্ডিতজীর একান্ত সচিবের হাতে আগেই দিয়েছিলাম। দেখলাম, আরো কয়েকজন, পণ্ডিতজীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। মনে হচ্ছিল, তাঁরা সরকারী

কর্ম্মচারী। প্রচুর কাগজপত্র, ফাইল, তাঁদের সঙ্গে ছিল। দু'টায় পণ্ডিতজী রিসেপ্শান্ রুমে প্রবেশ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—"Who has come to see me with a letter from Mrs. Nellie Sen-Gupta ?" আমি এগিয়ে গেলাম। আমি ভাবতে পারিনি, তিনি আমাকেই প্রথম ডাকবেন। প্রণাম করে, আমি দাঁড়িয়েছি। স্নেহভরে কাঁধে হাত দিয়ে অফিসঘরে আমায় নিয়ে গেলেন। আপনার কুশল জিজ্ঞেস করলেন। ছোট একখানি চিঠি লিখে খামে পুরে আমার হাতে দিলেন। সহানুভূতির সুরে বললেন,— "কলকাতা ফিরে যাও। এ চিঠিখানি ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে দিও। শ্রীমতী সেনগুপ্ত ও ডাক্তার রায়কে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, বোল।"

অপূর্ব্ব নিষ্ঠা আর মনোবল, এই দুই ছিল শ্রীমতী নেলীর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সুমধুর স্পর্শ বহু দুঃস্থ যুবকের দুঃখ দৈন্য উপশমিত করেছে। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ কারাগারে নির্যাতিত প্রশান্ত দাশগুপ্ত লিখেছেন,—"......তিনি (শ্রীমতী নেলী) অত্যন্ত মমতাময়ী নারী ছিলেন। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, প্রত্যেকেই তাঁর আন্তরিকতায় ও অনাবিল ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে আমার কারামুক্তির পর। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আমার কর্ম্মসংস্থান হয়েছিল। এমনভাবে বহু ছেলে তাঁর সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।"

২২

পারিবারিক জীবনে শ্রীমতী নেলীর চরিত্র বিচিত্র সুষমামণ্ডিত। গৃহ-ভৃত্য—পাচক, মালী, মেথর, পরিচারিকা—সবাই অতি আপনজন। সবার প্রতি প্রাণখোলা দরদী ব্যবহার। নিতুর মা, কামিনী, তাঁর একান্ত পরিচারিকা। একদিন তাকে তিরস্কার করছেন,—"আচ্ছা মেয়ে তো তুমি, কামিনী। বাড়ীতে তোমার ছেলেমেয়ে রয়েছে চারটি। ছোট মেয়েটি আবার পাঁচ বছরের। বাড়ী যাও নি, পাঁচ মাস। যাবে তো ডায়মণ্ড হারবার। ঘণ্টা দু'তিনের রাস্তা। তাদের একটু খোঁজ খবর কর। দু'দিনের ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। যাও, একবার বাড়ী ঘুরে এস।"

"যাবতো, মেমসাহেব, কিন্তু আপনার কাজ কর্ম্ম করবে কে ? এ দুতিন দিন ?"

"তোমার অত ভাবতে হবে না। আমি সামলে নেব।"

কামিনীকে যেমন বলেছেন, তেমন আর সব ভৃত্যকেও। কেউ যদি বলত,—এদের আবার এত ছুটি কেন ? জবাবে বলতেন,—"আহা, কাজ করতে এসেছে এরা, ঠিক। তাই বলে' তাদের ছেলেমেয়েদের সাহচর্য্য পাবে না তা'রা, কালেভদ্রে ?"

কীড্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, তাঁর পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, দার্জ্জিলিং-এর দুটি মেয়ে,—এ্যানা ও ক্রেষ্টেলা। তাদের জন্য কি মায়া তাঁর ! নিজে আহার করবার আগে অনুসন্ধান করেছেন, এ্যানা-ক্রেষ্টেলার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। মৃত্যুর দিন, সকালে হাসপাতালে এ্যানাকে বলেছেন,—"দিনরাত আমার কাছে থাকছ। এন্টালী খৃষ্টোফার রোডে তোমার বাড়ী। বেশী দূরতো নয়। ছোট মেয়েটি তোমার, রয়েছে সেখানে। যাও, তাকে একবার দেখে এসো।"

এ্যানা এখনও সে কথা বলে, আর অঝোর ঝরে কাঁদে। বেচারা এ্যানা ! শ্রীমতী নেলীর ছোট একখানা ছবি, সে 'লকেট' করেছে। গলায়-বুকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

২৩

পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে দিন কয়েকের জন্য কলকাতা এসেছেন।

নিউ মার্কেটের একটি অতি পুরাতন বুক ষ্টল। বহুদিন ধরে ঐ দোকান থেকে শ্রীমতী নেলী বই-ম্যাগাজিন কিনেছেন। খুঁজে খুঁজে দোকানটিতে পেঁাচেছেন ! তাঁকে চিনতে দোকানীর কষ্ট হয় নি। স্বাগত জানাল তাঁকে দোকানী—"কতদিন পরে এলেন মেমসাহেব ! শুনেছি, আপনি এখন চাটগাঁ, ঢাকা থাকেন। দু'একবার আপনার ছবি দেখেছি, কাগজে। ভালো আছেন তো, মেমসাহেব ?"

দোকানীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন শ্রীমতী নেলী। তা'র ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

"সবাই ভালো,. মেমসাহেব। কেবল ছ'বছরের একটি নাতনী, প্রায়ই ভোগে। কোন-না-কোন ব্যারাম তা'র লেগেই রয়েছে।"

কয়েকখানি বই ও সাময়িক কাগজ ক্রয় করে', দশটাকার নোটে ত্রিশটাকা দোকানীকে দিলেন। "চাটগাঁ যাবার আগে আবার আসব"—বলে' দোকানের বাইরে পা বাড়িয়েছেন। দোকানী পেছন থেকে ডেকে বলল,—"ও-মেমসাহেব, ব্যালেন্স তো নিলেন না, পাঁচ টাকা যে আপনি ফেরৎ পাবেন।"

"ওঃ, তোমাকে বলা হয় নি। তোমার নাত্নীর খুব অসুখ বলছিলে, না? ঐ টাকা ক'টা দিয়ে ওর জন্য কিছু পথ্য কিনে নিও। বেশীতো দিতে পারলাম না!'

দোকানীকে বলতে শোনা গেল,—"এই বিলিতী মেমটি যেন আমাদের মা-মাসী।"

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট সংলগ্ন বাড়ীতে অবস্থিত 'করপোরেশন মিউজিয়াম' দেখতে যাচ্ছেন একদিন। কলেজ স্কোয়ারের কাছে এসে গাড়ী থেকে নামলেন। বললেন,—"এই সেই কলেজ স্কোয়ার! কত রাজনৈতিক নেতা স্বাধীনতা অর্জ্জনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, দেশকে স্বাধীন করবার শপথ নিয়েছেন, এই বাগানের বুকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের স্মৃতি-জড়িত কলেজ স্কোয়ার! পুণ্য ভূমি! কত বার এসেছি এখানে! কিন্তু, আগের রূপ তো নেই! কেন এমন হ'ল?"

কলেজ স্কোয়ারের উল্টোদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। দেখলেন,—নবনির্ম্মিত সুউচ্চ গৃহটি। জিজ্ঞেস করলেন,—"সিনেট হাউস কোথা গেল? সিনেট হাউস-এর সেই সুন্দর স্তম্ভগুলি? সিনেট হাউস-এর সেই প্রশস্ত সিঁড়ির সারি?"

সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজন বললেন,—পুরাতন সিনেট হাউস ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। তাঁর স্থানে এই নূতন গৃহ। শ্রীমতী নেলী বিস্মিত হলেন। বললেন,—"Old? Oh no. It was ever new." প্রায় রাগের সুরে মন্তব্য করলেন,—"I must say,—whoever has demolished the beautiful Senate House, he has acted indiscreetly. ক্ষোভের কন্ঠে বললেন,—"The Senate House was not only an architacture. It was more than that. It reflected the history of the birth and progress of an University. What a pity, it is no more!"

২৪

ভারত ও পূর্ব পাকিস্থান উভয় দেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শ্রীমতী নেলীর চেষ্টায় ও আনুকুল্যে প্রভূত উপকৃত হয়েছে। অর্থাভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম যখন অচল হয়ে পড়েছে, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শ্রীমতী নেলী ফিরেছেন দ্বারে দ্বারে। তাঁর আকুল আবেদন কোনদিন ব্যর্থ হত না। জে-আর-ডি-টাটা প্রমুখ দানবীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অসীম শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। শ্রীমতী নেলীর অনুরোধে সানন্দে তাঁরা অর্থ তুলে দিতেন শ্রীমতী নেলীর হাতে।

শ্রীমতী নেলীর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করে জে-আর-ডি-টাটা শিশির সেনগুপ্তকে চিঠি লিখেছিলেন—

Dear Sen-Gupta,

I was very grieved to learn of the passing away of your mother on the 23rd.

Over the many years that I knew her, I always was filled with admiration and affection for her as a great and unique lady who served the country of her adoption with total dedication. She will ever remain an inspiring example to later generations so few amongst whom show the same selflessness and spirit of discipline and selfsacrifice. On behalf of myself and my colleagues in Tatas, I extend to you our sincerest condolences in your great bereavement in which the whole country shares.

Yours sincerely,
J.R.D.Tata.

প্রতিবারই মাত্র অল্প ক'দিনের জন্য শ্রীমতী নেলী কলকাতায় আসতেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রায় প্রতিযোগিতা হত, কে তাঁকে অতিথিরূপে বরণ করবার সম্মান লাভ করবেন, তাই নিয়ে। দিন দু'তিন কারো আতিথ্য গ্রহণ করতেন। পরে তিনি যেতেন, পুত্রবধূ শ্রীমতী ইরা ও

কিশোর পৌত্র জয়ের কাছে। তাঁদের গুরুসদয় দত্ত রোডের বাসস্থানে। আর যেতেন, জ্যেষ্ঠপুত্র শিশির সেনগুপ্তর কন্যা, শ্রীমতী আয়েসা ও তাঁর স্বামী দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের বাটা নগরের গৃহে।

শিশির সেনগুপ্ত প্রথম জীবনে কলকাতায় টাটা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে বছর কয়েক বম্বে ছিলেন। গোয়ার সম্ভ্রান্ত Dandes পরিবারের Rudolph Amy Dandes-এর সুরূপা কন্যা শ্রীমতী আইভির সঙ্গে শিশির সেনগুপ্তর বিবাহ হয়।*

শিশির সেনগুপ্ত পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন, দরিদ্র দুঃস্থকে সাহায্য করবার মনোবৃত্তি। বেতন যা' পেতেন, তা' মাসের প্রথম সপ্তাহ যেতে না যেতেই নিঃশেষ হয়ে যেত। কত যুবক যে তাঁর অর্থ সাহায্য লাভ করে' স্কুল-কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেছে, তা'র ইয়ত্তা নেই। একবার তাঁর অফিস-ঘরে ঢুকে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারলেই হ'ল। বলতেন,—"আহা কাঁদছ কেন? কিছু টাকা চাই তো? এই নাও, ত্রিশ টাকা আমার পকেটে আছে। হস্টেলের খরচ দিতে পার নি, বললে তো? এখন এই টাকা দিয়ে চালিয়ে নাও। পরে এসো। যদি পারি, আরো কিছু দেব।" মাসের প্রথম দিকে প্রায় প্রত্যহই একাধিক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিত। ফলে, তাঁর বেতনের টাকা নিঃশেষ হয়ে যেত, অল্পদিনের মধ্যেই। পরে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হ'ত। নিজের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করবার জন্য। ঋণগ্রস্ত হয়ে, তাঁকে কষ্ট পেতে হয়েছে। নিগৃহীত হতে হয়েছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সুপারিশে বহু দুঃস্থ যুবকের চাকরী হয়েছে, টাটা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যত্র।

শ্রীমতী নেলীর জীবনের শেষের দু'বছর শিশির সেনগুপ্ত তাঁর কাছেই ছিলেন, কলকাতায়। রুগ্ন, জরাজীর্ণ মাতার শয্যাপার্শ্বে তিনি শয়ন করতেন রাত্রে। মায়ের যেন এতটুকু কষ্ট না হয়, মা যেন নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ না করেন এক মুহূর্ত্তও, সেদিকে শিশির সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। হাসপাতালে মা যখন মুমূর্ষু, তখন পুত্র শিশির, তাঁর শয্যা পার্শ্বেই ছিলেন। প্রিয়

* ভারত বিভাগের পূর্ব্ব থেকে আইভির পিতা ও মাতুল করাচিতে বাস করতেন। করাচির Cincinetus-অঞ্চল আইভির মাতুলের নাম বহন করছে। 'Decruzabad' আইভির অন্য মাতুলের নামে নামকরণ হয়েছে। 'Britto Road' আইভির খুল্লতাত, Latin Brittoর স্মৃতি-জড়িত।

পুত্রের হাতে হাত রেখে শ্রীমতী নেলী পরম প্রশান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিশির সেনগুপ্ত ও আইভির একমাত্র সন্তান,—কন্যা আয়েসা। সুশিক্ষিতা, সুদর্শনা। স্বামী প্রিয়দর্শন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। বাটা-প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদের কর্ম্মচারী। সুন্দর বাংলো তাঁর বাটানগরে। আয়েসা নিয়ে যেতেন সাদরে পিতামহীকে তাঁদের গৃহে। শ্রীমতী নেলী তৃপ্তিলাভ করতেন, তাঁদের অপরিসীম আদর-যত্ন লাভ করে।

মাতামহীর পরলোক গমনের পর আয়েসা স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর, এক প্রবন্ধে ঃ—

"I can remember when I was very young, being rather ashamed of the fact that my grandmother had spent some time in jail. I did not understand then the stirring tales of the freedom struggle and resistance. I just knew that jail was a place for criminals and I thought it rather odd that the family should talk about such a disgraceful event so openly. ....It was only when I was adult and read some of our history myself that I got to know something of those exciting days. Then it was a pleasure to hear Granny's tales, because she would mention names, that were so intimately connected with our Indian history, but which to her were those of good friends and comrades.

I shall always be grateful for the last three years, when, thanks to Mrs. Indira Gandhi, Granny was able to come to India after her fall. We will never forget the wonderful care and interest the Government took to see that her operation, her stay and all the problems were sorted out. It was a chance for my children to meet their famous great grandmother, though as far as they were concerned, she was not famous at all, but just a well-loved, well-teased Grandma, who told good stories and had interesting people to tea !

Granny was a great letter-writer, though the reading of her writing was quite a feat for the receivers ! She would write to Mrs. Gandhi (addressing her as "you wonderful woman") to

congratulate her on a speech she made, or an election victory or even for a well-chosen wardrobe on her trips abroad! Mrs. Gandhi always replied, which pleased Granny immensely.

Mrs. Dias, the wife of the Governor of West Bengal, became another good friend who also had occasion to receive letters in Granny's terrible scrawl. We went for tea to Raj Bhavan on several occasions, and Mrs. Dias was always so very kind. Granny looked forward to these outings. When she received the 'Tamra Patra', we were taken to the (Mahajati Sadan) Hall by the Chief Minister, Mr. Sidhwartha Sankar Roy and his very charming wife, Maya. Granny was amazed at the crowds on the road....

Granny was a great reader, and almost to the end, she spent much of her day in reading. She loved a "Happily ever after" and enjoyed women's magazines as well. She found some of the modern writers shocking, but I think, she was the most broadminded 86 years old lady I have ever met.

All the Sen-Guptas love entertaining, and Granny did most of all. She loved having people over, and had to offer them something, even if it was just coffee and biscuits. She got monthly parcels of chocolate from a niece (Mrs. Eileen Petit) in Geneva, which she shared with us all, including her doctor, Dr. Sailen Bhattacharya, for whom she had great regard. I know that she looked forward to his visits to her, and it was for him that she asked, when we had to take her back to the hospital a few days before she died.

Granny's death was a happy release for her, for, the last few days, it was no pleasure to see her struggle for breath. But for us who were left behind, it has taken a long time to get resigned to the fact that she is no longer around to talk and laugh with. I was very close to her ; we agreed on most things, and when we did not, we could laugh about it, and agree to disagree. I could talk to her as if she was of my age ; there was no question of thinking, "Better be careful : I can't say that to Granny !" We laughed at the same things, got annoyed

about the same things, and mostly liked the same sort of people. I miss her very much, and have many memories of the last few years of her life, when I was closer to her than ever before. I am glad that my children had the opportunity to meet her and know the wonderful great grandmother they had."

কনিষ্ঠপুত্র, অনিল সেনগুপ্ত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স অফিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খেলাধুলোয় পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে', ফুটবল এবং রোইং-এ। কলকাতা লেক্ ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় (Calcutta St. Xaviers College) একাধিক Inter University Sports প্রতিযোগিতায়, অনিল অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করেছিলেন।

মেধাবী ছাত্র অনিল। কলেজের পাঠ শেষ হয় নি। পিতৃহারা হলেন। বি-এ ফাইনেল পরীক্ষার বছরেই পিতৃবিয়োগ হ'ল। কেম্ব্রীজ যাবেন, তথায় অধ্যয়ন করবেন, বাসনা ছিল। বি-এ পাশ করবার পর, দেশপ্রিয়র দুই অতি প্রিয় বন্ধু—রাজা রাজেন্দ্র লাল মল্লিক-পরিবারের অতি সজ্জন জমিদার, শরৎ চন্দ্র মল্লিক, ও খ্যাতনামা সলিসিটার নিমাই বসু-পরিবারের গুণী ব্যক্তি, অরুণ বসু, অনিলকে একদিন বললেন,—"বুড্ডা, (অনিলের ডাকনাম) তুমি বিলেত যাও। তোমার ইচ্ছেমত সেখানে পড়াশুনা কর। যে-ক'বছর বিলেতে থাকবে, তোমার খরচ আমরা বহন করব। তোমার মহানুভব পিতা ছিলেন, আমাদের হিতকারী বন্ধু। তোমার বিলেতে থাকবার ব্যয়ভার বহন করলে, আমরা বলতে পারব না, তোমাকে আমরা সাহায্য করেছি। বস্তুতঃ, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহানবন্ধুর প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতার ঋণ, তার কিছু পরিশোধ করবার সুযোগ পেয়েছি, মনে করব।"

বয়সে তরুণ। কিন্তু সঙ্কল্পে দৃঢ়। অনিল উত্তরে বললেন,—"আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আপনাদের সহৃদয়তা ও সহানুভূতির জন্য। আমি দুর্ভাগ্য। পিতৃহীন আমি। পিতার আশীর্ব্বাদে, আমি নিজের চেষ্টায়, জীবনে যা' করতে পারি, তা'ই করব।

প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ একটি তরুণ জীবন! অনিলের অকাল মৃত্যুর পর, তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, বলেছিলেন—"He was a promise,...not fulfilment !" অনিলের আকস্মিক মৃত্যু, আত্মীয় বন্ধু মহলে এবং ক্রীড়া

জগতে গভীর শোকের ছায়াপাত করেছিল। শ্রীমতী নেলীকে সান্ত্বনা দিয়ে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন অনেকে।

'কলকাতা সাউথ ক্লাব'-এর পক্ষ থেকে গনেশ দে লিখেছিলেন—

9th September, 1949

"Dear Mrs. Sen-Gupta,

I have heard with deep regret the news of the death of your beloved son, Mr. A. Sen-Gupta. My Committee has asked me to convey their heartfelt and sincere sympathy in your terrible loss, Your son's death comes as a great shock to us all, and, it is impossible to express in words our real feelings for it, it is almost our personal loss...."

Yours sincerely,
Ganesh Dey
Hony : Secretary

লেক্ ক্লাব-এর সভ্যবৃন্দ শোক প্রকাশ করে শ্রীমতী নেলীকে লিখেছিলেন—

9th September, 1949.

Dear Madam,

It was with great sorrow that we learnt the sad news of the death of your dear son, Mr. Anil Sen-Gupta.

On behalf of the President and members of the Committee of the Club as well as on our own personal behalf, we wish to convey to you our sincere condolences and sympathies in your sad loss.

Yours very truly,
N. M. Medora,
J. Gupta
Jt. Hony. Secretaries,
LAKE CLUB

চট্টগ্রাম ইউনিয়ান-এর (Chittagong Union) পক্ষ থেকে সেক্রেটারি, ডক্টর বিনোদ বিহারী দত্ত লিখেছিলেন ঃ

7th September, 1949

Dear Mrs. Sen-Gupta,

The sad news of the premature death of your son, Anil Kumar Sen-Gupta, has come to us as a tremendous shock. I offer you on my behalf and also on behalf of the members of Chittagong Union, our heartfelt condolences at your great bereavement."

Yours scincerely,
B. B. Dutt
Secretary

পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের ডিরেকটার অব পাবলিসিটি, অমল হোম, শোকাভিভূত হয়ে লিখেছিলেন—

September 8, 1949.

My dear Mrs. Sen-Gupta,

It broke my heart to read this morning's papers—dear Budda is no more! My mind went back atonce to your Roy Mansions apartments twenty years ago. I still see him in his knickers going to school with his satchel swinging—his sweet young face wreathed in smiles.... It is not easy to believe that bright full-of-life youth is no more...."

Yours in deep sympathy,
Amal Home

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক সংঘ-এর পক্ষ থেকে বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী শোক প্রকাশ করেছিলেন,—

My dear Mrs. Sen-Gupta,

We were shocked to read of your sad and sudden bereavement. May God give you strength to stand this bolt from the blue-... Please convey our condolences to the other members of your family....

Yours sincerely,
Birendralal Chaudhury

ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী, চারু চন্দ্র বিশ্বাস শোকবার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন,—

Dear Mrs. Sen-Gupta,

Inscrutable are the ways of Providence : and how hard it is in the hour of affliction and sorrow to realise that they are ways of love and mercy ? Still in that faith and belief lies our only sheet anchor. May the All Merciful assuage your bleeding hearts and bring solace and comfort to those whom the dear one has left behind. ...

Yours in sorrow,
C. C. Biswas

বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী ইরা ও পিতৃহীন কিশোর পৌত্র, জয়, শ্রীমতী নেলীর মন অধিকার করে থাকত সর্ব্বদা। রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ, এস-এন-সেনের* কন্যা ইরা। মাতা, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন দুহিতা, শ্রীমতী সুজাতা।

* চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী, রেঙ্গুন প্রবাসী, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পূর্ণচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র, এস-এন-সেন। অন্য দুই পুত্র,—কলকাতা হাইকোর্টের জজ, এ-এন-সেন এবং রেঙ্গুনের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, হ্যারি সেন।

পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির প্রতীক ইরা। শ্বাশুড়ীর সেবা করে' নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

মৃত্যুর দিন-কয়েক আগেও দুঃখ করে শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—"জয়-র জন্য, কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বেচারা বাপ্পি, (অনিলের স্ত্রীর ডাক নাম) একলা, জয়কে লালন পালন করেছে। চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ীগুলো পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকার দখল করে নিল। গ্রামের জায়গা জমিও বেদখল হয়ে গেল, পাকিস্থান সরকারী কর্ম্মচারীদের হীন ষড়যন্ত্রে। আজও যদি, বাড়ী, জায়গা-জমি (বর্ত্তমান আনুমানিক মূল্য দশ লক্ষ টাকা) দখলের অধিকার পেতাম, তা' বিক্রি করে, বিক্রয় লব্ধ অর্থের কিছু আমি জয়কে দিতাম। বাকি, শিশির, রণেনকে দিতাম। তা'তে আমি পরম শান্তি লাভ করতাম।"

২৫

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সঞ্জীব প্রসাদ সেনের তিন কন্যা,—গৌরী, রাধা ও শচীকে শ্রীমতী নেলী বিশেষ ভালোবাসতেন। তাঁর স্মৃতিচারণে গৌরী লিখেছেন,—"চট্টগ্রাম থেকে আমরা চলে আসবার পরও শ্রীমতী নেলীর সংগে যোগাযোগ বরাবরই ছিল। নিয়মিত চিঠি দিতেন।....একবার আমরা লিখলাম,—'এবার এখানে (কলকাতা) এসে আমাদের কাছেই থাকতে হবে।' সানন্দে রাজি হলেন। আমরা তখন কলকাতা Improvement Trust ফ্ল্যাটে থাকি। ছোট বাড়ী। কিন্তু কোন অসুবিধাই তিনি গ্রাহ্য করলেন না। পরম আনন্দে আমাদের সংগে থাকলেন। টেবিল-চেয়ার ছাড়া মাটিতে বসেই খেলেন আমাদের সাথে.... ।"

চট্টগ্রামের একটি অতি জনপ্রিয় সেবা-প্রতিষ্ঠানের দারুণ অর্থাভাব। বেশ কিছু অর্থ সাহায্য না পেলে প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠান-পরিচালক-কর্ম্মীদের অনুরোধে শ্রীমতী নেলী এসেছেন ভারতে। অর্থ সংগ্রহ করবার অভিপ্রায়ে।

দক্ষিণ কলকাতার একাধিক সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, শ্রীমতী চিন্ময়ী সেন-গুপ্ত, ও তাঁর পুত্রবধূ,—শ্রীমতী নেলীর অতি প্রিয়, প্রতিমার বিশেষ অনুরোধে, এবার শ্রীমতী নেলী অতিথি হয়েছেন, তাঁদের ১৫ নম্বর সুরেন ঠাকুর রোডের বাড়ীতে। দিন কয়েক কলকাতায় অবস্থান করে তিনি গেলেন দিল্লীতে। অধিক অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। স্থির করলেন, পন্ডিত জওহরলালের শরণা-পন্ন হবেন।

লোক সভার অধিবেশন চলছে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল তখন বিশেষ ব্যস্ত। এই সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা সমীচীন হবে না মনে করে, দিল্লী পেঁাছে শ্রীমতী নেলী তাঁর বন্ধু-দম্পতী, মিঃ-মিসেস কে-এম-রাহার নিউ দিল্লীর বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

বন্ধুরা তাঁকে কাছে পেয়ে সাতিশয় আনন্দিত।

লোকসভার অধিবেশন শেষ হতে, বেশী দেরী নেই। ইতিমধ্যে শ্রীমতী নেলী দিল্লী ঘুরে বেড়াবেন, আত্মীয়স্বজন যাঁরা দিল্লীতে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন; লোকসভার অধিবেশন শেষ হলেই পন্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, স্থির করেছেন।

জিনিষপত্র ক্রয় করুন, কি না করুন, প্রত্যহ একবার বাজার ঘুরে বেড়ান শ্রীমতী নেলীর একটি চিরাচরিত অভ্যাস। অবশ্য শেষ অবধি কিছু তিনি ক্রয় করতেন নিশ্চয়ই। অন্ততঃ চকোলেট লজেন্স তো বটেই। মাঝে মাঝে শাড়ীর নূতন পাড়ও। আগের দিনে কলকাতায় অবস্থান কালে, 'নিউ মার্কেট' তাঁর প্রতিদিনের নিশ্চিত গন্তব্য স্থান ছিল। ব্যারিষ্টার স্বামী যতীন্দ্র মোহনকে হাইকোর্টে পেঁাছিয়ে দিয়ে, বাড়ী ফিরবার পথে, প্রায় রোজই নিউ মার্কেট যেতেন।

দিল্লী গেছেন, বহুদিন পর। পূর্ব্ব পরিচিত 'কনট সার্কাস'-এর বাজার দেখবার সাধ জেগেছে মনে। জনৈক বান্ধবীকে সঙ্গে করে সারা বাজার ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু ক্লান্ত হয়েছেন। বাইরে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে লজেন্স, চকোলেটের বাক্স। দুইবন্ধু বেশ চুশছেন লজেন্স, চকোলেট। আর দেখছেন, রাস্তার ভিড়।

অকস্মাৎ একাধিক ট্র্যাফিক পুলিশের হুইসল্ বেজে উঠল সমস্বরে। কিছু যেন সংকটের সুরে। পথিকের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। চলন্ত গাড়ী সব, মাঝ রাস্তা ছেড়ে, একধারে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত পথ-

চারী অধিকতর বিস্মিত নেত্রে দেখল,—'সিকিউরিটি' পুলিশের বেষ্টনী পেরিয়ে নেবে পড়েছেন গাড়ী থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু। ত্বরিত পদক্ষেপে রাস্তা অতিক্রম করলেন পণ্ডিতজী। আর, এগিয়ে এসে যেখানে থামলেন, সেখানে শ্রীমতী নেলীও তাঁর বান্ধবী দাঁড়িয়ে।

গাড়ী থেকে দেখতে পেয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু, শ্রীমতী নেলীকে। কাছে এসে, প্রায় তিরস্কারের সুরে পণ্ডিতজী বললেন,—"নেলী, কি রকম তুমি! দিল্লী এসেছ, আমায় খবর দাও নি!"

শ্রীমতী নেলী অপরাধ করেছেন, এমন সুরে পণ্ডিতজীর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,—"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মানসেই আমি দিল্লী এসেছি। লোকসভার অধিবেশন নিয়ে আপনি বিশেষ ব্যস্ত রয়েছেন। এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত না করে, কিছু পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব, স্থির করেছিলাম।"

কৈফিয়ৎ পণ্ডিতজী গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর গাড়ীতে, শ্রীমতী নেলী ও তাঁর বান্ধবীকে তুলে নিলেন।

শ্রীমতী নেলীর অনুরোধে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে পণ্ডিত নেহরু প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার সুপরিচিত সাংবাদিক উৎফুল্ল রায় ও তাঁর সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী হেনার অতিথি হয়েছেন শ্রীমতী নেলী একাধিকবার ঢাকায়। উৎফুল্ল রায় লিখেছেন—"...ইতিহাস জানে, নিপীড়িত মানবতার সেবাই ছিল শ্রীমতী নেলীর জীবনের ব্রত। তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তাঁর শক্তি, সামর্থ্য অনুযায়ী মানবতার সেবা করে গেছেন। উগাণ্ডার ভারতীয়ই হউন, অথবা মুর্শিদাবাদের নবাবদুহিতাই হউন, অথবা পূর্ব্ববঙ্গের নিপীড়িত মানুষই হউন, যিনি তাঁর সাহায্য কামনা করেছেন, কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেন নি। ...পূর্ব্ব বাঙ্গলায় দীর্ঘ কুড়িটি বছর শ্রীমতী নেলীকে একান্ত কাছে থেকে দেখেছি। পদপ্রান্তে বসে কাজ করেছি।....আমরা, যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের মনে এসে ভিড় করছে কত কথা। কত ছোট ছোট ঘটনা।...মানুষ নেলী সেনগুপ্তকে জানতে হলে, এসব ঘটনা, এসব কাহিনী বাদ দিয়ে তাঁকে চেনা যাবে না।...প্রাণশক্তি ছিল তাঁর অফুরন্ত। আশী বছর বয়সেও দেখেছি প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর কি আগ্রহ। শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউসপিসের রং ম্যাচ

করবার জন্য দোকানের পর দোকান ঘুরেছেন। সকালে ব্রেকফাষ্ট করে বেরুতেন—পটুয়াটুলি, নবাবপুর, বায়তুল মোকারম, নিউমার্কেট। সর্ব্বত্র। এবং প্রতিটি দোকান ঘুরে দুটো আড়াইটায় বাড়ী ফিরতেন। আমার স্ত্রী সঙ্গে যেতেন। শ্রীমতী নেলী হেসে বলতেন,—'হেনা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর পারছিল না।' তাঁর কিন্তু ক্লান্তি ছিলনা। খেয়ে একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়তেন। হয় সিনেমা দেখতে, নয়তো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে।...ঢাকায় এলে, কাজকর্ম্মের ফাঁকে, প্রতিটি দিন সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বন্ধুদের নিয়ে এমনি ছুটোছুটি, হৈচৈ-এর মধ্যেই কাটত। যখনই তাঁর কাছে গেছি, দেখেছি বই পড়ছেন, নয়তো সেলাই করছেন। সিল্কের শাড়ী পড়তেন। সেলাই করে 'ফলস' লাগাতেন। শাড়ী ধোয়ার আগে খুলে নিতেন। উলের কাজও সুন্দর করতে পারতেন। আমার বড়ছেলে দ্বৈপায়নের জন্মের পর দুই সেট্ অপূর্ব্ব উলের সুট্ পাঠিয়েছিলেন, যা' দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আতিথেয়তা ছিল অতুলনীয়। বন্ধু-বান্ধবদের নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসতেন। ভাল লুচি তৈরী করতে পারতেন না। এই না পারার জন্য আপশোষের অন্ত ছিলনা।...."

কংগ্রেস নেতা, কলকাতার মেয়র, বাংগলা মন্ত্রীসভার সভ্য, কলকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এডভোকেট সন্তোষ কুমার বসু শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন,—"As an observer from close quarter, I recall today how the sacrifices and sufferings of her husband were fully shared by her. I am also happy to recall that when her husband had reached the pinnacle of fame by his services to the country, Mrs. Nellie Sen-Gupta remained the same unostentatious and devoted house wife that she was in her earlier days when her husband was a struggling junior at the Bar....

"I remember one particular occasion when I had engaged Mr. Sen-Gupta as my Senior in a case in the High Court Sessions. He had fixed a consultation with me in the morning at his residence. The matter was complicated, and there was hardly any time left for me to go home, have my meals, and then go to Court. Mrs. Sen-Gupta had probably sensed this possibility. At the end of the consultation she asked me to step into dining room, where I found a full Bengali meal

waiting for me. She took her seat at the table and remained seated until I finished my meal with great satisfaction. I wondered if she had cooked it herself, as Mr. Sen-Gupta's lunch would go much later at lunch time to the High Court Bar Library.... I have cherished that occasion in my memory for about half a century with affectionate reverence. Her gentle and genial temperament coupled with her stuborn courage and endurance made her a true representative of the Indian womanhood of her own choice...."

২৬

পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা কিংবা পাশ্চাত্য নিয়ম আচার অনুসরণ করার ব্যাপারে দেশপ্রিয়র হিপক্রিসি ছিল না। শ্রীমতী নেলীরও না।

একবার কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রাতঃভ্রমণের সময় শ্রীমতী নেলী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সচরাচর মহাত্মাজী শ্রীমতী আভা গান্ধীর কাঁধে একহাত রেখে, অন্য হাতে তাঁর লম্বা লাঠিটি ভর করে, ভ্রমণ করতেন প্রাতঃকালে। সেদিন তিনি শ্রীমতী নেলীর কাঁধে হাত রেখে চলেছেন। কথাচ্ছলে শ্রীমতী নেলী মহাত্মাজীকে বললেন,—"শাড়ী পড়ে আমি বেশ আরামে হাঁটতে পারি। কিন্তু টেনিস খেলবার সময় অসুবিধে বোধ করি। আমি কি ফ্রক পড়তে পারি?" মহাত্মাজী বললেন,—"কেন না? নিশ্চয়ই পার। তবে, তোমার ফ্রক খদ্দরের হতে হবে।"

আবার আরেক প্রশ্ন শ্রীমতী নেলীর।—"আমার স্বামী ও আমি Calcutta Club-এ যেতাম আগে প্রায় রোজই। আজকাল বেশী যাওয়া হয় না। যতীনের তো বছরের বেশীর ভাগ কেটে যায়, কংগ্রেসের কাজে সারা দেশ পরিক্রমায়। নয়তো কারাবাসে। যতীনের অবসর যদি কখনও হল, তবে যাই। স্বামী-স্ত্রী আমরা Ball Room Dance করি। এ নিয়ে বাইরে কথা হয়। আপনার অভিমত জানবার কৌতুহল জাগে মনে।" "নিন্দের কি আছে?" মহাত্মা

বললেন। আরো বললেন,—"Ball Room Dance-তো healthy exercise —আমার স্ত্রী জানতেন না। আমিও না। জানলে, অনিচ্ছুক হয়তো হতাম না।" দুজনেই হেসে ফেটে পড়লেন।

ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করেছেন দেশপ্রিয় এবং শ্রীমতী নেলী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে, ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন না। বহু ইংরেজ বন্ধুবান্ধবী তাঁদের ছিল, যাঁরা তাঁদের ভালোবাসতেন। Theo H. Thorne, M.C., European Assoication এর বিশিষ্ট সভ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। বিখ্যাত সাংবাদিক, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সুযোগ্য সম্পাদক, অমল হোম কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, Theo H. Thorne মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর "দেশপ্রিয় স্মৃতি সংখ্যা"-য় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে থরন্ উল্লেখ করেছিলেন,—

"...In all great men there is a duality of personality. The one side, in public, fierce, indomitable and overwhelming, the other in private, gentle, simple, affectionate. Mr. J. M. Sen-Gupta had this division to the full. Those who only read his public utterences saw something implacable. Those who knew him personally, with that kindly laugh (after which he nearly always, adjusted his pince-nez) and that sense of humour and fun, could scarcely imagine the two as being the one and the same.... 'J.M.' and I differed....as later we did entirely in our political outlook when Congress passed under the dictatorship of Mr. Gandhi. Such differences never interfered with our friendship....and here a trifle—but life is made of trifle. When he was in hospital in Calcutta (as prisoner) until quite recently, I could not see him, and though I might have written him.... as a good citizen, I did not do so. But through the intermediary of his excellent son, Shishir, I was able to convey to him, not only personal messages of intimate, kind and good wishes for his speedy recovery, but also some of my initialled brand of Turkish cigarettes....whether he smoked them or not, I do not know, but I always received his thanks.

"....This sketch would be incomplete if, as all wise men

know, I did not refer to the wife, who makes or mars a man. In his wife, Nellie Sen-Gupta, he had a refuge in every storm, and a helpmate in every time of trouble, a woman who has identified herself in every way with her husband's activities, and who never spared herself, in prison or out of it, in promoting the interests and creed he followed...."

২৭

একদিনের ছোট একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজয়রত্ন মজুমদার তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাঙলা'-য় লিখেছিলেন—

"....গত সরস্বতী পূজার দিন আমাদের পাড়ায় ছেলেদের সারস্বত সম্মেলনের নেতা নির্ব্বাচন লইয়া বহু মতভেদ হয়। শেষে ছেলেরা আসিয়া আমাকে বলে,—মিসেস নেলী সেনগুপ্তকে পাইলে সকল সমস্যার সুচারু সমাধান হয়! মিসেস নেলী সেনগুপ্তকে অনুরোধ জানাইবার জন্য আমি গিয়াছিলাম। ১৯৩৩ সালের শেষার্দ্ধে যে গৃহে প্রাণহীন দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন দেশপ্রিয়, সেই গৃহে। (১০-৪, এলগিন রোড—বর্তমান লালা লাজপত রায় রোড)।

"ছোট একটি তেপায়ার উপর এক রেকাব বার্তাবিলেবু, একখানি চামচ। সুখেন্দু বিকাশ সেই খানেই আমাকে হাজির করিলেন। প্রথম কথা,—"চা দিক"। আপত্তি নাই জানিয়া চায়ের ফরমায়েস গেল।

"চাটগাঁয়ের হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। হিজলীর দুর্ঘটনা* ঘটিয়া গিয়াছে। সকল অঙ্গে শ্রান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। বর্ণ মলিন। দেহ অবসন্ন। কিন্তু অধরের সেই হাসি, প্রভাত রৌদ্রের মত অম্লান, মধুর, সুন্দর, উজ্জ্বল। বি-পি-সি-সি (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি) নির্ব্বাচনে সহকর্ম্মীদের লজ্জাকর লাঞ্ছনার ব্যর্থ চেষ্টা, পঞ্চমবার মেয়র ইলেকশানে গুন্ডামী, কয়বৎসরে

* হিজলী জেলের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শাসকদের নির্দ্দেশে, গুলি করে সন্তোষ মিত্র প্রমুখ বিপ্লবী বন্দীদের হত্যা।

কত কাণ্ডই ঘটিয়া গিয়াছে। কত ঝড়, কত ঝাপটা, বহিয়াছে। কত অশনি-পাত হইয়াছে। ক্ষমতা লোলুপদের হীন ষড়যন্ত্র পদে পদে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া ব্যথার ও বেদনার পাহাড় রচনা করিয়াছে। বারবার কারাবাসের ফলে দেহজীর্ণ, রোগাশ্রিত। চিত্ত ক্লিষ্ট। কিন্তু অধরের সেই হাসিটুকু অধর ছাড়িয়া যায় নাই। তরুণ অরুণের মত স্বচ্ছ সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর হাসি। আশ্চর্য্য সেই হাসি। আরো আশ্চর্য্য সেই মানুষ। এততেও যাহার মুখে হাসি থাকে।....

"কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের সভা। যতীন্দ্র মোহন সভাপতি। বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ ছিলনা। কতযুদ্ধ হইয়াছে। কত জয়মাল্য বহন করিয়া সেই উন্নতশির, দীর্ঘদেহ, সদাহাস্যানন পুরুষ কলিকাতার পৌরসভায়, জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। আমার স্বভাবসিদ্ধ কুনো প্রকৃতি বশে কোনদিনও কোথাও যাই নাই, দেখিও নাই। বললেন,—'রত্ন, চলো ঘুরে আসি।' সেই হাসি। 'চলো, ভয় ভাঙিয়ে দেব।'

"ভীষণ গোলমাল। 'Law and Order' বুঝি থাকে না। এমন সময় আমাদের প্রবেশ। রাজার পার্লামেন্ট প্রবেশ দেখি নাই। বড়লাটের দরবার-প্রবেশ চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। জানি না, সে সব স্থানে কি ঘটে। বিদ্যুৎ যেন বার্ত্তা বহন করিয়া গেল,—'সেনগুপ্ত আসিয়াছেন'। বিদ্যুৎ যেন সব কোলাহল বিদ্যুৎ বলে স্তব্ধ করিয়া দিল। তবু অঙ্গে তাঁহার রাজবেশ নাই। তিনি রাজা নহেন। সঙ্গে তাঁহার রাজদণ্ড নাই। তিনি রাজ প্রতিনিধিও নহেন। এককণা মণি-মানিক্য ও নাই। না, ভুল বলিতেছি, মণি-মানিক্য ছিল বৈকি! সুগঠিত অধরের সেই হাসিটি ছিল মণি। আর আয়ত সুন্দর নয়নের ঔজ্জ্বল্য ছিল, মাণিক্যেরই মতন দীপ্তিমণ্ডিত। বাঙ্গলা-দেশে সুপুরুষের সংখ্যা বড় কম। বিরল বলা চলে। ফরসা রং, পটলচেরা চোখ, পানের মত মুখ, অনেক সুপুরুষ হয়তো ছিলেন, আজো আছেন। কিন্তু পুরুষের মত পুরুষ, সহস্রের মধ্যে এক, দীর্ঘ দেহ, বৃষস্কন্ধ, সুঠাম গঠন পুরুষ, বড় কম। সেই কমের মধ্যে যে দুএকজন ছিলেন, যতীন্দ্র মোহন তাঁদের মধ্যে সত্যসত্যই সুপুরুষ। তেমন সুপুরুষ আর ত দেখিনা। ইনস্টি-টিউটে সেই দুইতিন সহস্র ভাবি নাগরিকদের মধ্যে এই বিরাট পুরুষকে সেদিন যেমন সুপুরুষ দেখিয়াছিলাম, তেমন আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই। শ্রষ্টা তাঁহাকে জননায়ক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সুপুরুষ করিয়া। শ্রষ্টা তাঁহাকে দেশপ্রিয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই হাসি দিয়া...মরণোৎসবে যোগ

দিতে গিয়া দেখি, অধরের সেই হাসি শমনও কাড়িয়া লইতে পারে নাই।... আজো সেই হাসি আমার নয়নমনে হাস্য করিতেছে।.... ।"

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রিয় বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে শ্রীমতী নেলী যখন হাসি-রসের আলাপে, গল্পে, মেতে যেতেন, তখন,—স্বামী সুপুরুষ, প্রিয় দর্শন,—এ গর্ব্ব তাঁর, গোপন রাখতে পারতেন না তিনি। কোন বান্ধবীকে বলেছিলেন—কিছু কৌতুকে, কিছু গর্ব্বিত মনে ঃ—

"I did not realise how goodlooking my husband was until I read all the notes I got now about 'the handsome Mr. Sen-Gupta in the Bowla case', 'the handsome Mr. Sen-Gupta of pleasing manners', 'the handsome Mr. Sen-Gupta, the leader', 'the handsome Mr. Sen-Gupta, the Mayor !' Even I did not realise, I had such a goodlooking husband !"

স্বামীর গৌরবে গরবিনী স্ত্রী শ্রীমতী নেলী, যতীন্দ্র মোহন সম্বন্ধে বলেছেন,—

"He had a very outgoing nature. Even in Cambridge, he was very much liked. On one occasion on Parkers Piece in Cambridge, he was asked to play in a Cricket Match, and he made a hundred not out. He became one of the most popular people of that phase. Everyone liked him. My relations, they may not have liked my marriage in the beginning, but they liked him thoroughly in every way. He had very pleasing manners and there was something open and straight about him always.

He was a very fine sportsman. He was a fine tennis player, fine cricketer ; he was a good bridge player. And, whatever he took up, he took up with his whole heart. That was why, I think, he was such success as a Mayor. The Europeans also liked him. They knew exactly what they were dealing with when they dealt with him, and, I think, their opinion of him gives a very good idea,—"He is a politician, he is a thorough gentleman." I think, that is a high praise for an Indian whom they were fighting always. They found that he was the best man and they gave him their full support in the Corporation. I never heard any one say that they did not like Sen-Gupta.

He was a man who enjoyed everything. He enjoyed stage shows. When we had very little money, and, for, plays we would come to the theatres, he would take good seats. I used to say,—'No, we cannot really afford it.' He said,—'When we can afford it, we may be too old. Now we are young enough to enjoy. You can do without some of your bed-sheets and things like that.' He enjoyed every part of life. And I have no doubt that inspite of the worry and enxiety, he enjoyed his political life....My husband was always very optimistic, and he thought that independence would come soon."

২৮

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের পরলোকগমনের পর, অনুরাগী দেশবাসী তাঁর একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত করেছিলেন, জন্মভূমি চট্টগ্রামে। 'যাত্রামোহন সেন টাউণ হল' প্রাঙ্গণে। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ভারতবিদ্বেষী পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দের উপনিবেশিক শাসনকালে মর্ম্মর মূর্ত্তিটি ধ্বংস করবার চেষ্টা হয়েছিল কয়েকবার। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সতর্ক প্রহরায় মূর্ত্তিটি বহুকাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু শেষ অবধি রক্ষা করা গেল না। বর্ব্বর পাকিস্থানী হানাদাররা ১৯৭১-এর সংঘর্ষের সময় প্রচণ্ড বোমার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল, মূর্ত্তিটি। এই সংবাদ শুনে শ্রীমতী নেলী মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। পশ্চিম বাঙ্গলার দরদী মানুষের অর্থানুকূল্যে একটি নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল। এবং তা' পুন-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। এই প্রসঙ্গে সুপরিচিত কংগ্রেস সেবী চিত্তরঞ্জন দাশ, তাঁর লিখিত, 'শ্রীমতী নেলীর স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন,—

"....বাঙ্গলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম 'যাত্রা মোহন সেন হল' প্রাঙ্গণে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর মর্ম্মর মূর্ত্তিটি বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ শুনে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে ভীষণ মর্ম্মাহত অবস্থায় যে-ভাবে দেখেছিলাম, তাকে এক কথায় বলা যায়, যেন সদ্য বিধবার সজল চোখের করুণ-



শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসন ছেড়ে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীমতী নেলীর অতি সন্নিকটে ঃ পেছনে—অধিবেশনের সভাপতি ডক্টর শংকর দয়াল শর্ম্মা, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, শ্রীমতী মায়া রায়, ও শ্রীমতী আয়েসা চ্যাটার্জ্জি



দেশপ্রিয়র নির্ম্মিয়মান মর্ম্মর মূর্ত্তি পরিদর্শনে শ্রীমতী নেলী ঃ বামদিক থেকে শ্রীপতী নন্দী, ক্ষীরোদ সেনগুপ্ত, ভাস্কর—সিদ্ধেশ্বর পাল, সাধন দত্ত, অর্দ্ধেন্দু কানুনগো, শচীন গুহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, অমর প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ; মুক্তি সিংহ, শচীন দত্ত, প্রীতি নন্দী, আয়েসা চ্যাটার্জি এবং প্রবোধ সেন



চট্টগ্রাম আক্রমণ কালে পাকিস্হান হানাদাররা যতীন্দ্র মোহনের মর্ম্মর মূর্ত্তিটি চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল। এপার বাঙ্গলার জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের পৌরহিত্যে চট্টগ্রাম 'যাত্রা মোহন সেন হল' প্রাঙ্গনে উক্ত মূর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ছবিতেঃ অধ্যাপক পুলিন দে, মিসেস আজম, অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সিংহ, ডাঃ কামাল হোসেন ও সর্ব্বদক্ষিণে বিনোদ চৌধুরী



মহাজাতি সদনে বর্ষীয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন সভায় শ্রীমতী নেলী, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়,
জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী ও অন্যান্য বিপ্লবীগণ

রূপের অভিব্যক্তি।....সান্ত্বনার সুরে, দৃঢ়তার সংগে শ্রীমতী নেলীকে আমরা বলেছিলাম,—'আপনি ভাববেন না। পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মিত করে, দেশপ্রিয়র ৩৯শ তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের দিনে (২২শে জুলাই, ১৯৭২) আবার প্রতিষ্ঠিত করব আমরা মূর্ত্তি চট্টগ্রামে।....।' আমি অনুভব করলাম, তিনি নীরবে আশীর্ব্বাদ জানালেন আমাদের। আমাদের প্রস্তুতি কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তাঁকে নিয়মিত জানিয়েছি। তিনি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। তবু আমাদের অনুরোধে সাগ্রহে কুমারটুলি, ভাস্কর জি-পালের ষ্টুডিওতে গিয়ে মূর্ত্তিটির সুষ্ঠু নির্ম্মাণ অনুমোদন করেছিলেন।

"ষ্টুডিওতে মূর্ত্তিটি পর্য্যবেক্ষণ করবার সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম। তাঁর দৃষ্টিতে এমন ভাব,—তিনি যেন চলে গেছেন সুদূর অতীতে। ১৯০৭-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সুদর্শন তরুণ যতীন্দ্র মোহনের সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে। পাথরের মূর্ত্তি দু'হাতে ধারণ করে, পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, যতীন্দ্র মোহনের সুন্দর অবয়বের দিকে; যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর যৌবনবসন্তের সুন্দর দিনগুলি। শেষ অবধি অন্তরবেদনায় ভেংগে পড়লেন। একটি দীর্ঘশ্বাস, আর একবিন্দু নয়নের জল চেপে রাখতে পারলেন না। অস্ফুট স্বরে যেন বললেন,—

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।"

২৯

শ্রীমতী নেলী জনপ্রিয় নেত্রীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নানা সভা সমিতিতে এবং গণ সমাবেশে তাঁর আমন্ত্রণ আসে পৌরহিত্য করবার জন্য। তিনি সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সব রকম সমালোচনার উর্দ্ধে থেকে, তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন।

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং দেশের সর্ব্বপ্রকারের উন্নয়ন মূলক কাজে নারী সমাজের অংশ গ্রহন অপরিহার্য্য, এ দৃঢ় অভিমত, শ্রীমতী নেলীর বিভিন্ন

সময়ে প্রদত্ত নানা ভাষণে পরিস্ফুট। একবার কলকাতায় "স্কটিশ চার্চ কলেজ ইউনিয়ান"-এর বাৎসরিক প্রীতি সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছেন শ্রীমতী নেলী। তাঁর ভাষণে উক্ত অভিমত নূতন করে উপস্থাপিত করবার সুযোগ নিলেন তিনি। অনুষ্ঠানের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল সংবাদ পত্রে ঃ

"The 'College spirit' enlivened the proceedings of the annual social gathering of the Scottish Church College Union held at the University Institute. The spacious hall was crowded to suffocation. Mrs. Nellie Sen-Gupta who was the guest-in-chief of the evening, was garlanded by a lady student amidst a burst of cheers.

"Addressing the gathering, Mrs. Sen-Gupta hoped that the girls were given the same freedom of speech as the boys in the Union and that it was not like a Union that she had visited in Cambridge years ago where the girls were secluded in galleries and were not even allowed to clap. She asked the students to remember that none would ever be able to help the cause of the uplift of the nation, by trying to keep the girls down. Even if they tried to do so, the girls were sure to come to their own."

কারারুদ্ধ স্বামী যতীন্দ্র মোহন সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। ক্ষোভ প্রকাশ করে' শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—

"I had accompanied Mr. Sen-Gupta, to this hall on so many occasions in the past that it was impossible not to realise even in the midst of a social gathering why he conld not come here on this occasion. I hope, he would be with the students the next year."

Concluding Mrs. Sen-Gupta urged the students to take to Swadeshi—there must not be any doubt about that, she exhorted. Theirs was a College Students Union, and she was sure, they were doing all that was possible in that way. She realised that the function was a non-political one, but, it was quite impossible not to think of politics in view of what was happening in India today.

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে (১৬ জুন, ১৯৪৭ সালে) অনুষ্ঠিত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রীমতী নেলী সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেছিলেন। সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীমতী নেলী বলেন,—

"Deshabandhu Chittaranjan was indeed a great soul. He was a marvellous man having tremendous strength of character and great charm. The very note of the Asian Conference which had such a great success in Delhi last year, was born out of the dreams of Deshabandhu Chittaranjan Das and poet Rabindra Nath Tagore."

অমৃত বাজার পত্রিকা শ্রীমতী নেলীর ভাষণের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছিলেন,—

"Mrs. Nellie Sen-Gupta said that Bengal had always been in the fore of national struggle. And she would like to tell the youth of the country that Bengal would continue to remain in the fore. They had to fight for the cause of Bengal, because they had a man like Deshabandhu Chittaranjan born in their midst."

Mrs. Sen-Gupta further said that she would like every one to remember what Deshabaddhu said, and she quoted a portion of his speech :

> "....The speech of Vivekananda filled our souls ; we understood that the Bengalee might be a Hindu, Mohamedan or Christian, but he continued to be a Bengalee all the same ; that he has a distinct type, a distinct character and a distinct law of his own. In this world of men, the Bengalee has a place of his own—a claim, a culture and a duty. ....In the wonderful variety of God's infinite creation, the Bengalee represents a distinct type, and Bengal is the image and embodiment of that type..."

In the words of Deshabandhu, she wanted everybody in the country "to come once more in contact with the living, vital soul of Bengal."

Mrs. Sen-Gupta recalled the close association of Deshabandhu Chittaranjan with her husband's family both at Chittagong and Calcutta. Her father-in-law, the late Jatra Mohan Sen-Gupta, and Deshabandhu were great friends and colleagues. During the Non-co-operation Movement of 1921, Deshabandhu came to Chittagong, and, at his call, young Jatindra Mohan Sen-Gupta and many other prominent men of the city gave up their profession and threw themselvcs into the movement. Deshbandhu took the full responsibility for the Non-co-operation Movement, and as he belonged to the province of Bengal, he first started work in this province. He toured the districts and everyday he gathered around him nationalistic fighters who threw themselves in the struggle at his call. Under his direction, the

movement gained terrific force and the Government could not ignore the tide of events any longer. In 1921, he was arrested and thrown into jail. On coming out of jail, he gave a new turn to the country's politics and emphasised that it was very necessary to capture the Council for carrying on their fight against the British, both inside and outside it. Some conservative elements in the Congress at first did not like this, but Deshabandhu could not be resisted. Soon he converted the country to his political faith, and many all-India national leaders came and joined with him. Today it made his people very sad to feel that Deshabandhu was no more, but his programme of Council entry had advanced them so far in their national struggle.

৩০

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছে।

পূর্ব ভারতে, চট্টগ্রাম, মিত্রশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। বর্মা রণাঙ্গনে জাপানের সঙ্গে মুকাবিলা করা হচ্ছে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে সৈন্য চলাচল করে'। চট্টগ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবন তখন বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন। শিক্ষাক্ষেত্রেও দুঃখের কালো ছায়া। দরিদ্র শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শ্রীমতী নেলীর মন কাঁদে। তাঁদের দুঃখ দুর্দশায় তিনি গভীর বেদনা অনুভব করেন। বঙ্গীয় আইন সভায় সরকারের শিক্ষা নীতির সমালোচনায় তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদাসীনতা ও শৈথিল্যের চিত্রটি তিনি তুলে ধরলেন আইন সভায়ঃ

"Mr. Speaker, Sir, I had no intention of speaking this afternoon ; but I feel, I must put the case of Chittagong before the Education Ministry.

"Sir, Chittagong has suffered more than any other place. At this time, when Chittagong was declared a non-family area, every school was closed. Even now, every big building is taken over by the Military. After months' pressure, the Primary Schools were started again. But, what is the condition of the teachers ? With their dearness allowance, their pay does not come up to the amount it did before the War. Mr. Wordsworth has asked, 'can we get teachers ?' My answer is—Yes, we can get teachers provided we pay them the salary they deserve. But what is the plight of the teachers now ? Their salary is scanty. They have to worry all the time about how to maintain their families, how to get enough food to eat. They have to rush from place to place for private tuition, as it is called, for a little more income. Consequently, they feel physically tired even before they begin to take their classes.

"The Primary Schools that I know a lot about, have absolutely no room to receive more pupils. Each room in every school has two classes. The Verandah is also used for holding classes. What will happen, may I ask, Sir, when the usual Chittagong monsoon starts ? It will not be possible for children to sit in the open Verandah in the rains and attend to their studies. Strangely, the schools are now asked to arrange for additional classes,—Middle-English-classes, But where is the accommodation for holding such classes ? Where are the teachers going to sit with their pupils ? There is no room for them to sit or even to stand.

"I would like to complain further about the delay in replying to letters relating to school matters. There is a school in 'Suchia', a village in Chittagong, started about 3 years ago. This school, for some reason, was allowed to start. Now everybody,—it is not just my opinion, it is the opinion of even officials who go there,—thinks, that the said school is not fit be called a school. It has no furniture ; It has no proper a chers. It has nothing which can entitle it to be run as a chool. For three years I have been trying to get the matter

settled. Last October, I wrote about this matter. I was told that the papers had not come to the hands of the person concerned. Evidently, he was calling for them, and they were taking a long time to come. I have written again, and I am sorry to say, I have had no reply regarding the matter as yet. I do feel, Sir, that this matter should be looked into atonce. One school is being spoilt, because another school is about to be run without any proper facilities. This is a bad policy, I must say. I am told, and it is true, that the Municipality is running the schools in Chittagong. But may I remind the Government that they have already taken over the Municipality themselves. Hence, it is their responsibility to run the schools in proper manner. And, may I add that it is high time, the Government remedies the wrongs done to the students and teachers of the Primary Schools. The schools should have more accommodation, the students proper facilities and the teachers decent wage. I would request the Education Ministry to be alert and energetic in this connection. (Applause)

অবিভক্ত বাংলার বিধান সভার আর এক ভাষণে শ্রীমতী নেলী চট্টগ্রামের নারী সমাজের পদস্খলনের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন। ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততির চরিত্রের ওপর মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টই প্রভাব বিস্তার করে সব চাইতে বেশী। সেই মাতৃজাতি যদি অভাবের তাড়নায় অনিচ্ছাকৃত কলংকময় জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তবে তা' হবে সমগ্র জাতির কলংক। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শ্রীমতী নেলী বিধান সভায় বলেন,—

"Sir, I have to speak on a very serious matter today. No other member from Chittagong has taken up this matter. It is the matter of venereal disease in Chittagong. I do not think that Government realise what a serious thing it has become there. People may starve, they may die ; they may starve and they may live, and, to a certain extent they can get on. But what does this mean ? It means that the next generation is going to suffer, and, for years the people of Chittagong have to suffer from this scourge.

"...It is due to poverty that this has come about.

Women of Chittagong were not bad before ; but they are bad through actual want and poverty, and certainly in Chittagong, it has been absolute want.... Women have not been able to buy clothes ; they have not been able to buy soap to wash the rags that they have. Is it to be wondered at that these women nearly mad with hunger and desperation have taken to the labour corps which they think might be an easy way out of their trouble ?

"I ask you to do away with this female labour corps. They have become a source of danger in Chittagong. When I first saw these women working, I was rather pleased. I felt that here is a mother, here are young people working, but since then I hear that there is a very great danger in Chittagong.

গভীর হতাশা এবং নৈরাশ্য বোধ, চট্টগ্রামের যুবশক্তিকে ক্রমশঃ বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কোন যুবক খেটে খাচ্ছে। চাকরী করছে কোথাও। হঠাৎ দেখা যায়, পুলিশ রিপোর্টে তা'র চাকরী গেল। ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার মনে হল। শ্রীমতী নেলী এই নিপীড়িত যুবসমাজের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর ভাষনে। তাদের প্রতি সুবিচারের দাবি জানান। তিনি বলেন,—

"There is another matter on which I want to say that Governtment is very slack about. That is about the boys. Some of them have taken part in politics. Some of them are so young that they have even now taken no prominent part in politics. They come to Calcutta. They get jobs. They work for six months or one year, sometimes for two years, three years. Suddenly, police reports come, and those boys are thrown out of their jobs. What are the boys going to do ? I know of a case when a boy worked for three years in a place giving entire satisfaction to the employer. Suddenly, from the blue came a police report and the boy was asked to quit. For six months I have been trying my best to get that boy's case settled. The boy has not taken any large part in politics, but boys of these days are expected to take some part in politics (crisis of "hear hear" from the opposition benches)...

It is a shame. Are you not bringing in a nation of bitter boys ? Sometimes it seems to me that the Government is anxious to make the boys unfriendly towards Government. What else can the boys be ? You have taken away their jobs. You have taken away everything that they want to have in life. When they are trying to do their best, they get nothing, but worries, anxieties and often starvation. (Applause)

৩১

চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের প্রতি শ্রীমতী নেলী শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন সর্ব্বদা। তাঁদের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন সর্বান্তকরণে।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা' যখন ট্রাইবুনেলের বিচারাধীন, ব্রিটিশের সঙ্গে তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তুমুল সংঘর্ষ চলছে। যতীন্দ্র মোহন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা প্রায় প্রতি সপ্তাহে বসছে। কলকাতায়, এলাহাবাদে, দিল্লী, বম্বে এবং লাহোর, অমৃতসরে। উক্ত সভায় যতীন্দ্র মোহনের উপস্থিত থাকা অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতীন্দ্র মোহন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনা করবার জন্য চট্টগ্রাম যেতে পারছেন না। শরৎ চন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, সন্তোষ কুমার বসু প্রমুখ বিচক্ষণ আইনজীবী বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম গেছেন। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর তরুণদের পক্ষ সমর্থন করেছেন আদালতে। তাঁদের সহকারী রূপে স্থানীয় এডভোকেটদের মধ্যে ছিলেন, রজনী বিশ্বাস, বিনোদ সেন।

অভিযুক্ত যুবকদের পক্ষ হয়ে, যতীন্দ্র মোহনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন, চট্টগ্রামের অন্যতম তরুণ বিপ্লবী, গোণু ভট্টাচার্য্য।* তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন। পুলিশ তাঁর সন্ধান করতে পারে নি তখনও।

* চট্টগ্রাম জেলার ছনহরা গ্রামের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সন্তান গোণু ভট্টাচার্য্য। 'ধলঘাট যুদ্ধের' বীর-শ্রেষ্ঠ শহীদ,—নির্ম্মল সেনের বর্ম্মায় অস্ত্র সংগ্রহকার্য্যে সহযোগী—বিপ্লবী কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা। তাঁর অন্য ভ্রাতা, তরুণ কংগ্রেস সেবী লালু ভট্টাচার্য্য অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে' কারাবরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত:, গোণু ভট্টাচার্য্য পরে ধৃত হন। জেলে বন্দী হন। তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল পুলিশ।

সংযোগ স্থাপন করেছেন, শ্রীমতী নেলীর মাধ্যমে। সংবাদ আদান প্রদান করেছেন, মধ্যরাত্রে, যতীন্দ্র মোহনের আবাস ভবনে এসে। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে। এ রকম পরিস্থিতিতে শ্রীমতী নেলী যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম, অনস্বীকার্য্য।

যতীন্দ্র মোহন মামলার গতি এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত।

সরকার পক্ষের এডভোকেট ছিলেন, কলকাতা আলিপুর জজ কোর্টের তদানীন্তন খ্যাতনামা গভর্নমেন্ট এডভোকেট, রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি। পুলিশ তাঁর হাতে মামলা সংক্রান্ত অনেক তথ্য, দলিল পত্র, সাক্ষ্য প্রমাণ, তুলে দিয়েছে। দিয়েছে, সূর্য্য সেনের ডায়েরীও (Diary)। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে পারবেন, নগেন্দ্র নাথের নিশ্চিত ধারণা। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি মামলা পরিচালনা করছেন।

স্বাধীন দেশে উক্ত তরুণদের মত বীর সন্তানরা লাভ করেন জাতির কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সম্মান। পরাধীন ভারতে এঁদের জন্য প্রস্তুত থাকে, ফাঁসির মঞ্চ!

যতীন্দ্র মোহন বিশেষ উদ্বিগ্ন। এক সন্ধ্যায় তিনি রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন। নগেন্দ্র নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা রয়েছে। কলকাতায় বহু মামলায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আবার, কলকাতা করপোরেশানে এবং ভিন্ন পরিবেশে দেশের মঙ্গল সাধন করবার প্রয়াসে একযোগে কাজ করেছেন। রাজনীতির বাইরে, নগেন্দ্র নাথ, যতীন্দ্র মোহনের অতি অনুরাগী বন্ধু। দুজনই ব্যস্ত মানুষ। আলোচ্য বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্ধারিত হল, রাত এগারটা।

শ্রীমতী নেলীকে সঙ্গে করে যতীন্দ্র মোহন নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে নগেন্দ্র নাথের ভবানীপুরের বাসভবনে উপস্থিত হলেন। নগেন্দ্র নাথ সাদর অভ্যর্থনা করে, নিজের লাইব্রেরী কক্ষে তাঁদের নিয়ে গেলেন। গোপন আলোচনা। কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হল।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা নিয়ে বিশদ আলোচনা হল। এক সময়ে নগেন্দ্র নাথের হাত চেপে ধরলেন যতীন্দ্র মোহন। আকুল অনুরোধ জানালেন,—"রায় বাহাদুর, আমার একটি কথা রাখতে হবে আপনাকে। মুক্তি পাগল বীর এই তরুণদের প্রাণ রক্ষা করতে হবে আপনাকে। তাদের বিরুদ্ধে বিবিধ সাক্ষ্য

প্রমাণ রয়েছে আপনার হাতে। . সরকার পক্ষের এডভোকেট আপনি। সে হিসেবে গুরু দায়িত্ব রয়েছে আপনার, আমি উপলব্ধি করি। এই তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণ রক্ষা হলে, দেশ উপকৃত হবে, আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার বিনীত অনুরোধ, এ'দের যা'তে প্রাণ রক্ষা হয়, তা'র ব্যবস্থা করবেন আপনি।"

নগেন্দ্র নাথ বিব্রত। নগেন্দ্র নাথ দ্বিধাগ্রস্ত। স্বীকার করলেন,— ব্যক্তিগত ভাবে, স্বাধীনতা সংগ্রামী এই তরুণ দলের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। স্বীকার করলেন,—তাঁর এই মনোভাবের অন্যতম কারণ, তিনি সূর্য্য সেনের স্বলিখিত 'ডায়েরী' পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। 'ডায়েরী'-তে লিখিত বিবিধ চাঞ্চল্যকর ঘটনার বর্ণনা পড়ে তিনি অভিভূত। বিস্মিত। দু'শত বৎসরের পরাধীন ভারতে সূর্য্য সেনের মত একজন অকুতোভয়, অসম সাহসী, সংকল্পে অটল, আশ্চর্য্য সংগঠন-প্রতিভাশালী সংগ্রামী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করতে পারেন, এ তাঁর ধারণার অতীত। সূর্য্য সেনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, যে বীর তরুণরা পরাধীনতার গ্লানি থেকে স্বদেশকে মুক্ত করতে অংগীকার করেছিল, তাদের প্রাণ রক্ষা করতে হবে।

সকলের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে, অভিযুক্ত বিপ্লবী কয়েকজনের, আজীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়েছিল। অবশিষ্ট যুবকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

চার দিনের 'জালালাবাদ যুদ্ধের' বীর বিপ্লবীদের অসম সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন শ্রীমতী নেলী। বিদ্রোহী তরুণরা যে অমিত বিক্রমে বিশাল ইংরেজ বাহিনীর সংগে সংগ্রাম করেছিলেন, তা'তে তিনি গর্ব্ব বোধ করেছিলেন। জালালাবাদ শহীদদের স্মৃতিচারণে শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন,—

> "We must admire the courage of the boys and girls of the Chittagong Armoury Raid. The Jalalabad young heroes held Chittagong for four days after giving stiff fight to the British rulers of the town. Later on, the brave boys and girls were outnumbered, and they suffered much. Some were killed, and some were wounded. And, I atleast know one, who even

now has a big scar on his neck,—who was seriously wounded. Many of them had gone underground. But the British Army, to take revenge on them, ransacked their houses in the town and villages, and brutally tortured members of their families....I pay homage to the freedom fighters, boys and girls, who gave up their lives for the country in Jalalabad fight.

৩২

স্বাধীন বাংগলাদেশে ফিরে যাবার একান্ত বাসনা ছিল শ্রীমতী নেলীর। ন্তন পরিবেশে, ন্তন উৎসাহ নিয়ে, জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। ভুলে যেতেন, তিনি অস্স্থ। ভুলে যেতেন, বয়স তাঁর ৮৪। বলতেন,—"আমি কি খ্ব ব্ড়ো হয়ে গেছি? অনেক কাজ যে আমার করবার এখনও বাকি রয়েছে।" শেখ ম্জিবর রহমান যখন কলকাতা এসেছিলেন, র্গ্ন শরীর নিয়ে রাজভবনে গিয়েছিলেন শ্রীমতী নেলী, বংগবন্ধ্র সংগে সাক্ষাৎ করতে। বংগবন্ধ্কে এবং স্বাধীন বাংগলাদেশের স্বাধীন জনগনকে অভিনন্দন জানাতে। একট্ স্স্থ হলেই চট্টগ্রাম ফিরে যাবেন, বলেছিলেন। বংগবন্ধ্ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, শ্রীমতী নেলীর অভিপ্রায় জেনে। বলে-ছিলেন,—"আপনার যখনই অভিলাষ হবে, আপনি বাংগলাদেশে আসবেন। বাংগলাদেশ সাদরে, সসম্মানে, আপনাকে অভ্যর্থনা করবে। কামনা করি, আপনি শীঘ্র স্স্থ হোন।"

শ্রীমতী নেলীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পাকিস্থানের স্ব্দ্ধি ও দ্ব্দ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল।

১৯৫৭-র প্র্ব-পাকিস্থানের ম্খ্যমন্ত্রী, আতাওর রহমানের, ভালো মান্ষ বলে খ্যাতি ছিল না কোন দিন। সংখ্যালঘ্দের স্বার্থের প্রতি বির্প ছিলেন তিনি, এমন অখ্যাতিই ছিল তাঁর। সংখ্যালঘ্দের বিষয় নিয়ে,

আতাওর রহমানের সংগে শ্রীমতী নেলীর নিয়ত সংঘর্ষ হত। শ্রীমতী নেলীর জন্ম-জয়ন্তী দিনে আতাওর রহমানও কিন্তু বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,—

"....By her integrity and services, devotion to the cause of country's freedom, and her untiring work for the welfare of the people, she has earned a place of love and respect in the country...."

পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধান সভার স্পীকার, আবদুল করিম, শ্রীমতী নেলীকে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে স্বলিখিত এক গুচ্ছ কবিতায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন,—

....'The lady of light'
I salute thee, lady of light,
Today, the twelfth day of January bright,
Three and three scores years and ten,
Amid a galaxy of our great men !

* * *

'Lady of light', Far above thy birth place
The land of thy choice thou didst place,
A miracle of womanhood,
Of whom we are justly proud .

* * *

We sat together in Provincial Assemblies
Both before and after our new bliss,
Behold, the self same radiant face
All and Sundry for ever grace !

* * *

With double heritage of East and West
An evergreen Nellie blest,
A record of all that is richest and best,
She gleams with promise of the noblest ! ...

প্রখ্যাত দানবীর-অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব পাকিস্থান বিধান সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। বিধান সভায় তাঁর প্রত্যেক কাজে শ্রীমতী নেলীর সহযোগিতা ছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধার জন্য শ্রীমতী

নেলীর নিরলস প্রচেষ্টা, রাজকুমার চক্রবর্তীর প্রাণে গভীর রেখাপাত করেছিল। একটি প্রবন্ধে তিনি শ্রীমতী নেলীর কাজের প্রশংসা জানিয়েছিলেন,—

"....It was Rudyard Kipling, who once sang in height of his British chauvanism that 'East is East and the West is West, the twain shall never meet'. But, it was, among others a British lady who has completely demolished Kipling's dictum, and proved by her life and conduct that the twain can meet and meet successfully...She has been an M.L.A., of East Pakistan Assembly. As the Doyen among the Congressmen of East Bengal, she follows in her thoughts, words and deeds the principle of Mahatma Gandhi, viz., non-violence, service and sacrifice... Whenever and wherever there is a lacerated heart or an injured family, she runs to the spot in spite of her failing health and age and gives the consolation by her sweetest words, and then pleads with the officials concerned for the redress of the grievances. Often her intervention with the officialdom bears no fruit, but she knows no disappointment, she never takes it as a rebuff, and again and again moves in the matter. That is the heart of gold she possesses which scarcely has its like. If she chose, she might be an Indian citizen and live in pomp and glory in Calcutta.... But it does not matter where she lives. She is above all, a lover of humanity, and she is always glad to serve men, wherever they be, without any distinction of cast, creed or country...."

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক সংঘের সম্পাদক, কর্ম্মবীর বীরেন্দ্র লাল চৌধুরী, শ্রীমতী নেলীকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁর জন্ম-জয়ন্তী দিনে,—

"....The moment she could realise the evil effect of British Imperialism in India, she rose to her highest spirit and threw herself headlong down into the struggle for freedom.... She did not only stand shoulder to shoulder with her husband in the struggle for freedom that continued through decades, but also inspired him silently but incessently,

"When the sad end of Deshapriya came under the most tragic circumstances, very few could imagine that Mrs. Sen-Gupta till then a shadow of her husband and a very tender-hearted woman, could overcome the personal grief and come out in the open to fight for the national independence. But that unexpected thing did actually happen. Completely forgetful of herself, she was out to continue the struggle for national freedom with full vigour.

She is a noble woman—a real mother in the eastern sense of the term. Politics is not her real pursuit, but she has been dragged into it. With a heart full of sensibility, she is moved to the extreme by human sufferings. Social welfare activities find her in her best. In times of distress, even at her 72nd year, unmindful of her own physical discomfort and sufferings, she would move about, in knee-deep mud, to remove the sufferings of the afflicted.

"In her little cottage, one will always find people of all communities and walks of life coming to her for solace and help. She would, with a smile on her face, try to infuse self-confidence and strength in them and would personally spare no pains to remove their distress. ....As a parliamentarian, she speaks little, but when she does, her speech is full of facts and reasoning, and creates a deep impression on everyone....

".....The secret of her going young at her 72nd year, lies in the fact that she is always active.... Here is a life of purity, simplicity and love...."

পাকিস্থান পারলায়ামেণ্ট সদস্য, আবদুল-এল বিশ্বাস, শ্রীমতী নেলীরে জন্ম-জয়ন্তী দিনে তাঁর গুণ গান করেছেন :

"...A lady of respectable stature inspiring awe and reverence—Mrs. Nellie Sen-Gupta, the worthy consort of Deshapriya Jatindra Mohan Sen-Gupta, the successor of Deshabandhu Chittaranjan Das, towered the valiant fighters in the battle of freedom for the country against her alien rulers sucking the blood of the people.

"The English lady adopted the religion and the nationhood of her husband and stood by him with fortitude and courage in fighting for the cause of his country.

"Turmoils and tribulations, tyranny and oppression that were concomitant with the fight for freedom, hurled at the tough fighters, could never quench the patriotism of Deshapriya, the emblem of which was always kept aflame by her infusing the spirit of freedom in his breast...the patriotism burning in her, the patriotism for this sub-continent for the freedom of which, her fight, like her husband was always ceaseless....She has been elected to the East Pakistan Legislative Assembly uncontested, and this clearly indicates how she is loved and respected by the people of Chittagong. She is a worthy representative of East Pakistan in general and Chittagong in particular..."

পাকিস্থান পারলায়ামেণ্টের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য বসন্ত কুমার দাস লিখেছেন :

"Even after the demise of Deshapriya J. M. Sen-Gupta, she never flinched from her duty by the country of her adoption. And since



কনিষ্ঠ পুত্র অনিল সেনগুপ্ত



অনিল সেনগুপ্তর পুত্র, জয়-এর নবপরিণীতা বধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন শ্রীমতী নেলী ঃ পার্শ্বে বিধবা পুত্র-বধূ শ্রীমতী ইরা



কলকাতায় সঞ্জীব প্রসাদ সেনের দুই কন্যা
গৌরী ও শচীর মাননীয়া অতিথি
শ্রীমতী নেলী



কলিকাতায় শ্রীমতী প্রতিমা সেনগুপ্তর শ্রদ্ধেয়া অতিথি
শ্রীমতী নেলী : ছবিতে—অনিমা দাশগুপ্ত, প্রতিমা
মঞ্জু রায় ও টুটু।





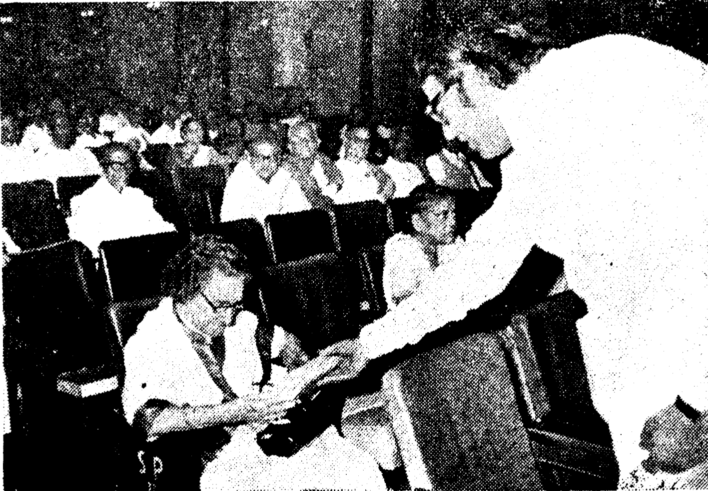
ওপরে ঃ
স্মৃতিকথা বলছেন্,
টেপ্ রেকর্ডে,
শ্রীমতী নেলী



নীচে ঃ
স্নেহধন্যা শ্রীমতী রেণুকা
দাশগুপ্তর অতিথি
শ্রীমতী নেলী



পশ্চিম বাঙ্গলার রাজ্যপাল-জায়া—শ্রীমতী জোন ডায়াসের আমন্ত্রণে
রাজভবনে শ্রীমতী নেলী, শ্রীমতী আয়েসা ও তাঁর কন্যা উর্ম্মিলা



স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষে
শ্রীমতী নেলীকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের তাম্রপত্র প্রদান

after the partition, she has been a notable figure in public eye of East Pakistan, always pursuing, with the same patriotic ardour and sincerity, the ideal of selfless service to the people of East Pakistan...."

পাকিস্থান সরকার শতচেষ্টা করেও শ্রীমতী নেলীর জনপ্রিয়তা এতটুকু খর্ব্ব করতে সক্ষম হয় নি। কেবল পূর্ব্ব পাকিস্থানে নয়, পশ্চিম পাকিস্থানের সাধারণ মানুষেরও তিনি প্রিয় ছিলেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের 'সোসেল ওয়েলফেয়ার কমিটি'-র সভ্য ছিলেন শ্রীমতী নেলী। উক্ত কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে, তাঁকে পশ্চিম পাকিস্থানে যেতে হত। জনসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এই অশীতিপর মহিলার অক্লান্ত দেশ সেবার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে', পশ্চিম পাকিস্থানের জনসাধারণও অকুন্ঠ চিত্তে শ্রীমতী নেলীকে তাঁদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করতেন।

করাচির সংবাদ পত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীমতী নেলীকে অভিনন্দিত করেছেন,—

"...Despite her failing health and advanced age, she is an angel of peace and comfort for many a troubled mind in our country....It was her spirit of service of the suffering people that desisted her from leaving Pakistan after partition. As an old Congressite, she could easily obtain power and position in India. Yet she chose to lie at Chittagong, the home town of her departed husband, and work for social, economic and political betterment of the people of our country unmindful of their cast and creed. She lives a simple life, but by virtue of her humanitarian feelings, her selfless spirit of service and sacrifice, her courage of conviction and her faith in her noble mission, she has won a place of honour among the great names of the past and the present."

তদানীন্তন পাকিস্থান পার্লামেন্টের সদস্য ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, পূর্ব্ব পাকিস্থনের দুঃস্থ অসহায় নরনারীর দুঃখ মোচনের জন্য শ্রীমতী নেলীর নিরলস চেষ্টার বর্ণনা করেছেন,—

> "....She runs, she continues to run, from post to pillar to afford some relief to the helpless in their unfriendly neighbourhood. Although head and ears above her surroundings in moral stature as friend or foe alike recognises, in most cases what she achieves, is an unabated chuckle behind her back. Still unfailing as her love for the people, the struggle continues day in day out. She knows no defeat. Humanity will triumph at the end, she hopes...."

৩৩

ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ব পাকিস্হান থেকে বিত্ত সম্পন্ন এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের সকলেই প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে, ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের বালিগাঁ গ্রামের এক পরিবার, অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির সংগে তাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ ছেড়ে এসেছিলেন। সেবা পূজা অর্চ্চনার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন, পূজারী ব্রাহ্মণের হস্তে। বিষয় সম্পত্তি গেছে দুঃখ নেই! কিন্তু বংশ পরম্পরাক্রমে পূজিত বিগ্রহ, পাকিস্থানে ছেড়ে এসেছেন, বালিগাঁ 'হরি বাড়ী'-র দাশগুপ্ত পরিবার শান্তি পাচ্ছিলেন না মনে। অবশেষে স্থির করলেন, বিগ্রহ কলকাতা নিয়ে আসবেন। কিন্তু কি করে, তা' সম্ভব? সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন, হিন্দু বিদ্বেষী, পাকিস্থান সরকারী কর্ম্মচারীগণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, এ তো জানা কথা। অশীতিপর পরিবার-প্রধান, শাস্ত্রবিশারদ, সতীশ চন্দ্র দাশ

গুপ্ত ও তাঁর হরিভক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমোদ রঞ্জন, শ্রীমতী নেলীর শরণাপন্ন হলেন। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন, বিগ্রহ কলকাতা স্থানান্তরিত করবার বিষয়ে।

বাস্তুহারা মানুষ, যে যে-কোন প্রকারের সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন, শ্রীমতী নেলী সাগ্রহে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের বাসনা পূর্ণ করবার প্রয়াসে। অধস্তন কর্ম্মচারীদের বাধা, আপত্তি, উপেক্ষা করে' শ্রীমতী নেলী পাকিস্থান সরকারের উচ্চ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শেষ পর্যন্ত বহু তর্ক বিতর্কের পর, পূর্ব্ব পাকিস্থান সরকারের সম্মতি আদায় করলেন, বিগ্রহ স্থানান্তরিত করবার প্রস্তাবে। শ্রীমতী নেলীর অনুরোধে, ভারতীয় হাই কমিশানের অন্যতম সচিব, অরুণাংশু দে, প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিলেন। বিগ্রহ কলকাতায় আনীত হল। কলকাতার সন্নিকটস্থ খরদহের শান্ত পরিবেশে, দাশগুপ্ত পরিবার যথোচিত সমারোহে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করলেন, নবনির্ম্মিত মন্দিরে।

অধুনা অগণিত ভক্ত সমাগম হয় প্রত্যহ, বিগ্রহ মন্দিরে। প্রতি উৎসবে, অনুষ্ঠানে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দর চরণে পূজা নির্ম্মাল্য দানের সময়, শ্রীমতী নেলীর উদ্দেশে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন তাঁরা।

চট্টগ্রাম আক্রমণ কালে, বিখ্যাত "চট্টেশ্বরী কালী" বিগ্রহ ও কালী মন্দির ধ্বংস করেছিল পাকিস্থান হানাদার-রা। পূজারী ব্রাহ্মণকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল। মসজিদ, গির্জ্জা, বৌদ্ধ বিহারও হানাদারের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় নি। চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, শ্রীশ্রীরাম-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম,—"কৈবল্য ধাম"ও হানদারের দৃষ্টি এড়ায় নি। বোমার আঘাতে এই আশ্রমও তারা ধ্বংস করল। শ্রীমতী নেলী তখন কলকাতায়। হাসপাতালে শয্যাশায়ী। নিষ্ঠুর অত্যাচারের সংবাদ শুনে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত। ভারত এবং বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের নিকট শ্রীমতী নেলী কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন, উক্ত ধর্ম্মস্থান সমূহের সংস্কার সাধনার্থ অর্থ সাহায্যের জন্য। পশ্চিম বাঙ্গলার ধর্ম্মপ্রাণ বানিজ্য-মন্ত্রী, তরুণ কান্তি ঘোষ, "চট্টেশ্বরী কালী" বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিহত পূজারী ব্রাহ্মণ-পরিবারের সাহায্য কল্পে পাঁচ সহস্র টাকা দান করেছিলেন। ভারত ও বাঙ্গলাদেশের সহৃদয় জন সাধারণ, সাহায্য ভান্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দান করেছিলেন। নূতন "চট্টেশ্বরী কালী" বিগ্রহ কলকাতায় নির্ম্মিত হয়েছিল। বাঙ্গলাদেশ সরকারের বিমান সংস্থা বিনা মাশুলে

বিগ্রহ কলকাতা থেকে বহন করে, চট্টগ্রাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী নেলী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরকে চিঠি লিখেছিলেন।

৩৪

বেশ কিছুদিন আগের কথা—শ্রীমতী নেলী বর্ণনা করেছিলেন।

শ্রীমতী নেলীর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে। কলকাতা এসেছেন, চিকিৎসার জন্য। কৃতি চক্ষু চিকিৎসক, ক্যাপ্টেন কিরণ সেন চোখ পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করলেন,—অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। কলকাতার এক নার্সিং হোমে চোখে অস্ত্রোপচার করলেন ক্যাপ্টেন সেন।

নেলী শয্যায় শায়িতা। দু'চোখই ব্যাণ্ডেজ করা। বেলা প্রায় এগারটা। নার্স কিছু উদ্বিগ্নতার সঙ্গে, কিছু ভীত হয়ে, শ্রীমতী নেলীকে বললেন,—"পুলিশ নার্সিং হোম ঘিরে ফেলেছে। কি হবে, জানি না!" শ্রীমতী নেলী বললেন,—"যা' হবার হবে। ডাক্তাররা বুঝবেন। তুমি অত ভাবছ কেন?"

এমন সময়, ভি-আই-পি (VIP) গাড়ীর পাইলট-সাইকেলের সায়রন শোনা গেল। রাজভবনের গাড়ী প্রবেশ করল, গাড়ীবারান্দায়। গাড়ী থেকে অবতরণ করলেন, এক মহিলা। কারো চিনতে কষ্ট হল না। মহিলা, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু। প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী। তখন উত্তর প্রদেশের গভর্ণর। বিনা আড়ম্বরে তিনি এসেছেন। আসবেন, এমন কোন সংবাদ পূর্বে দেন নি। নার্সিং হোমের ডাক্তার এগিয়ে গেলেন। শ্রীমতী নায়ডু সকলের কৌতুহল নিবৃত্তি করলেন। বললেন,—আপনাদের রোগী, শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তকে দেখতে এসেছি। ডাক্তার, নার্স, সসব্যস্তে, সসম্ভ্রমে নিয়ে গেলেন তাঁকে শ্রীমতী নেলীর ক্যাবিনে।

তাঁর স্বভাব সুলভ কৌতুকের সুরে শ্রীমতী নায়ডু বললেন,—Don't try to open your eyes, my dear naughty girl—I am Sarojini.

অতি পরিচিত প্রিয় কন্ঠস্বর। শ্রীমতী নেলী উল্লসিত হয়ে, হাত বাড়িয়ে

দিলেন। বললেন,—Oh, Mrs. Naidu, how sweet of you to have come to see me.

শ্রীমতী নেলীর হাতে হাত রেখে, বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, কপালে চুমু খেয়ে, বিদায় বিলেন শ্রীমতী নায়ডু। চিবুকে হাত দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন,—Get well soon. Courage dear courage !

প্রসঙ্গতঃ, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু কংগ্রেসের কাজে যখনি কলকাতা আসতেন, অতিথি হতেন নেলী ও যতীন্দ্র মোহনের গৃহে। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষেত্রে, তেমন পারিবারিক পরিবেশে, নিবিড় সম্বন্ধ ছিল পরস্পরের। শ্রীমতী নেলীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁকে দেখতে।

শ্রীমতী পদ্মজা নায়ডু যখন পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্ণর, তখন বার-দুই-তিন শ্রীমতী নেলী এসেছেন কলকাতায় পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে। প্রতিবারই পদ্মজা, শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'বিবি' (শ্রীমতী পদ্মজার ডাকনাম) পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্ণর। শ্রীমতী নেলী গর্ব্ব অনুভব করতেন। বলতেন,—"বিদুষী মাতার বিদুষী কন্যা, 'বিবি'। গভর্ণর-পদের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে।"

শ্রীমতী নেলীর তিরোধানের পর পদ্মজা শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন, শিশির সেনগুপ্তর কাছে লিখিত চিঠিতে ঃ

> My thoughts have been a good deal with all of you—with aunty Nellie's family by ties of blood, and her large family by adoption to whom she gave so much affection and understanding..."
>
> Shishir, what is there to say to comfort you ? Let me instead of mourning for aunty Nellie offer thanks-giving for her fearless and indomitable spirit that was such an example for us. And, let us rejoice that, after all the

long years of lonely exile, she was able to return to the country she had made her own with all those she loved around her......"

Beebee.

আর একদিনের ছোট একটি ঘটনা। —

শ্রীমতী নেলী হাসপাতালে। অল-ইন্ডিয়া-রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্রের প্রতিনিধি টেলিফোনে অনুরোধ জানিয়েছেন, সাক্ষাৎকারের জন্য। শ্রীমতী নেলী সাগ্রহে সম্মত হলেন। বললেন,—"যদি ঘন্টা দুই-আড়াই পরে আসেন, ভালো হয়। যা' বলব, তা' একটু গুছিয়ে নিতে চাই। অনেকদিনের আগের কথা জানতে চেয়েছেন তো!"

শ্রীমতী নেলীর ইচ্ছা,—বক্তব্য প্রথম লিখে নেবেন। রেকর্ড করবেন, লেখা থেকে পড়ে। আশঙ্কা,—সুদূর অতীতের ঘটনারাজি বর্ণনা করবেন, তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে, হয়তো সব কথা ঠিক বলতে পারবেন না। শ্রীমতী নেলীর স্নেহধন্য রবীন ব্যানার্জ্জি। কলেজে পড়ে। অতীতের কথা ভালোবাসে। তাই নেলীর কথা ডিকটেশান নেবার তার আগ্রহ খুব। নেলী রবীনকে ডিকটেশান দিলেন। অনেক কথা বললেন। ফুল্‌স্‌ক্যাপ্‌ কাগজের পৃষ্ঠা চার, টাইপে দাঁড়াবে।

"শীগ্গির টাইপ করে নিয়ে এসো, শিশিরের অফিস থেকে। দেরী কোর না। রেডিও-র ভদ্রলোক ঘন্টা দুই-র মধ্যে আসবেন।"

কাজ শেষ করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রবীন এসে পৌঁচেছে হাসপাতালে। লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ তা'কে আটকে দিয়েছে নীচে। "ভিজিটার একজন শ্রীমতী নেলীর কাছে গেছেন, তিনি নেবে এলে, তবে রবীন যেতে পারে"—লিফ্‌ট্‌-ম্যান্‌ বলল। "জরুরী কাগজ রয়েছে, তা'র কাছে, শীগ্গির সে-কাগজ পৌঁছিয়ে দিতে হবে শ্রীমতী নেলীর হাতে, অতএব তাকে অবিলম্বে ওপরে যেতেই হবে।"—লিফ্‌ট্‌ম্যান্‌ রবীনের কথায় কর্ণপাত করল না। তর্ক করে ফল হবে না, সময় অনেক নষ্ট হয়েছে। রবীন অগত্যা সাত তলা সিঁড়ি বেয়ে, শ্রীমতী নেলীর ক্যাবিনে উপস্থিত হল।

"বড্ড দেরী করেছ। আমার যা' বলবার, বলে ফেলেছি। রেকর্ড করা হয়ে গেছে। তবু, পড়তো একবার, টাইপ করে যা' এনেছ।"

রেডিও-র প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন। যা' রেকর্ড করেছেন, আর যা' ডিকটেড্ করেছিলেন পূর্ব্বে, দুটো অদ্ভুত মিলে গেছে। একটি কথাও বাদ পড়ে নি।

শ্রীমতী নেলী হেসে বললেন,—"দেখুন তো, ওরা বলে, আমি নাকি খুব বুড়ো হয়েছি, আমার স্মৃতি শক্তি খুব দুর্ব্বল। সব কথা নাকি আমার ঠিক মনে থাকে না। বলুন তো, সত্যি কি তা'ই ?" প্রতিনিধি বললেন,—"না, আপনার স্মৃতি শক্তি অতি প্রখর, বিস্ময়কর।" শ্রীমতী নেলী আনন্দিত হলেন। রেডিও-র প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানালেন।

দৈনিক 'বসুমতী'-র 'বৌ ঠাকুরানীর হাট'-এর পরিচালিকা, শ্রীমতী দিপালী ধর এসেছেন, শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, ১৯৭২-এর শেষের দিকে। শ্রীমতী ধর বসুমতী-তে লিখেছেন,—

...হাজির হলাম, কিড্ ষ্ট্রীটে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর ফ্ল্যাট-এ। এই রচনায় আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরছি।... যখন গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখনও মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, তাঁর সংগে কথা বলতে পারব কি ? শারীরিক অসুস্থতার জন্য শ্রীমতী সেনগুপ্তর বেশী কথা বলা, ডাক্তারের নিষেধ। দরজার 'বেল' টিপলাম। বেরিয়ে এলেন, শ্রীমতী নেলীর পুত্র, শিশির সেনগুপ্ত। তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানালাম। আমাকে ডেকে পাঠালেন শ্রীমতী সেনগুপ্ত, তাঁর প্রিয় বারান্দাটিতে। স্মিত হেসে, নাম জিজ্ঞেস করে, বললেন,—'বেশী প্রচার আমি ভালোবাসি না'। আমি হেসে ঘাড় নেড়ে বললাম,—আপনার শরীরের কথা মনে রেখে, আপনাকে অধিক বিরক্ত করব না।...প্রশ্ন করলাম,—এবার কংগ্রেসের (১৯৭২) অধিবেশন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ? উত্তর করলেন,—"এ এক সার্থক অধিবেশনের রূপ নেবে, আমি মনে করি। আর শুধু তা'ই বা বলি কেন, গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন এবারকার।"

আরো জিজ্ঞেস করলাম,—১৯৩৩ সাল আপনার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য। তা'ই না ? উক্ত সালে আপনি কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন। হেসে বললেন,—"উল্লেখযোগ্য তো বটেই। তবে, আমার সভানেত্রী হবার জন্য নয়। সভাপতি হবার কথা ছিল, পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের। পুলিশের কড়া নজরের ফলে যখন কোন সুবিধেই হল না, তখন ডাক পড়েছিল আমার।...তবে হাঁ, ১৯৩৩-এর অধিবেশন উল্লেখযোগ্য এই

কারণে যে, ব্রিটিশ সরকারের কড়া শাসনকে উপেক্ষা করে, বহু নর-নারী সে-দিনের সেই আনুষ্ঠানিক সভায় যোগ দিয়েছিল। দেখেছিলাম সেদিন, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য জনসাধারণের কি অদম্য স্পৃহা! আর, সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখবার কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। বন্দেমাতরম ধ্বনি শুনে পুলিশ যখন আমাদের গোপন অনুষ্ঠানের স্থান ঘিরে ফেলল, আদেশ করল—আমার ভাষণ পাঠ বন্ধ করতে, আমি তখনও এক আশ্চর্য্য উত্তেজনায়, তা' পড়ে চললাম। সে তো ভাই, অনেক কথা! উত্তেজনার সময়কার সব তো মনে পড়ছে না। উত্তেজনাটুকু এখনও যেন অনুভব করছি। তুমি বরঞ্চ সুখেন্দুর কাছ থেকে সব জেনে নিও।"

আমি বললাম,—আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। দু,একটা কথা আর জানবার ইচ্ছে হয়। যেমন,—তখনকার মেয়েরা ও এখনকার মেয়েরা—এঁদের মধ্যে স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠার কোন পার্থক্য দেখেছেন কি?

এবার তাঁর কপালে যেন বলিরেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললেন,—"তোমরা তো এখন অনেকেই শিক্ষিত হয়েছ। স্বাধীনতা পেয়েছ তোমরা। তোমাদের অনেক অধিকারও আজ স্বীকৃত। কিন্তু, আগের দিনের মেয়েদের কথা বলছি, তাঁদের যে-ক'জনের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁরা অতুলনীয়। যেমন,—দেশবন্ধু-ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী, কমলা নেহরু, সরোজিনী নায়ডু, অরুণা আসফ আলি এবং আরো অনেক। তাঁদের নামও হয়তো তোমাদের অনেকে জানে না। তাঁদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও একাগ্রতা অতুলনীয়। তোমরা যেন একটু বেশী চঞ্চল। কর্ম্মক্ষমতা অবশ্য তোমাদের কিছু কম নয়। রাগ করলে না তো?" হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

সব শেষে প্রশ্ন করলাম,—বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে আপনার কী মত? তিনি বললেন,—"সি ইজ্ এ ওয়ান্ডারফুল উওমেন্। তাঁর উদার দৃষ্টি ভঙ্গি, সাহস ও মনোভাব, জাতির দুর্দ্দিনে বড়ই সহায়ক। তাঁর সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা রয়েছে। তিনি সব কিছুই সার্থক করে তুলবেন।"

পেয়ালার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। "আর এক কাপ্ করে দিতে বলি?" বললাম,—অশেষ ধন্যবাদ, আপনার আতিথেয়তার জন্য। তিনি বললেন,—"একটু বোস, আমার নাতনী (আয়েসা) আসবে এক্ষনি।" জিজ্ঞেস করলাম,—বাচ্চা মেয়ে বুঝি? হেসে বললেন,—"হাঁ, চারটি বাচ্চার মা।

তবে আমার কাছে তো বাচ্চা বটেই।" কিছুক্ষণের মধ্যে এলেন তিনি।... যখন শুনলেন, কাগজের জন্য ছবি নেবো,...এসে ছবি তুললেন। বললেন,— আমাকে এক কপি দেবেন তো ? উত্তর করলাম, হাঁ।...

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। মনে হল, যেন জীবন্ত ইতিহাসের মাঝে সবেমাত্র অবগাহন করে ফিরছি"।

বিগত দিনের কথা আলোচনা করতে শ্রীমতী নেলী কোনদিনই ক্লান্তি বোধ করতেন না। পরন্তু, ভালোবাসতেন, সে কথা শুনতে ও বলতে। এ রকম, এক সময়ের কথা হচ্ছিল তাঁর, বিগত যুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী, চন্দ্র শেখর দে-র সহধর্ম্মিনীর সংগে, কিড্ স্ট্রীটের বাসভবনে বসে।

চন্দ্র শেখর দে ১৯০৯ সালে, খুবই অল্প বয়সে, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশী নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাননি। বহুকাল তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর সংগে ছদ্মবেশে ছিলেন। পুলিশের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে, বিপ্লবী দলের কাজ করতেন। ১৯১৩ সালের ২১ নভেম্বর, কলকাতা রাজাবাজার অঞ্চলে এক বোমার কারখানা পুলিশ আবিস্কার করল। ঢাকার দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, কালিপদ ঘোষ ও হীরণ ব্যানার্জির সংগে, চন্দ্র শেখরও গ্রেপ্তার হলেন ! আলিপুর জেলে বন্দী হলেন। কিন্তু কারারক্ষীর চোখে ধুলো দিয়ে চন্দ্র শেখর জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। পরে আবার গ্রেপ্তার হলেন উক্ত রাজাবাজার বোমার মামলায়। এবারও বিচারে তিনি মুক্তি পেলেন। কিন্তু পুলিশের ক্রোধ হ্রাস পেল না।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, চন্দ্র শেখর দে-র ওপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার, সুরেন্দ্র লাল খাস্তগীর (এস-এল-খাস্তগীর) অভিযোগ জানিয়েছেন বহুবার। অনুরূপ একাধিক রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায়, ব্যারিস্টার খাস্তগীরকে দেখা গেছে, সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতায় নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসতে। চন্দ্র শেখর দে-কে পুলিশ অন্তরীণাবদ্ধ করল। চন্দ্র শেখরের স্বগৃহে। বন্দী অবস্থাতে চন্দ্র শেখরের বিবাহ হয়েছিল, চট্টগ্রামের আবগারি বিভাগের অফিসার, শশী পালের ভগ্নীর সংগে। সরকারী কর্ম্মচারী শশী পাল। কিন্তু চরিত্রে তাঁর কিছু ব্যতিক্রম ছিল। পুলিশের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, শশী পাল, বিপ্লবী চন্দ্র শেখর ও তাঁর পরিবারের দেখাশুনা করতেন।

চট্টগ্রামের ব্রাহ্ম সমাজপতি, কাশী নাথ গুপ্তর "সংশোধিনী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছদ্মনামে শশী পাল প্রবন্ধ লিখতেন। সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর পাকা হাত ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে চন্দ্র শেখরের রাজনৈতিক কর্ম্ম পন্থা তিনি সমর্থন করতেন। চন্দ্র শেখর-সহধর্ম্মিনীর মুখে এসব চাঞ্চল্যকর কাহিনী আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করছিলেন শ্রীমতী নেলী।

উত্তরকালে, চন্দ্র শেখর দে, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের বিশেষ অনুরাগী কর্ম্মী রূপে শ্রীমতী নেলীর সঙ্গে পরিচিত হন। আসাম বেঙ্গল রেল ধর্ম্মঘট কালে, চন্দ্র শেখর, দেশপ্রিয়র অতি বিশ্বাস ভাজন সহকারী হিসেবে বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন কখন কখন, উক্ত কাজে। অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভা ছিল চন্দ্র শেখরের। শ্রীমতী নেলী বলছিলেন, সে প্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি, যেদিন মহাত্মা গান্ধী, যতীন্দ্র মোহনের আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম পরিদর্শনে এসেছিলেন। চট্টগ্রাম আগমনের পূর্ব্বে যতীন্দ্র মোহনকে বলেছিলেন গান্ধীজী,—"আমি চট্টগ্রাম যাব, একটি সর্ত্তে। যে ক'দিন আমি চট্টগ্রামে অবস্থান করব, কেউ- 'গান্ধী কি জয়' ধ্বনি দেবে না।" জনতার ওপর যতীন্দ্র মোহনের প্রভাব কিরূপ, তা' পরীক্ষা করাই মহাত্মাজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন দেশপ্রিয়। চট্টগ্রামে তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা। এ হেন সময়ে মহাত্মাজীর চট্টগ্রাম আগমন। স্বভাবতই, জনসাধারনের মনে উত্তেজনা অসীম। অগণিত নর নারীর সমাগম হবে, জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তা'রা আসবে দলে দলে। সহর চট্টগ্রামে। গান্ধী সন্দর্শনে।

যতীন্দ্র মোহন মহাত্মাজীর চেলেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দিন-সাত ধরে, প্রতিদিন স্থানীয় গান্ধী ময়দানে জন সভা। যতীন্দ্র মোহন, মহাত্মাজীর উক্ত নির্দ্দেশের উল্লেখ করতেন সভায়। প্রতিজ্ঞা নিতেন শ্রোতৃ মন্ডলীর কাছ থেকে,—"গান্ধীজী কি জয়" ধ্বনি তাঁরা দেবেন না। সভাশেষে মিছিল করে, সহর পরিক্রমা করতেন, গান্ধীজীর আগমনের দিনের মিছিলের মহড়া রূপে। মিছিলের পুরোভাগে থাকতেন,—দেশপ্রিয় ও তাঁর সহকর্ম্মী— শেখ্-এ-চাটগাম্ কাজেম আলি, মহিম চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী, প্রসন্ন কুমার সেন, কালী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, অম্বিকা চরণ দাস, নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজা শঙ্কর চৌধুরী, ইক্রামুল হক্, বাবা কৃপাল দাস উদাসী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং বরদা চরণ নন্দী, অন্নদা চরণ দে, জালাল

আহম্মদ, প্রেমানন্দ দত্ত, প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, সুশান্ত চৌধুরী, আপসর উদ্দিন, কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ, রাজেন ভট্টাচার্য্য, মহম্মদ হারুণ, সামস্ উদ্দিন শাশারামী প্রমুখ বিশিষ্ট তরুণ কংগ্রেস কর্ম্মী।

মহাত্মাজীর আগমণের দিন আসন্ন।

সুসম্বদ্ধ ভাবে আনুসঙ্গিক কর্ম্ম সূচী রূপায়ন করবার অভিপ্রায়ে সহস্র তরুণ-তরুণীর এক স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠিত হল। অধিনায়ক,—চন্দ্র শেখর দে।

জনতা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, শ্রীমতী নেলী।

মহাত্মাজী চট্টগ্রাম পেঁছুলেন রেলপথে। রেল ষ্টেশান-ইয়ার্ড, প্ল্যাট্-ফরম্ এবং ষ্টেশান থেকে, রহমতগঞ্জ যতীন্দ্র মোহনের বাসভবন পর্য্যন্ত, দীর্ঘ তিন মাইল রাস্তার দুই পার্শ্বে বিশাল জন সমাবেশ।

মহাত্মাজী জাতির জনক। অপরিসীম তাঁর একটি কথার মূল্য। গান্ধীজীর গুণমুগ্ধ জনতা, যে কোন মুহূর্ত্তে, তাঁর জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠতে পারে।

আশ্চর্য্য! সমাবেশ নীরব। নিস্তব্ধ। মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, নীরব জনতা যেন নীরবেই জয়ধ্বনির ঊর্দ্ধে উঠে, গান্ধীজীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

মহাত্মাজী অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। অভিনন্দন জানালেন চট্টগ্রামকে। প্রশংসা করলেন, চট্টগ্রামের অসাধ্য সাধন করবার ক্ষমতাকে।

শ্রীমতী নেলী বলেছিলেন, মহাত্মাজীর মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছিল, চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের অভাবনীয় সাফল্যে। শ্রমিক আন্দোলনের অভূতপূর্ব্ব সার্থকতায়। আইন অমান্য আন্দোলনের সর্ব্ব-প্রথম বিকাশে। সগর্ব্বে তিনি আরো বলেছিলেন,—ভিন্ন ক্ষেত্রেও চট্টগ্রামের বীর সন্তানগণ প্রমাণ করেছিল, চট্টগ্রাম সত্যই অসাধ্য সাধন করবার শক্তি রাখে।

শ্রদ্ধেয় অরুণ চন্দ্র গুহ শ্রীমতী নেলীর জীবনী আলোচনা করেছেন ঃ

"........নেলী যে, বছরের পর বছর দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিনী হিসাবে, তা' লোক চক্ষুর সামনে আসেনি। কিন্তু আমরা জানতাম। প্রথম ধাক্কা তিনি হাসি মুখে সহ্য করলেন, যখন ১৯২১ সালে আসাম বেঙ্গল রেলধর্ম্মঘটের ফলে যতীন্দ্র মোহনকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। এবং ৪০,০০০ টাকা ঋণ করে ঐ ধর্ম্মঘটীদের সাহায্য করেছেন। তখন ঘরনী হিসাবে নেলী, পতি ও সন্তানদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন নি ; তার উপরে বাড়ীতে রোজই ২০।২৫ জন কর্ম্মীর আহারের ব্যবস্থা করতে হতো। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর, কলিকাতায় যতীন্দ্র মোহন অর্থ উপার্জ্জনে মন দিতে পারেন নি। তার জন্য যে অর্থকষ্ট সংসারে হয়েছে, তা'ও নেলী হাসি মুখে সহ্য করেছেন।

"আর দেখেছি, ভারত ও বাংলা বিভাগের পর নেলী ঠিক করলেন স্বামীর ভিটায় থাকবেন। ওখানকার পাকিস্থানী সব লাঞ্ছনা নির্যাতন সহ্য করেছেন স্বামীর যারা নিতান্ত আপন জন ছিল, সেই চট্টগ্রামের জনতার সেবা করবার জন্য। তখনকার ঘটনা নিয়ে এই লেখককে বহুবার পণ্ডিতজীর কাছে যেতে হয়েছে। তখন দেখেছি, কি শ্রদ্ধা ও দরদের সঙ্গে জওহরলাল নেলীর বিষয় শুনতেন।........দেখেছি, সত্যকারের ভারতীয় মন নিয়ে কি ভাবে নেলী ওখানকার জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভব করতেন। একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য কতবার তিনি লিখেছেন—কতবার পণ্ডিতজী অর্থসাহায্য করেছেন। শেষে একবার এই লেখককে বলতে হয়েছিল জওহরলালের দুহিতার কাছে নেলীর নিজের জন্য। খুবই দরদের সঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। তখনকার বন্ধুরা জানিয়েছিলেন, নেলীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, প্রায় অচল। এটা প্রধানতঃ হয়েছিল পাকিস্থানী সরকারের দুঃশাসন ও অত্যাচারের ফলে। তখনও নেলী চট্টগ্রাম ছেড়ে আসতে চান নি, রাজী হন নি। তাঁর শ্বশুর ও স্বামীর সম্পত্তি বেদখল হয়ে গেল পাকিস্থানী সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে।....জীবনে অনেক দুঃখ ও আর্থিক কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে ; কিন্তু কোন দিন তার জন্য এতটুকু আক্ষেপ অনুযোগ করেন নি। একান্তভাবে ভারত সেবাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন—যার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নয়...."

অভিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ও কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ নবাব স্যার কে-জি-এম্-ফরোকি, শ্রীমতী নেলীর স্মৃতি চারণ প্রবন্ধে লিখেছেন,—

"....True, Sen-Guptas were on the Congress side of the fence and I on the side of Surendra Nath Banerjee's Ministerialist Party. This did not come in the way of our friendship and rapport one whit, which speaks eloquently for the largeness of their heart. In Nellie Sen-Gupta's death thus I personally lost one of my longest living friends which hurt me deeply.... The apparent paradoxes of her life, such as her fighting her own nationals on the side of their subject people and her opting to stay on in an area wholly hostile to her faith and convictions, emphasise this fact that she was an internationalist, who considered herself a member of the human family with a deep love and respect for the freedom of man.... Every patriotic individual in this sub-continent, India Pakistan and Bangladesh. must preserve a niche in the heart for Nellie Sen-Gupta, the like of whom we may not see for a long while yet."

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় ফণি ভূষণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমতী নেলীর চরিত্রের বৈচিত্রের উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

"....We have the deepest reason to be grateful to her for her constant effort to protect the Hindu minority of East Pakistan, for whom the conditions of life were extremely difficult. Indeed so difficult were they that, as is well-known, between 1947 and 1970, about a crore and a half of Hindus had to leave their hearth and home and come over to India after

suffering terrible losses of life and property and unspeakable indignities. They were not driven to India by the barbarities committed by the hordes of Yayah Khan which came later and fell on Hindu and Muslim alike. They were an earlier lot of refugees who had to leave East Pakistan, because of conditions created by local muslims which made their further stay impossible. It is on record that Nellie was tireless in her efforts to relieve the hardship of the Hindu's lot in East Pakistan, particulary in individual cases, such as of persons incarcerated in jail without any just cause, or of persons fallen ill in jall and needing medical help or of persons whose properties had been arbitrarily seized. But that she did all this did not mean that she was hostile to the majority and stood outside the main stream of their national life. She was with them in all the popular movements and considered herself to be as much involved as any son of the soil. After the brutal shooting down of some young men during the Language Movement of 1952, she was the first person to rush to the grounds of the Medical College and exhort the distraught students assembled there in their thousands to take courage, and outside the Legislative Council, hers was the first voice heard to denounce the atrocity and give fearless expression to the anger of the people....Her motive was not political but humanitarian....Indeed the fight for freedom being over and the pressure of political work having been considerably lightened, Nellie's character developed during her stay in East Pakistan a new dimension

which endowed her, as it were, with a radiance. It was a dimension of loving-kindness for all and a passion for humanitarian service. In rendering such service to all in need of it, irrespective of caste, creed and religion, she knew no rest and there was no end of demands on her....There were three personalties in Sreemati Sen-Gupta which combined to make her a truly extraordinary being. First, there was the devoted wife who merged herself completely in her husband and stood by him with her unfaltering love and affection at all moments of his life, most of which were moments of a crisis. Secondly, there was the dauntless fighter for the freedom of India, though the fight was against her own motherland. Thirdly, there was the ministering angel, bringing help and comfort to whomsoever she came to know to be in distress and radiating all round her sweetness and light. The scene of her activities between 1909 and 1947 was India....The memory of such a personality India cannot willingly let die...."

আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীমতী নেলীর তিরোধানে শোক প্রকাশ করেছেন ঃ

"শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর তিরোভাব সংবাদে দেশময় বিষাদের ছায়া নামিবে। বিশেষ করিয়া বিষন্ন বোধ করিবে, সীমান্তের এপারে ওপারে দুই বাংলা। নেলী সেনগুপ্ত যদিও আর দুই ভারত-পথিক অ্যানি বেসান্ত আর ভগিনী নিবেদিতার মতই সর্ব্বভারতে শ্রদ্ধায় উচ্চারিত একটি নাম, এবং যদিও তাঁহার জীবন ও কর্মের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতের মুক্তি, তবু একদা বিদেশিনী শাড়ি-পরা এই মহীয়সী নেত্রী ছিলেন, যেন বাংলারই মেয়ে। অসহযোগের উত্তাল দিনগুলিতে চট্টগ্রামে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তাহার পর দিল্লী, কলকাতা,—দেশ পরিক্রমা শেষে আবার চট্টগ্রাম। ১৯৩৩ সনে কলিকাতা

কংগ্রেসে নাটকীয়ভাবে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আগে, বলা নিস্প্রয়োজন, দেশ-প্রেমের একাধিক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত সুখ্যাত রাজনৈতিক নায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী মাত্র নহেন, কি গণ আন্দোলনে, কি আইন সভায়, পৌর সভায়, তিনি আপন যোগ্যতা এবং নিষ্ঠায়ই বিশিষ্ট দেশনেত্রী। এই সম্মানের আসনটি তাঁহার অনড় ছিল দেশ বিভাগের পরও। বাংলার অন্য খণ্ডেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় নেত্রী। তাঁহার আর এক প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র, নানা স্মৃতি বিজড়িত এই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন মাত্র বছর তিনেক আগে—চিকিৎসার জন্য। ঘর ছিল তাঁহার দুই বাংলারই হৃদয় জুড়িয়া, তবু শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত কলিকাতায়ই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, শোকেও মহানগরীর পক্ষে এটা বোধ হয় কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা। তাঁহার বিয়োগে স্বাধীনতার আগেকার দিন গুলির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের আরও সূত্র ছিন্ন হইল। এ সূত্রটিও, বলা অনাবশ্যক, দেশপ্রিয়র মতই স্বর্ণসূত্র।”

৩৬

সীমায়িত জীবনের অন্তিম পর্য্যায়ে উপনীত শ্রীমতী নেলী। তাঁর মৌলিক বিশিষ্টতায় হৃদয়ঙ্গম করেন,—‘ক্লান্ত বাঁশীর শেষ রাগিনী’র অমোঘ মূর্চ্ছনা। উপলব্ধি করেন, পরপারের আহ্বানে সাড়া দেবার সময় হ’ল এবার।

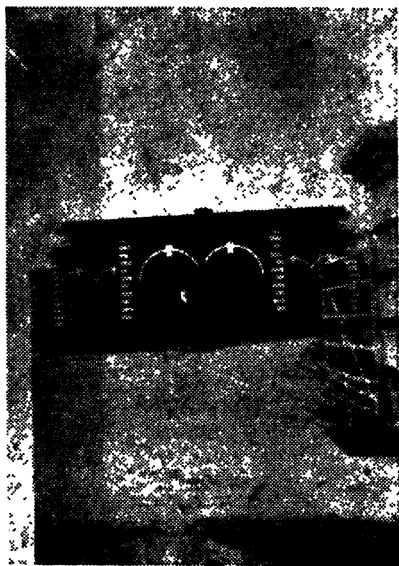
স্বীয় মহিমায় উজ্জ্বল জীবনের শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে ফিরে ফিরে তাকান, মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত স্মৃতিময় দিনগুলির দিকে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে জাত, এবং লালিত, মাতা-পিতার অতি আদরের শিশুকন্যা শ্রীমতী নেলী। সময়ানুপাতিক নিয়মে কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমা ক্রমশঃ অতিক্রম করে, কি বিচিত্র ভাবেই না বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছুলেন! নানা রঙে রসে সমৃদ্ধ কর্ম্মবহুল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেছেন। শুধুমাত্র স্মরণের আবরণে তাঁকে যত্নে ঢেকে রেখে, শেষ বয়সে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি তিনি। তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা



পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিতা শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত বলেছিলেন ঃ "...জাতির শ্রেষ্ঠতম সম্মান তো তাঁরই (দেশপ্রিয়র) প্রাপ্য ছিল !"

রাঁচীর জনমানবহীন পাড়ায় "নগেন্দ্র লজ"। অসুস্থ যতীন্দ্র মোহনের অন্তরীন আবাস। এই গৃহে যতীন্দ্র মোহন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ২২শে জুলাই ১৯৩৩





ক্যালকাটা হসপিটালে অন্তিম শয্যায় শ্রীমতী নেলী



শ্রীমতী নেলীর ৮৯তম

রাজ্যপাল-জায়া শ্রীমতী জোন ডায়াসের পৌরহিত্যে দেশপ্রিয় পার্কে তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম সমাহিত করার অনুষ্ঠান। ছবিতে: আই ভি সেনগুপ্ত, শ্রীমতী ডায়াস, শিশির সেনগুপ্ত, আয়েসা চ্যাটার্জি, চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাঃ অনিল রায়।

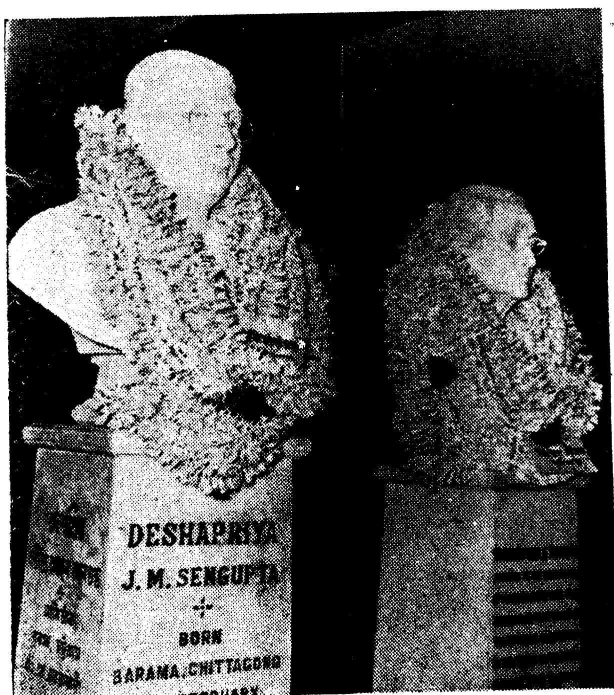


দেশপ্রিয় পার্কে শ্রীমতী নেলীর চিতাভস্ম সমাহিত করার পর বেদী মূলে স্মৃতিতর্পণ

জীবনে-মরণে অভিন্ন !



দিল্লী জেল থেকে মুক্তির পর হাওড়া ষ্টেশনে অভিনন্দন



দেশপ্রিয়র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে এই যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় নেতার এ রকম যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে বিরল।

জানেন, কি অপরিসীম আনন্দ তিনি পেতেন, তাঁর দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের স্মৃতি চারণে।

মহান স্বামী যতীন্দ্র মোহনের সংস্পর্শে এসে, পরম মমতায় উপলব্ধি করেছেন তিনি, দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরাধীন ভারতের মর্ম্মবেদনা। অনুরূপ ভাবেই অনুভব করেছেন, পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত হবার জন্য এই বিশাল দেশের জনমানুষের অভাবনীয় আত্মত্যাগ। শুধুমাত্র সহানুভূতির বাণী বা তাদের দেশ সেবার ধৈর্য্য, সাহস ও বীর্য্যবত্তার অনুকূলে উদাত্ত ভাষণ দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন,—জীবনে জীবন যোগ করা না হলে, ব্যর্থ হয় সেবার উদ্দেশ্য। তাই, সুখে দুঃখে ভারতের নরনারীর সঙ্গে একাত্ম হবার কঠিন ব্রতে উদ্বুদ্ধ হলেন শ্রীমতী নেলী। দ্বিধাহীন চিত্তে, অসম সাহসে অগ্রসর হয়েছেন। শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে। বিদেশী কবলিত ভারতের জনগণের দৈন্যের মাঝখানে আত্মসমর্পন করলেন। অসীম স্হৈর্য্যে বারংবার নিজেকে বিপন্ন করেছেন। অত্যাচার, নির্যাতন, কারাবাস তাঁর চলার পথ রুদ্ধ করতে পারে নি। এককালের ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন জীবনধারায় অভ্যস্ত বিদেশিনী, ভারতের সেবায় রত থেকে তিলে তিলে নিজেকে নিঃস্ব করলেন। ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত কিংবদন্তী হয়ে থাকবে নিশ্চয়।

আমরা গর্ব্বিত। স্বাধীন ভারত শ্রীমতী নেলীকে বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত করেছেন। পিতৃপিতামহের ঐতিহ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত, স্বাধীন ভারতের মহান নেত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ। শ্রীমতী নেলীর অপূর্ব্ব অবদানের কথা স্মরণে রেখেছেন তিনি। শ্রীমতী গান্ধীর নির্দ্দেশক্রমে ভারত সরকার ১৯৭৩ সালে শ্রীমতী নেলীকে 'পদ্মবিভূষণ' খ্যাতিতে সম্মানিত করবার সংকল্পবার্তা পাঠালেন। শ্রীমতী নেলী সম্মান গ্রহণের স্বীকৃতি জানিয়ে, অতীত জীবনের দিকে পুনরায় তাকালেন। তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল,—দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ,—স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন। উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, গৌর কান্তি, দীর্ঘদেহী, কর্ম্মে মহান, ত্যাগে মহান, সুপুরুষ মানুষটি। দেশপ্রাণতার ভাবমূর্ত্তি। শ্রীমতী নেলী স্মৃতির বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন। নীরবতা কাটিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, বললেন,—"জাতির শ্রেষ্টতম সম্মান তো তাঁরই প্রাপ্য ছিল!"

যতীন্দ্র মোহন, তাঁর ধ্যানের ভারত, তাঁর স্বপ্নের ভারত, দেখে যেতে

পারেন নি। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট, ভারতবর্ষ দু'শ বছরের পরাধীনতাপাশ মুক্ত হল। স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। যতীন্দ্র মোহন স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভার দূরে নিক্ষেপ করে, কারাগারের অন্ধকারময় পথ দিয়ে ইহলোক থেকে অপসৃত হলেন। ১৯৩৩-এর ২২ জুলাই তারিখে।

বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা এল। কত অশ্রু, কত ত্যাগ, শোণিত, আর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে। ভারত স্বাধীন হবে, বিভক্ত অবস্থায়, এই ব্যবস্থা যতীন্দ্র মোহন মেনে নিতে পারতেন না—স্বামীর এই মনোভাবের কথা শ্রীমতী নেলী ব্যক্ত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় তাঁর মন নিয়ত পীড়িত হলেও, তদানীন্তন বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তুত, বঙ্গ বিভাগের জন্য যে অনুমোদন-পত্র, তা'তে অন্তরবিদারী অনিচ্ছায় স্বাক্ষর যুক্ত করতে হয়েছিল শ্রীমতী নেলীকে, অবিভক্ত বাঙ্গলার সংসদ সদস্য রূপে স্বামী শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। মহান স্বামীর মহৎ আদর্শের কথা, এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীমতী নেলী বিস্মৃত হন নি। ঐ আদর্শে অনু-প্রাণিত হয়ে, নিন্দাস্তুতির উর্দ্ধে উঠে, দেশের ডাকে সাড়া দিলেন তিনি। স্বামীর জন্মস্থানকে মনোনীত করলেন তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র রূপে। তথাকার নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানবাত্মার সেবায় নিয়োজিত করলেন নিজেকে, পরম নিষ্ঠায়।

অন্তিম মুহূর্ত্ত সমাগত। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন শ্রীমতী নেলী। একটি কর্ম্মময় মহাজীবন, একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, মহাকালের অমোঘ বিধানে নিভে গেল।

একটি যুগের অবসান হল!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি-ভি-গিরি শোকাবিভূত হয়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের নিকট তার প্রেরণ করেছেন :

I am deeply grieved to learn of the passing away of Shrimati Nellie Sen-Gupta. In her demise the country has lost an ardent patriot and an eminent social worker. Her life of service and self sacrifice will always remain an inspiration. Please convey my heartfelt condolences to the bereaved family.

V.V. Giri.



পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রী এ-এল-ডায়াস গভীর শোকে অভিভূত হয়ে, শিশির সেনগুপ্তকে লিখেছেন :

Governor of West Bengal
Camp : Rashtrapati Bhavan,
New Delhi, 4.

My wife and I are profoundly grieved to learn of the death of Shrimati Nellie Sen-Gupta who belonged to a generation of freedom fighters of whom very few remain in our midst today. Though born a foreigner, she was the worthy consort of an equally valiant nationalist and her own contribution to India's freedom

struggle will forever be remembered by a grateful nation.

After the partition Shrimati Sen-Gupta, inspite of many personal difficulties, stayed on in the ancestral home of her late husband at Chittagong and her personal example provided solace and strength to countless people. Even in advanced years she did not choose the life of a recluse but took keen interest in social work and continued to inspire dedication and sacrifice in the younger generation.



শ্রীমতী নেলীর অতি স্নেহভাজন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, সিকিম থেকে শিশির সেনগুপ্তর নিকট শোকবার্ত্তা পাঠিয়েছেন ঃ

Deeply distressed at the sad news. Your family's grief will be shared by millions of Indians. Her sacrifice and her work will never be forgotten by the nation.



পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রিয় এবং শ্রীমতী নেলীর সহযোগী, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীমতী নেলীর শবাধারের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল নেত্রে বলেছেন ঃ

"একটি যুগের অবসান হল"।



প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী, দেশপ্রিয় অনুরাগী সহকর্ম্মী শ্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তর মহাপ্রয়াণে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন ঃ

জাতীয় মুক্তি সাধনায়, দেশ কল্যাণে ও মানবাত্মার সেবায় নিবেদিত ছিল শ্রীমতী নেলীর কর্ম্ম-দীপ্ত মহা-জীবন। তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, পরলোক গত স্বামী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের আদর্শের প্রতি তাঁর কি অবিচল ও অসামান্য নিষ্ঠা। আপামর জনসাধারণের সেবায় শ্রীমতী নেলী নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর তিরোধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা' অপূরণীয়।



কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ঃ

It is inconceivable to think of Deshapriya Jatindra Mohan Sen-Gupta without Nellie Sen-Gupta. It was a glorious role that both husband and wife played in India's fight for freedom.



পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল-পত্নী, শ্রীমতী জোন্ ডায়াস্ শোক প্রকাশ করেছেন, শ্রীমতী আয়েসার কাছে লিখিত এক চিঠিতে ঃ

Camp : Rashtrapati Bhavan
New Delhi

It was so sweet of your grandmother to write to me after hearing about my illness. I will treasure that letter. I was therefore even

more shocked when we got the news of her death from Calcutta so soon after. I am going to give a Mass for the repose of her soul. She was such a lovable person and had such wonderful qualities of heart and mind. Her loss has been mourned throughout the country as a great nationalist and a fighter for freedom, but those of us who knew her more as a friend, will mourn her for her great courage in the face of affliction, her zest for life and her thoughtfulness for others.

I know. how deeply attached you were to her and how much she leaned on you. I send you my warmest sympathy which I hope, you will also convey to your father.



দেশপ্রিয় স্মরণে

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর মহাপ্রয়াণে
বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনা ও ভাষণ—

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের তিরোধানে

কাজী নজরুল ইসলাম

(খ্যাতনামা সুরকার কমল দাশগুপ্ত গানটি করেছেন, গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে)

'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি,
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির অভাগী ।।

বহু দিন পর আপনার ঘরে মার কোলে মাথা রাখি
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী, জাগায়ো না তারে ডাকি !
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকলি, দেয় নি নিজেরে ফাঁকি,
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি ।।

স্বার্থ অর্থ বিলাস বৈভব গৌরব সম্মান,
মায়ের চরণে দিয়াছে সে ধীরে অকাতরে বলিদান ;
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
তাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্জলী দানবীর বৈরাগী ।।

আপনার ঘরে পায় নি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে
কাটালো জীবন রুদ্ধ ভবনে বদ্ধ প্রাচীর গ্রাসে ;
আজ সে মুক্ত, বিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে হাসে,
বন্ধন হল নন্দন-ফুলহার তার ছোঁয়া লাগি ।।

দেশবন্ধুর পার্শ্বে জ্বলিছে দেশপ্রিয়র চিতা,
এতদিন পরে বক্ষে এসেছে দুঃখের সাথী মিতা ;
বহিছে অশ্রু গঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা
নিভে যাবে চিতা রয়ে যাবে ধূম চিরদিন বুকে জাগি ।।

তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হেতু,
পদ্মার ও ভাগিরতীর মাঝারে তুমি বেঁধেছিলে সেতু ;

এক যতীন্দ্র অযুত পরাণে ছড়ায়ে পড়েছে আজি,
জন সমুদ্র-কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠিছে বাজি ;
হে বীর, তোমার সাধ-অপূর্ণ, মোরা যেন পারি করিতে পূর্ণ ;
মৃত্যুতীর্থ হতে এসো তুমি অমর জীবন মাগি ।।'

প্রখ্যাত বাগ্মী, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ তুলসী চন্দ্র গোস্বামীর বক্তৃতা

"FOOT PRINTS OF LIBERTY"

থেকে উদ্ধৃত :

To the many tributes of praise that have been paid to the late Deshapriya it is scarcely necessary for me or for any one else to add anything because Jatindra Mohan Sen-Gupta lived with us, worked with us and we feel today—feeling as we do very greatly the loss—that he is almost with us. What I am thankful to the Chairman for is to give me an opportunity for tendering publicly my homage and respect to the memory of an illustrious colleague and leader. We know all about Jatindra Mohan ; his was a life full of endeavours, his was a life full of purpose, and, I should say, of great achievement—not perhaps a spectacular achievement always because, as you know, the greatest of men die with their work unfinished. That he was taken away from us at the early age of forty eight is a misfortune against which we can complain only to Providence, and we have no right of appeal there. There is one aspect of his life which my close contact with him revealed to me and that is likely to be forgotten. It is his tremendous optimism—it is a quality which is not often appreciated. But if you read the history of great men of achievement you will find what a great part optimism has played in their lives to enable them to achieve what they did achieve. In the case of Jatindra Mohan, possibly that optimism owed its inspiration and origin to his sportsmanship.

He had all the qualities of a sportsman ; it is an international virtue, but even in later life, when the exigencies of public life with the multifarious duties attaching to the high office he held, when increasing illness of body prevented him

from taking an active part in sports, even then life of action never left him, a life of action to which we have met to day to pay homage. He was always imbued with optimism in the sense that he never knew defeat; consciously he never knew defeat. It was this optimism that sustained him during his illness and that buoyancy of spirit, that optimism of youth, we felt sure, would carry him through the years of his incarceration. I will not express my feelings, deep as they are on the subject of that incarceration, because I do not propose to tresspass on politics today. We hoped that he would get over his period of incarceration and come back to us with fresh vigour of body and mind, full of great outlook and eyes shining with visions for his people.

I have been associated with him as a colleague and I have known him as leader and both as a colleague and as a leader, I want to put on record today my appreciation of those qualities which made him worthy of admiration and respect.



লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সীর রচনা

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট থেকে উদ্ধৃত ঃ

* * * In the mid twenties however the nations political life became largely institutional. Of the three crowns which devolved on Deshapriya J. M. Sen-Gupta, the Mayoralty became easily the most glittering crown. In the Councils we had defeats, as Hemingway puts it in another, a bigger context, defeats in which no body lost anything of value ; we had victories without hope. The Congress itself ceased to be a movement and retained an organisational character. In Bengal, as in other parts of India, we revolved around institutions. It is J.M. Sen-Gupat's undying credit that by virtue of his personality and his patriotism he filled this hiatus, every inch of it, with passion, with energy and drive. There was no dull page in his record. He taught us to cherish every grievance, to inflame every sore spot and sharpen every rough edge, lest they find their discontent diminishing. He kept his head high against the storm that was brewing somewhere at a distance, and when it did come, it took the nation in a rush and a swirl, and engulfed him altogether. He kept the embers alive, and nobody could really relax in view of the perils of fission and fussion. He died a martyr, and the nation shot up on the crest of martyrdoms. He helped us to endure and prevail.

J.M. Sen-Gupta basked in the full glow of the Swadeshi Movement. His father Jatra Mohon Sen was one of its most noted leaders. He canght up with Deshbandhu in the Home Rule Movement and was in the very flood tide of the national upheaval in the palmy days of the Non-co-operation Movement. The Assaam-Bengal Railway strike set the pace for him ; he came into the van of the strike. From that day onward, his step never faltered. and there was never a change of accent with him. His personal life and his public life became fully soldered,

and co-extensive. Languor did not overtake him. He brought to his leadership a sweet reasonableness which is not usually associated with potitical strifes, and he brought to it a great fluency of speech. There never was chill in his heart and mind. * * To the Corporation he gave a devotion as to the New Freedom. The Corporation is, and ought to be proud of this sacrifice. J.M. Sen-Gupta became Deshapriya because of this devotion and this sacrifice. The quietism of the years 1925-1930 has become heroic in the mould of the gentle fire of J.M. Sen-Gupta's devotion and passion. The country cherishes this noble memory and its moving scenes with undying pride. For the Corporation it is a holy day.



বিপ্লবী নেতা
শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত
লিখিত প্রবন্ধ

...I was called on a mission to Chittagong, which kept me away from the public gaze. I was putting up with Surya Sen in his "Shamya Asram". It was the heyday of the Non-co-operation Movement. I would daily pass by the road running in front of the Deshapriya's house, without ever approaching it. But I would invariably see clusters of people, leaders and volunteers of the Congress, thronging the verandah, and while Jatindra Mohan was some where inside, Nellie would often be fliting by smilingly greeting a leader or inquiring of the health of a volunteer. They would all feel happy and bow respectfully.

...The last I saw of the Deshapriya was at the Buksa Detention Camp in the days of the Gandhi-Irwin Pact, when. attempt was made to draw the revolutionists into the Pact Deshapriya was beseeched to negotiate with representative detenus. As such, he accepted our conditions, including one that Surya Sen, against whom was then hanging a warrant of arrest in connection with the Chittagong Armoury Raid Case, would be allowed to take part in the negotiations and in case of their failure, to go back into the exile's life unmolested. But the European Association proved tco strong for the Government, the talks never materialised, we were sent away under Bengal Regulation III of 1818 to distant prisons of India, and Deshapriya, on return from the Round Table Conference, fell under the clutches of the same lawless law.

Even while he saw us at Buksa, Jatindra Mohan was a victim of high blood pressure and the only food we could give him was some fruits and boiled vegetables. He never again saw free life and our grief was unbounded when in prison, -we suddenly came across the news that he was no more. Our sorrow was all the deeper when we imagined the plight of his sole helpless companion, Nellie, who had been permitted to stay with him...The death of her younger son (Anil) followed. But she did never break down...



স্বনামধন্য সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ

'মডার্ন রিভিউ" থেকে উদ্ধৃত ঃ

* * *Jatindra Mohan possessed all the qualities of a true leader. He had political knowledge and wisdom in abundant measure. He was fearless, sincere. truth-loving in speech and action. He was ever ready to lose life and limb and property in promoting the cause he had at heart. And it was not mere theoritical readiness. His fearlessness was proved on many an occasion. In the course of his service to the people he received bodily injuries, he went to jail, he was reduced to poverty by his fraternal genorosity to those in need and by giving up his practice as a lawyer for a time, and now the tale of his sufferings and sacrifices has been completed by his death.

As indicated above, he had known before his last imprisonment what freedom meant. A man can be imprisoned many times, but can die only once. As he was only 48 at the time of his death as a prisoner, there was every possibility of his being imprisoned many times again if he has not been taken away so early. The hand of Death has spared Government that obloquy and expense.

That he had to die as a prisoner was his glory—the glory of a martyr, but our disgrace....

●

যতীন্দ্র মোহনের
স্বপ্নের ভারত

১৯২৮ সালে

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, যতীন্দ্র মোহনের
বক্তৃতার অংশ ঃ—
(বাংগলা অনুবাদ)

"সংকল্পে দৃঢ় হও। স্বাধীনতাই তোমাদের দিনের চিন্তা ও রাত্রের স্বপ্নে পরিণত হউক। নর-নারী নির্ব্বিশেষে ভারতের সন্তান সন্ততিরা ভারতীয় জাতীয়তার বেদীমূলে সমবেত হউক। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি নিয়ে তারা অবিরাম নিরলসভাবে এগিয়ে চলুক স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যের দিকে। বিপদ ভয়কে তারা ভ্রূক্ষেপ করবে না, শাসকের রক্ত চক্ষু আর নিপেষণ তাদের বিচলিত করতে পারবে না। নৈরাশ্যের আঘাতে তোমরা ভেংগে পড়োনা। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত কর— আমাদের বহু বাঞ্ছিত ভাবী মহত্তর ভারতের দিকে তোমাদের জয়যাত্রার পথরোধ করে দাঁড়াবার সামর্থ্য পৃথিবীর কোন শক্তি রাখে না। আমাদের সেই ভারত হ'বে এক মহান সংঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতি—শিল্পে, বিজ্ঞানে বড় হ'য়ে সে জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ততর করবে। জগতের প্রগতি ও সভ্যতার বিস্তারে সে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করবে। ভারত মহাসাগরের আধিপত্য, নিখিল এশিয়ার জাতি গোষ্ঠির নেতৃত্ব (Leader of an Asiatic zollverein) এবং দুনিয়ার অ-শ্বেতকায় জাতি সমূহের স্বাধিকার রক্ষার মহান দায়িত্ব থাকবে ভারতের উপরেই।" *

*** কংগ্রেস সপ্তাহ জুড়ে কলকাতা ঠিক তার মেজাজ মাফিক নিদারুন সরগরম যে হয়ে উঠেছিল, তা' বেশ মনে আছে। ...অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত 'Asiatic zollverein' বাক্যটি ব্যবহার করে এশিয়ার সংহতি সম্পর্কে জোর দিয়েছিলেন, যা হল সেদিনের হিসাবে বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য।"**

—হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
"তরী থেকে তীরে"

হিজলী কারাগারে নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের পর
কলকাতা করপোরেশান-এর সভায়
দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের
স্মরণীয় ভাষণ—

Mr. J.M. SEN-GUPTA ON THE SHOOTING AT HIJLI

On the motion of Alderman Sarat C. Bose, as amended by Councillor J. M. Sen-Gupta, the Calcutta Corporation at its Special Meeting on Monday, the 28th September, 1930, while condemning the shooting on the detenus in the Hijli camp, was of opinion that inspite of the Government communiqes there was absolutely no justification for the "mad orgy of indiscriminate shooting and brutal assaults,"

The Corporation, while calling upon the Government to hold an impartial inquiry to find out the persons responsible for the shooting, demanded the immediate release of the detenus as the Government have completely forfeited all claims to be trusted any longer with the safe custody of the lives and persons of the detenus.

Councillor J. B. Ross objected to the release of the detenus, as according to Mr. Ross they had been declared by Judges who had gone into their cases to be unsafe to be kept outside because of their declared association with revolutionaries.

As for the incident, Mr. Ross said it was due to the organised and vicious attack by the detenus on the sentries who fired in self-defence in doing their duty. He thought that Mr. Sen-Gupta and his party were exploiting this incident for political purposes.

Mr. Sen-Gupta characterized the shooting as not only "deliberate" but as amounting to "culpable homicide". He proclaimed that they were determined not to allow any more indiscriminate shooting or murder to be committed upon Indians by officials or non-officials.

Councillor C. C. Biswas asked the Government to realize that it was not Congressmen alone but outraged Bengal to a man that cried out to-day for justice. He felt there was abun-

dant justification in the feeling that in this instance there was a conspiracy between the law and illegal violence. Government by their very action had succeeded in puting the martyr's crown on the two detenus now dead. It was in the interest of Government that there should be an inquiry, and if it could not emerge out of it unscathed, it would be a bad day for them.

By 42 to 5 votes thc House adopted the resolution.

Mr, J.M, Sen-Gupta said : I purposely refrained from making any comments on that part of my resolution where I state "that this Corporation is of opinion that notwithstanding the Government communiques the assault on that night at Hijli was wholly unjustified". I have not been keeping very well, and I did not want to speak in reply. But Mr. Ross has succeeded in making me a little energetic in giving him a proper reply. I have been attempting since the incidents at Chittagong and at Hijli to whip up the European officials of the Government and also to whip up the non-official European community of Bengal. But so far I have been unsuccessful.

I was hoping that Mr. Ross would take up my challenge. He has merely talked. I challenge him again, as I have already done, that if Mr. Ross or any European officer of the Government of Bengal thinks that I am wrong, that every Bengalee is wrong when he says that the assault on the Hijli Detenus was deliberate and not only that—it amounted to culpable homicide, when I say that, when every Bengalee says that, I invite him, as I have invited the District Magistrate of Chittagong, to take me to a Court of Law. I invite the Public Prosecutor of Calcutta to prosecute me or any member of this House when we publicly proclaim that the killing of the two detenus amounted to culpable homicide on the part of the men concerned.

Why do I say that ? I say that because on the face of it no amount of oral testimony is necessary to prove the fact that these men were detenus, prisoners of war, if you like to call them. No evidence is necessary to prove that they had no

arms. No amount of evidence—oral testimony—is necessary for the purpose of proving that they were not attempting to run away from the place. It is not necessary to prove that they were wounded by bullets ; it is not necessary to prove—no oral testimony is required—that at about 9.30 at night when they were about to retire for rest, the occurrence took place.

It is said that some of the detenus attacked some of the sentries and that one party of detenus snatched a bayonet and, therefore, the firing was justified. May I remind Mr. Ross and friends that in the same apologia of the Government. he will find another statement that the sentry had time, occasion and opportunity to reload his gun. What does that show ? Circumstances of this nature cannot lie. If a sentry is overpowered, do you think he had any chance or opportunity or privilege granted to him by the detenus to reload his gun ?"

Mr. Campbell Forrester : On a point of information. We are reminded by Mr. Sen-Gupta that this was at night time. How was it possible for the sentry to see whom he was shooting at in the dark ?

Mr. J. B. Ross : How does Mr. Sen-Gupta know that the sentry reloaded his gun ?

Mr. J. M. Sen-Gupta : I know it, not because that is my case because that is the case of the Government. Mr. Ross says that we are using this particular incident for political purposes, and that we are trying to commit the Corporation to a definite view before the Enquiry Committee has reported. But Mr. Ross did not hesitate to quote from his Bible, the Government communique, to prove that the sentry was attacked. I submit that Mr. Ross forgets that we will not allow any more assaults, indiscriminate shooting and wanton murders to be committed by officials or non-officials in this country. (Applause)

Mr. J. B. Ross : Or by revolutionaries.

Mr. J. M. Sen-Gnpta : Yes, or by revolutionaries. Are we to be told that when two men are killed and twenty injured by

shots from the rifles of the sentries, are we to be told by an Englishman that we should not protest ?

A voice : A Scotchman.

Mr. J. M. Sen-Gupta : Are we to be told by an Englishman, or a Scotchman, or a Welshman or an Irishman in this country that we must not protest when Indians are killed like cats and dogs ?

Mr. H. A. Luke : No one on this side of the house suggested that.

Mr. J. M. Sen-Gupta : Mr. Ross has suggested that. It is said that we are protesting to make this murder a political weapon. Mr. Ross had said that for political purposes an agitaton has been started by Congressmen. Although I was not allowed to visit the Camp, I had an opportunity of meeting five detenus who came to the Hospital to nurse their injured comrades and they told me, it is not hearsay, they were eye-witness to the whole occurrence.

Mr. J. B. Ross : In the dark ?

Mr. J. M. Sen-Gupta : There were marks of shots inside the bed-rooms. As a matter of fact, they produced before me fired bullets picked up from inside the rooms. My friends may say that we should not commit the Corporation to a definite opinion in the face of these circumstances. But where you keep unarmed prisoners, and where you keep them at night in a particular way and where you have certain sentries coming upon them at night for the reason disclosed by Government in their communique, it cannot be held by any person or any Government that the firing was justified.

I may remind the Britishers on the other side, of an incident on the Birmingham Jail the other day. The report of the incident was published, and what do we find ? There was a regular rebellion attempted in the Jail. The rioters were unarmed. The alarm-bell was rung. Not a single shot was fired. Some of the rioters were injured. All the prisoners held

guilty by courts of law of various offences, were overpowered without any firearms being used. I ask the members on the other side of the House, if any Government in England would have lasted 24 hours if incidents like those that took place in Chittagong and at Hijli had occured there ? It is only in India that you can dare defy public opinion. But you will not be allowed to defy the public opinion any more. I know that both the officials and non-officials are fighting for the last time and symptoms of the last fight are incidents at Chittagong and Hijli. (Applause)

It has been said that on one occasion at a Students' Conference, I made a speech and told my young friends that if we fail to win Swaraj, full independence, by the methods we follow, they can go their own way and do whatever they like. I repeat in this House to-day what I said there. I do say this again : If it becomes impossible for the Congress through nonviolent non-co-operation or through peaceful agitiations, to bring about the fulfilment of our ideal, then it would be useless for men like me and others to remain in public life. Can anybody find fault with that statement of mine ? No one in his senses can find fault with that statement of a nonviolent non-co-operator when he stands up and says that if his method fails, and I know our methods will not fail—let others come forward and try other methods. Is it logically wrong ? Is it wrong in principle ? Is it encouraging violence ? No. On the contrary it is an attempt to get back every young man to the fold of the Congress. That is the cry of Congressmen.

Mr. J. B. Ross : This is not the place to make that speech.

The Mayor : I am afraid you brought it on yourself.

Mr, J. M. Sen-Gupta : I am the last person to give an explanation. No explanation was necessary for that, but Europeans have lost all sense of bearing at the present moment. In every speech that responsible Congressmen make, to bring

into Congress fold young men who have lost all faith in the pretensions of the present Government, the non-official Europeans find fault with them, and see in it an attempt to goad the young men to commit revolutionary crimes. But that is not so. If we fail in our non-violent methods, we retire, but I know we shall not fail. That being the position, I do not see how any reasonable man on the face of the earth can say that there is any flaw in the principle or logic that I have enunciated.

It has been said that the men have been kept in prison because certain Judges have examined their history and it is unsafe to let them out. Practically the whole lot of them were arrested after the Chittagong Armoury Raid. But revolutionary acts have taken place after their confinement. Is it suggested that these men could take part in revolutionary acts which occured after their detention. Therefore, the conclusion is irresistible that other men who are not connected with these detenus, are committing crimes. All these men have been in prison two years. It is said that the men confined since April, 1930, are responsible for the revolutionary crimes in Bengal. How is that possible ?

Mr. H. A. Luke : That only shows that all have not been caught.

Mr. J. M. Sen-Gupta ; "That merely proves that the men responsible for the crimes have not been caught, and not that the men detained are revolutionaries. How would my friend Mr. Ross like it, if under a National Government, we pass a law that every Englishman, directly he lands in India, must be put in prison, because he is suspected of conspiracy against the National Government ? I know that in their heart of hearts no Englishman or Scotchman can deny the charge we make that they are talking against their conscience but they do so because they want to protect their Empire in India." (Applause)

●

গ্রন্থকার, শ্রীসুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্তর সংগে আবাল্য পরিচয় আমার। ছেলে বেলায় আমরা ভাই বোনেরা জানতেই পারি নি, তিনি আমাদের পরিবারের একজন ন'ন। কোন্ গুণে যে আমাদের অগ্রজ প্রতিম সুখেন্দু, আমার মা ও বাবার এত গভীরভাবে আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন, সে-টুকু বিচারের অবকাশ ছিল না তখন আমাদের। তাঁকে আমরা অগ্রজের প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ভালোবেসেছি, প্রকৃত বন্ধুর অন্তরঙ্গতায়। জীবনের প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে এই সুখেন্দুকেই দেখলাম, বাবার একান্ত-সচিবের সার্থক ভূমিকায়। রাজনৈতিক ও পারিবারিক বিষয়ে যে-কোন গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করে, বাবা ব্যক্তিগতভাবে কত যে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, তা' আজও ভুলতে পারি নি। আর আমার মাও কি অগাধ স্নেহ ও ভালোবাসাই না পোষণ করতেন, সুখেন্দুর প্রতি! কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হলেই দেখেছি, মা আপনজন সুখেন্দুকে কাছে ডেকে পরামর্শ করেছেন। আমাদের পারিবারিক সুখে দুঃখে আন্তরিক অংশীদার সুখেন্দুর ঋণ অপরিশোধ্যই থেকে গেল। অপূর্ব নিষ্ঠায় আমার মায়ের জীবন তর্পণ, পাঠক সমাজের কাছে পেঁৗছে দেবার জন্য সুখেন্দুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর শ্রম, সার্থক মণ্ডিত হোক্ কামনা করি।



গ্রন্থকার



শিশির সেনগুপ্ত